১১-২০তম গ্রেড লেকচার শিট

লেকচার ৪

Lecture Contents

☑ বাংলাদেশের সংবিধান
❖ সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস ❖ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য
❖ বিভিন্ন অনুচ্ছেদ ❖ জরুরী অবস্থা ❖ সংবিধান সংশোধনী
☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনশুমারি (আদমশুমারি)।
❖ জাতিগোষ্ঠী, উপজাতি ❖ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ❖ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ❖ ভাস্কর্য, পদক, পুরস্কার, চলচ্চিত্র ও খেলাধুলা ❖ বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ❖ বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ❖ বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ❖ নারী ও শিশু শিক্ষা ❖ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ❖ বাংলাদেশের প্রথম

Content Discussion

১১-২০তম গ্রেডের চাকরি নিয়োগ পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্ন আসে তা শিক্ষক তুলে ধরে নিচের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলাদেশের সংবিধান

সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

১৯৭২ সালের ১১ইং জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য বলে পরিগণিত হন। গণ-পরিষদের সদস্য ছিলেন ৪০৩ জন। গণ-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১০ এপ্রিল ১৯৭২ সালে। গণ-পরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন শাহ আবদুল হামিদ এবং প্রথম ডেপুটি স্পিকার ছিলেন মোহম্মদ উল্লাহ।

গণপরিষদ আদেশ জারি

১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি গণপরিষদ আদেশ জারি করেন এবং এটাই ছিল বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ। এ আদেশ সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য ও ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর বলে গণ্য করা হয়। এ আদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ এলাকা থেকে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারি ও মার্চ মাসে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যগণকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্য একটি ও পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব এ গণপরিষদের ওপর দেয়া হয়।

সংবিধান প্রণয়ন কমিটি

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল। এই অধিবেশনে গণপরিষদের ৩৪ জন সদস্য নিয়ে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান রচনা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির দায়িত্ব ছিল সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করা। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। এজন্য ড. কামাল হোসেনকে বাংলাদেশের সংবিধানের জনক বা রূপকার বা স্থপতি বলা হয়। সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য বেগম রাজিয়া বানু এবং একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত। কমিটি ৭১টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে। সংবিধান রচনা কমিটি ভারত ও যুক্তরাজ্যের সংবিধানের আলোকে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেন।

খসড়া সংবিধান

বাংলাদেশের প্রথম হস্তলিখিত সংবিধান ছিল ৯৩ পৃষ্ঠার। হস্তলিখিত সংবিধানটির মূল লেখক ছিলেন ড. এ কে এম আব্দুর রউফ। হস্তলিখিত সংবিধানটির অঙ্গসজ্জা করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন। বাংলাদেশে সংবিধানের খসড়া সর্ব প্রথম গণপরিষদে উত্থাপিত হয় ১২ই অক্টোবর ১৯৭২ সালে। সংবিধানের খসড়া গণপরিষদের উত্থাপন করেন ড. কামাল হোসেন। ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে গৃহীত হয়। এজন্য ৪ নভেম্বর 'সংবিধান দিবস' হিসেবে পালিত হয়। গণপরিষদের সদস্যরা হস্তলিখিত মূল সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি লিপিতে স্বাক্ষর করেন ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে। গণপরিষদের ৩০৯ জন্য সদস্য হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। সংবিধান রচনা কমিটির বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত হস্তলিখিত মূল সংবিধানের স্বাক্ষর করেননি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর বা প্রবর্তিত হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশের সংবিধানে গৃহীত হওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন আবু সাঈদ চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

- বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশ জারি হয়- ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশ অস্থায়ী সংবিধান অধ্যাদেশ জারি করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৭২।
- গণপরিষদ আদেশ জারি করেন- রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- বাংলাদেশ গণপরিষদের সদস্য ছিল- ৪০৩ জন।
- গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে- ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।
- গণপরিষদের প্রথম স্পিকার ছিলেন- শাহ আব্দুল হামিদ।
- গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার ছিলেন- মোহাম্মদ উল্লাহ।
- সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য ছিল- ৩৪ জন।
- সংবিধান রচনা কমিটির সভাপতি ছিল- ড. কামাল হোসেন।
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন- বেগম রাজিয়া বানু।
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন- সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত।
- বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান গণপরিষদে প্রথম উত্থাপিত হয়- ১২ অক্টোবর, ১৯৭২।
- খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়- ৪ নভেম্বর, ১৯৭২।
- বাংলাদেশের সংবিধান দিবস- ৪ নভেম্বর।
- বাংলাদেশের সংবিধানের অঙ্গসজ্জা করেন- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
- বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২।
- বাংলাদেশের সংবিধান একটি- লিখিত সংবিধান।
- বাংলাদেশের সংবিধান- দুষ্পরিবর্তনীয়।
- বাংলাদেশের সংবিধান হলো- গণপ্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন।
- সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের পার্লামেন্ট- এক কক্ষবিশিষ্ট।
- সংবিধানের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে- ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত।
- সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের গঠন- সংসদীয় পদ্ধতি।
- সংবিধান অনুযায়ী দেশের বিচার ব্যবস্থা- স্বাধীন।
- সংবিধানের ভাগ রয়েছে- ১১টি।
- সংবিধানের প্রস্তাবনা রয়েছে- ১টি।
- এ পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন হয়েছে- ১৭ বার।
- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি- ৪টি (জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা)।
- সংবিধান সংশোধনে প্রয়োজন হয়- দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সম্মতি।
- বাংলাদেশ সংবিধানে অনুচ্ছেদ- ১৫৩টি।
- বাংলাদেশ সংবিধানে তফসিল- ৭টি।

সংবিধান (Constitution)

সংবিধান হলো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার মৌলিক দলিল। এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধান হচ্ছে এমন কিছু লিখিত বা অলিখিত নিয়ম-কানুনের সমষ্টি যা রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের ধরণ নির্দেশ করে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা নির্ধারণ করে এবং সরকার ও জনগণের মাঝে সম্পর্ক নির্দেশ করে।

অ্যারিস্টটলের মতে, রাষ্ট্র কর্তৃক পছন্দকৃত জীবন প্রণালীই সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. **লিখিত সংবিধান:** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। কারণ ইহা একটি বিশেষ দিনে (১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর) গণপরিষদ কর্তৃক পাশ করা হয়েছে। এতে ১টি প্রস্তাবনা; ১১টি ভাগ; ১৫৩টি অনুচ্ছেদ ও ৭টি তফসিল রয়েছে।

২. **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান:** বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। ১৪২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটেই কেবল সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তন করা যাবে।

৩. **প্রস্তাবনা:** বাংলাদেশের সংবিধান একটি প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এটিকে সংবিধানের Poling Star বলা হয়।

৪. **সংবিধানের প্রাধান্য:** বাংলাদেশের সংবিধানে সংবিধানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কারণ ৭ (২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এ সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয় তাহলে যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫. **এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা:** বাংলাদেশ একটি এক কেন্দ্রিক গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে, তবে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

৬. **এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ:** ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশে একটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনসভার নাম 'জাতীয় সংসদ'।

৭. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি:** বাংলাদেশের সংবিধানের ৮নং অনুচ্ছেদে ৪টি প্রধান রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো:
ক) জাতীয়তাবাদ খ) সমাজতন্ত্র
গ) গণতন্ত্র ও ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা।

৮. **মৌলিক অধিকার:** সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ অধিকারগুলোর অভিভাবক ও সংরক্ষণকারী হলো সুপ্রীম কোর্ট।

৯. **মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা:** মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার বলতে এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে দেশের শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা এক দল মন্ত্রী পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রী পরিষদ তাদের সকল প্রকার নীতি ও কার্যের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকেন। রাষ্ট্রপতি নামমাত্র প্রধান থাকেন। প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করে মন্ত্রী পরিষদ। সংবিধানের ৫৫ নং অনুচ্ছেদে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্যাবলী নিহিত আছে।

১০. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা:** সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাষ্ট্র নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে সচেষ্ট হবে। উল্লেখ্য যে, ১ নভেম্বর ২০০৭ থেকে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কর্মপরিচালনা করছে।

১১. **ন্যায়পাল:** সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশে একটি ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি করা হয়। সরকারি যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাজের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তথা তাদের জবাবদিহিতা অধিকতর নিশ্চিতকরণকল্পে ন্যায়পালের ভূমিকা গণতান্ত্রিক সফলতায় অসীম। তবে বাংলাদেশে এই পদটি নেই।

এক নজরে সংবিধান

ভাগ	বিষয়		অনুচ্ছেদ
প্রথম	প্রজাতন্ত্র		০১-০৭খ
দ্বিতীয়	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি		০৮-২৫
তৃতীয়	মৌলিক অধিকার		২৬-৪৭ক
চতুর্থ	নির্বাহী বিভাগ (৪৮-৬৪)	১ম পরিচ্ছেদ- রাষ্ট্রপতি	৪৮-৫৪
		২য় পরিচ্ছেদ- প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা	৫৫-৫৮
		৩য় পরিচ্ছেদ- স্থানীয় শাসন	৫৯-৬০
		৪র্থ পরিচ্ছেদ- প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ	৬১-৬৩
		৫ম পরিচ্ছেদ-অ্যাটর্নি জেনারেল	৬৪
পঞ্চম	আইনসভা (৬৫-৯৩)	১ম পরিচ্ছেদ- সংসদ	৬৫-৭৯
		২য় পরিচ্ছেদ- আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি	৮০-৯২
		৩য় পরিচ্ছেদ- অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা	৯৩
ষষ্ঠ	বিচার বিভাগ (৯৪-১১৭)	১ম পরিচ্ছেদ- সুপ্রিম কোর্ট	৯৪-১১৩
		২য় পরিচ্ছেদ- অধস্তন আদালত	১১৪-১১৬ক
		৩য় পরিচ্ছেদ- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	১১৭
সপ্তম	নির্বাচন		১১৮-১২৬
অষ্টম	মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক		১২৭-১৩২
নবম	বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (১৩৩-১৪১)	১ম পরিচ্ছেদ- কর্মবিভাগ	১৩৩-১৩৬
		২য় পরিচ্ছেদ- সরকারি কর্মকমিশন	১৩৭-১৪১
নমব ক	জরুরী বিধানবলি		১৪১ক-১৪১গ
দশম	সংবিধান সংশোধন		১৪২
একাদশ	বিবিধ		১৪৩-১৫৩

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **Which is the supreme law of Bangladesh?**
ক) President Order খ) Constitution
গ) Rules of Business ঘ) Supreme Court

২. **বাংলাদেশ সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় কেন?**
ক) পরিবর্তন সহজ নয় বলে খ) লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ বলে
গ) পরিবর্তনে দক্ষতার অভাব ঘ) নাতিদীর্ঘ বলে

৩. **Total Parts in the constitution of Bangladesh are-**
ক) 9 খ) 10 গ) 11 ঘ) 12

৪. **How many articles are there in constitution of Bangladesh-**
ক) 156 খ) 153 গ) 155 ঘ) 152

৫. **বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনার উপর কি লেখা আছে?**
ক) জনগণই ক্ষমতার মালিক
খ) সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা
গ) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
ঘ) সংবিধানই সকল ক্ষমতার উৎস

৬. **'Constitutional Law of Bangladesh'-এর রচিয়তা হলেন-**
ক) মাহমুদুল ইসলাম খ) সাহাবুদ্দীন আহমেদ
গ) ব্যারিস্টার আ. হালিম ঘ) মো. জসিম আলী

উত্তরমালা

১	খ	২	ক	৩	গ	৪	খ	৫	গ	৬	ক

বাংলাদেশের সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদ

[বিস্‌মিল্লাহির-রহ্‌মানির রহিম
(দয়াময়, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে)/পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নামে ।]

প্রস্তাবনা

আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি;

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল-জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে;

প্রথম ভাগ (প্রজাতন্ত্র)

সংবিধানে প্রজাতন্ত্র উল্লেখ আছে ১ম ভাগে (১-৭) নং অনুচ্ছেদে

অনুচ্ছেদ-১ : প্রজাতন্ত্র
বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত হইবে ।

অনুচ্ছেদ-২ : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

অনুচ্ছেদ-২ক : প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমঅধিকার নিশ্চিত করবে

অনুচ্ছেদ-৩ : রাষ্ট্রভাষা; প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা

অনুচ্ছেদ-৪ : জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক

অনুচ্ছেদ-৪ক : জাতির পিতার প্রতিকৃতি
[জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সকল সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে।]

অনুচ্ছেদ-৫ : প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা

অনুচ্ছেদ-৬ : নাগরিকত্ব

অনুচ্ছেদ-৬(২) : বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি আর নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশি বলিয়া পরিচিত হইবেন।

অনুচ্ছেদ-৭ : সংবিধানের প্রাধান্য

অনুচ্ছেদ-৭ক : সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ

ক) এই সংবিধান বা ইহার কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে ; কিংবা

খ) এই সংবিধান বা ইহার কোন বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করিলে কিংবা উহা করিবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করিলে-
তাহার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা হইবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে দোষী হইবে।
(২) কোন ব্যক্তি (১) দফায় বর্ণিত-
ক) কোন কার্য করিতে সহযোগিতা বা উস্কানি প্রদান করিলে; কিংবা
খ) কার্য অনুমোদন, মার্জনা, সমর্থন বা অনুসমর্থন করিলে-
তাহার এইরূপ কার্যও একই অপরাধ হইবে।
(৩) এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধে দোষী ব্যক্তি প্রচলিত আইনে অন্যান্য অপরাধের জন্য নির্ধারিত দণ্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-৭খ : সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য:
সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।]

মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ

✪ **মৌলিক অধিকার:** মৌলিক অধিকার হলো জনগণের সেই সমস্ত অধিকার যেগুলো সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত ও আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য। মৌলিক অধিকারগুলো সবই মানবাধিকার। তবে মানবাধিকারের মধ্যে যে অধিকারগুলো লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে আদায় করতে পারে সেগুলো মৌলিক অধিকার। মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল বলে গণ্য হয়। রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার পরিপন্থী কোন আইন তৈরী করবে না।

✪ সংবিধানের সংশোধন কিংবা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করা ছাড়া মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করা যায় না।

বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ:

বাংলাদেশ সংবিধানে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৭নং থেকে ৪৪নং পর্যন্ত মোট ১৮টি মৌলিক অধিকারের প্রকৃতি ও ভোগের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৮টি মৌলিক অধিকার সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

A. রাষ্ট্রে অবস্থানরত নাগরিক ও বিদেশী উভয়ে ভোগ করতে পারে। এরূপ মৌলিক অধিকার ৬টি। **এগুলো নিম্নরূপ:**
- ক) জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার (অনু: ৩২)
- খ) গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ (অনু: ৩৩)
- গ) জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ (অনু: ৩৪)
- ঘ) বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ (অনু: ৩৫)
- ঙ) ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনু: ৪১)
- চ) সাংবিধানিক প্রতিকার পাওয়ার অধিকার (অনু: ৪৪)

B. শুধু বাংলাদেশের নাগরিকরা ভোগ করতে পারে- এরূপ মৌলিক অধিকার ১২টি। **এগুলো নিম্নরূপ:**
- (১) আইনের দৃষ্টিতে সমতা (অনু: ২৭)
- (২) ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী পুরুষভেদে বৈষম্য না প্রদান (অনু: ২৮)
- (৩) সরকারী নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা (অনু: ২৯)
- (৪) রাষ্ট্রপতি পূর্বানুমোদন ব্যতীত বিদেশী খেতাব গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ (অনু: ৩০)
- (৫) আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার (অনু: ৩১)
- (৬) চলাফেরার স্বাধীনতা (অনু: ৩৬)
- (৭) সমাবেশের স্বাধীনতা (অনু: ৩৭)
- (৮) সংগঠনের স্বাধীনতা (অনু: ৩৮)
- (৯) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা (অনু: ৩৯)
- (১০) পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা (অনু: ৪০)
- (১১) সম্পত্তির অধিকার (অনু: ৪২)
- (১২) গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ (অনু: ৪৩)

তথ্য বিবরণী:

- ➤ 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'– সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত।
- ➤ সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে– 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'
- ➤ ২৮(৪) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী– রাষ্ট্র নারী শিশু বা অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্যে বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা পায়।
- ➤ আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের কথা উল্লেখ আছে– ৩১ অনুচ্ছেদে।
- ➤ জোরজবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ– ৩৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
- ➤ 'প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার'– ৩৯ (২)ক অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।
- ➤ সংবিধানের ৪১(১)ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী– প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে।

BCS & PSC -এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

- ➤ বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের আর্টিকেল আছে– ২২টি
- ➤ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন' বলা আছে? – ২৮ (২) নম্বর অনুচ্ছেদে [২৭তম বিসিএস]
- ➤ 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী' সংবিধানে বর্ণিত আছে – ২৭নং অনুচ্ছেদে [২৪তম বিসিএস]
- ➤ বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ বলে রাষ্ট্র নারী, শিশু বা অনগ্রসর নাগরিকদের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান তৈরির ক্ষমতা পায়? – ২৮ [২১তম বিসিএস]

- 'আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান' বলা হয়েছে সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ? – ২৭নং
- বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে 'চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা' নিশ্চিত করা হয়েছে?– ৩৯ অনুচ্ছেদ
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'চলাফেরার স্বাধীনতা' উল্লেখ রয়েছে?– ৩৬নং অনুচ্ছেদ
- সংবিধানের ২৮(২) নং অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু কী? –সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে সকল নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের উল্লেখ আছে?– ৩১নং অনুচ্ছেদে
- বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অংশে মৌলিক অধিকার দেয়া আছে– তৃতীয় ভাগে

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে সেই সকল নীতিকে বোঝায় যেগুলো রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে।
- ১৯৭২ সালের প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে। যথা-
  ১. জাতীয়তাবাদ ২. সমাজতন্ত্র
  ৩. গণতন্ত্র এবং ৪. ধর্ম নিরপেক্ষতা

তথ্য বিবরণী:

- বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি– ৪টি
- ৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের চার মূলনীতি হলো– জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা
- 'গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারের' নিশ্চয়তা দেয়া আছে– ১১নং অনুচ্ছেদে
- 'কৃষক ও শ্রমিক' মুক্তির কথা বলা হয়েছে– ১৪নং অনুচ্ছেদে
- অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে– সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে।
- ১৭(ক) অনুচ্ছেদে– রাষ্ট্রকে সকল বালক–বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে
- ১৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী– সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে।
- ১৯(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী– জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে।
- ২২নং অনুচ্ছেদে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ' এর কথা বলা হয়েছে।
- বাংলাদেশের সংবিধানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'সকল সময়ে– চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।" শূন্যস্থান পূরণ করুন। – জনগণের সেবা করিবার *[১৮তম বিসিএস]*
- বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক– রাষ্ট্রপতি
- সর্বস্তরে নারীপুরুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার কথা বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে? –২৮(২)
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শপথবাক্য পাঠ করান– স্পিকার
- বাংলাদেশ সংবিধানের মূলনীতি কয়টি?– ৪টি
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি কয়টি?– ৪টি
- শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাংলাদেশ সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে?– ১৭
- বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ' –এর কথা বলা হয়েছে?– ২২নং অনুচ্ছেদে
- সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে?– ২য় ভাগে ১৯(৩)নং অনুচ্ছেদে

দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ)

সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির উল্লেখ আছে– ২য় ভাগে (৮-২৫) নং অনুচ্ছেদে।

অনুচ্ছেদ-৮	:	অনুযায়ী– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাসহ এই সকল মূলনীতি হতে উদ্ভূত সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গণ্য।
অনুচ্ছেদ-৯	:	জাতীয়তাবাদ
অনুচ্ছেদ-১০	:	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি
অনুচ্ছেদ-১১	:	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার
অনুচ্ছেদ-১২	:	ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা
অনুচ্ছেদ-১৩	:	মালিকানা নীতি
অনুচ্ছেদ-১৪	:	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
অনুচ্ছেদ-১৫	:	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা
অনুচ্ছেদ-১৬	:	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব
অনুচ্ছেদ-১৭	:	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা
অনুচ্ছেদ-১৮	:	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
অনুচ্ছেদ-১৮ক	:	পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
অনুচ্ছেদ-১৯	:	সুযোগের সমতা
অনুচ্ছেদ-১৯৩	:	জাতীয় জীবনে সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে
অনুচ্ছেদ-২০	:	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম
অনুচ্ছেদ-২১	:	নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য
অনুচ্ছেদ-২২	:	নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ
অনুচ্ছেদ-২৩	:	জাতীয় সংস্কৃতি
অনুচ্ছেদ-২৩ক	:	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
অনুচ্ছেদ-২৪	:	জাতীয় স্মৃতি নিদর্শন প্রভৃতি
অনুচ্ছেদ-২৫	:	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

- ৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের চার মূলনীতি হলো- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা
- 'গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারের' নিশ্চয়তা দেয়া আছে- ১১নং অনুচ্ছেদে
- 'কৃষক ও শ্রমিক' মুক্তির কথা বলা হয়েছে- ১৪নং অনুচ্ছেদে
- অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে- সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে
- ১৭(ক) অনুচ্ছেদে- রাষ্ট্রকে সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে
- ১৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী- সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে
- ১৯(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী- জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে
- ২২নং অনুচ্ছেদে- 'নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ' এর কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগ (মৌলিক অধিকার)

সংবিধানের মৌলিক অধিকারের উল্লেখ আছে– ৩য় ভাগে (২৬-৪৭) নং অনুচ্ছেদে

অনুচ্ছেদ-২৬	:	মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল
অনুচ্ছেদ-২৭	:	আইনের দৃষ্টিতে সমতা
অনুচ্ছেদ-২৮	:	ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য রোধ
অনুচ্ছেদ-২৯	:	সরকারি নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতা

অনুচ্ছেদ-৩০ : বিদেশি খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ
অনুচ্ছেদ-৩১ : আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার
অনুচ্ছেদ-৩২ : জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার ও সংরক্ষণ
অনুচ্ছেদ-৩৩ : গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ
অনুচ্ছেদ-৩৪ : জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ
অনুচ্ছেদ-৩৫ : বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ
অনুচ্ছেদ-৩৬ : চলাফেরার স্বাধীনতা
অনুচ্ছেদ-৩৭ : সমাবেশের স্বাধীনতা
অনুচ্ছেদ-৩৮ : সংগঠনের স্বাধীনতা
অনুচ্ছেদ-৩৯ : চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা
অনুচ্ছেদ-৪০ : পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা
অনুচ্ছেদ-৪১ : ধর্মীয় স্বাধীনতা
অনুচ্ছেদ-৪২ : সম্পত্তির অধিকার
অনুচ্ছেদ-৪৩ : গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
অনুচ্ছেদ-৪৪ : মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ (রীট পিটিশন করার ক্ষমতা/মামলা করার অধিকার)
অনুচ্ছেদ-৪৫ : শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন
অনুচ্ছেদ-৪৬ : দায়মুক্তি বিধানের হেফাজত
অনুচ্ছেদ-৪৭ : কতিপয় আইনের হেফাজত
অনুচ্ছেদ-৪৭ক : সংবিধানের কতিপয় বিধান অপ্রযোজ্যতা

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী রীট (Writ) এর প্রকারভেদ–
রীট বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ৫ ধরণের হতে পারে :

১. **হেবিয়াস করপাস (বন্দী প্রদর্শন) রীট**
২. **ম্যানডামাস (হুকুমজারী) রীট**
৩. **সার্শিওরারী (উৎপ্রেষণ) রীট**
৪. **প্রহিবিশন (নিষেধাজ্ঞামূলক) রীট**
৫. **কো-ওয়ারেন্টো (কারণ দর্শাও)রীট**

- ‘সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী’- সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত
- সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন
- আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারের কথা উল্লেখ আছে- ৩১ অনুচ্ছেদে
- জোরজবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ- ৩৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী
- ‘প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার’- ৩৯(২)ক অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে
- সংবিধানের ৪১(১)ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী- প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম হলো-**
ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ খ) বাংলাদেশ
গ) বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র ঘ) বাংলাদেশ ইসলামী প্রজাতন্ত্র

২. **বাংলাদেশ একটি-**
ক) ইসলামী প্রজাতন্ত্র খ) গণপ্রজাতন্ত্র
গ) প্রজাতন্ত্র ঘ) গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র

৩. **বাংলাদেশের সাংবিধানিক নামের ইংরেজি পাঠ কী?**
ক) People Republic of Bangladesh
খ) Bangladesh People’s Republic
গ) The Republic of Bangladesh
ঘ) Democratic Republic of Bangladesh

৪. **বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে?**
ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৫. **বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে?**
ক) ২নং অনুচ্ছেদে খ) ২ক নং অনুচ্ছেদে
গ) ৪নং অনুচ্ছেদে ঘ) ৪ক নং অনুচ্ছেদে

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	খ

চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ (অনুচ্ছেদ: ৪৮-৬৪)

❒ ১ম পরিচ্ছেদ: রাষ্ট্রপতি (অনুচ্ছেদ: ৪৮-৫৪)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৪৮	রাষ্ট্রপতি
৪৯	ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার*
৫০	রাষ্ট্রপতি-পদের মেয়াদ
৫১	রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি
৫২	রাষ্ট্রপতির অভিশংসন
৫৩	অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ
৫৪	অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি-পদে স্পিকার

❒ ২য় পরিচ্ছেদ: প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা (অনুচ্ছেদ: ৫৫-৫৮ক)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৫৫	মন্ত্রিসভা
৫৬	মন্ত্রিগণ
৫৭	প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ
৫৮	অন্যান্য মন্ত্রীর পদের মেয়াদ

*২ক পরিচ্ছেদ: নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার (বিলুপ্ত)

❒ ৩য় পরিচ্ছেদ: স্থানীয় শাসন (অনুচ্ছেদ: ৫৯-৬০)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৫৯	স্থানীয় শাসন
৬০	স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা

❒ ৪র্থ পরিচ্ছেদ: প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (অনুচ্ছেদ: ৬১-৬৩)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৬১	সর্বাধিনায়কতা
৬২	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি প্রভৃতি
৬৩	যুদ্ধ

❒ ৫ম পরিচ্ছেদ: অ্যাটর্নি-জেনারেল (অনুচ্ছেদ: ৬৪)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৬৪	অ্যাটর্নি-জেনারেল

- সংবিধানের ৪৮-এর ৪(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হওয়ার জন্য বয়স- ৩৫ বছর।
- রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার বর্ণিত আছে- ৪৯ অনুচ্ছেদে।
- রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তির কথা বলা হয়েছে- ৫১ অনুচ্ছেদে।
- রাষ্ট্রপতি স্পিকারের নিকট পদত্যাগ করতে পারেন- ৫০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
- সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদ বলে- রাষ্ট্রপতির অভিশংসন সম্ভব।
- রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেন- ৬৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন?
ক) জনগণের সরাসরি ভোটে
খ) জাতীয় সংসদে সদস্যদের ভোটে
গ) প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক
ঘ) প্রধান বিচারপতি কর্তৃক **উ: খ**

২. প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই নিয়োগ দিতে পারেন-
ক) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
খ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ
গ) অডিটর জেনারেল নিয়োগ
ঘ) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ **উ: ক**

৩. রাষ্ট্রপতি কোন ধারার বিধানমতে কারো সাথে কোনো পরামর্শ ছাড়াই প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দিতে পারেন?
ক) ৪৪ ধারা খ) ৭(১) ধারা
গ) ৪৮(৩) ধারা ঘ) ৭(২) ধারা **উ: গ**

৪. According to the Constitution of Bangladesh what is the minimum age to become the President?
ক) 25 খ) 30
গ) 35 ঘ) 40 **উ: গ**

৫. বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমা সংক্রান্ত বিধান রয়েছে?
ক) ২৭ খ) ৪৯
গ) ৫২ ঘ) ৫৪ **উ: খ**

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা (অনুচ্ছেদ: ৬৫-৯৩)

❒ ১ম পরিচ্ছেদ: সংসদ (অনুচ্ছেদ: ৬৫-৭৯)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৬৫	সংসদ- প্রতিষ্ঠা
৬৬	সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা
৬৭	সদস্যদের আসন শূন্য হওয়া
৬৮	সংসদ সদস্যদের পারিশ্রমিক প্রভৃতি
৬৯	শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ বা ভোটদান করিলে সদস্যের অর্থদণ্ড
৭০	রাজনৈতিক দল হইতে পদত্যাগ বা দলের বিপক্ষে ভোটদানের কারণে শূন্য হওয়া
৭১	দ্বৈত- সদস্যতায় বাধা
৭২	সংসদের অধিবেশন
৭৩	সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী
৭৩ক	সংসদ সম্পর্কে মন্ত্রিগণের অধিকার
৭৪	স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
৭৫	কার্যপ্রণালি-বিধি, কোরাম প্রভৃতি
৭৬	সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ
৭৭	ন্যায়পাল
৭৮	সংসদ ও সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি
৭৯	সংসদ-সচিবালয়

❒ ২য় পরিচ্ছেদ: আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত পদ্ধতি (৮০-৯২)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৮০	আইন প্রণয়ন পদ্ধতি
৮১	অর্থবিল
৮২	আর্থিক ব্যবস্থাবলির সুপারিশ
৮৩	সংসদ আইন ব্যতীত করারোপে বাধা
৮৪	সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব
৮৫	সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ
৮৬	প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে প্রদেয় অর্থ
৮৭	বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি
৮৮	সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়
৮৯	বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত পদ্ধতি
৯০	নির্দিষ্টকরণ আইন
৯১	সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী
৯২	হিসাব, ঋণ প্রভৃতির উপর ভোট

❒ ৩য় পরিচ্ছেদ: অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা (অনুচ্ছেদ: ৯৩)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৯৩	অধ্যাদেশ প্রণয়ন-ক্ষমতা

- ৫০ জন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য নিয়ে সংসদ গঠিত হবে উল্লেখ আছে- ৬৫(৩ক) অনুচ্ছেদ।
- সংসদের আসন শূন্য হওয়ার বিধির কথা উল্লেখ আছে- ৬৭ অনুচ্ছেদে।
- 'সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী' সংক্রান্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে- ৭৩ অনুচ্ছেদে।
- সংসদ চলাকালে কমপক্ষে ৬০ জন সদস্য উপস্থিত থাকতে হবে বলা আছে- ৭৫(২) অনুচ্ছেদে।
- 'ন্যায়পাল' নিয়োগের বিধান- সংবিধানে ৭৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।
- অর্থবিল সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে- ৮১(১-৩) অনুচ্ছেদে।
- সংযুক্ত তহবিলের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে- ৮৪(১) অনুচ্ছেদে।
- সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরির ব্যাখ্যা আছে- ৯১ অনুচ্ছেদে।
- অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতার বিস্তারিত উল্লেখ আছে- ৯৩ (১-৩) অনুচ্ছেদে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **What is the name of the Parliament of Bangladesh in English?**
ক) Parliament of Bangladesh
খ) National Parliament
গ) House of the Nation
ঘ) None of these **উ: গ**

২. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কয় কক্ষ বিশিষ্ট?**
ক) এক কক্ষ খ) দুই বা দ্বিকক্ষ
গ) তিন কক্ষ ঘ) বহুকক্ষ বিশিষ্ট **উ: ক**

৩. **বাংলাদেশের সংবিধানে যে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার নাম কি?**
ক) দুর্নীতি দমন কমিশন খ) জাতীয় সংসদ
গ) নির্বাচন কমিশন ঘ) সুপ্রীম কোর্ট **উ: খ**

৪. **কে আইন প্রণয়ন করেন?**
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) বিচার বিভাগ
গ) আইনসভা ঘ) শাসন বিভাগ **উ: গ**

৫. **বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়ন করে থাকে?**
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) জাতীয় সংসদ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) প্রশাসন বিভাগ **উ: খ**

৬ষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ (অনুচ্ছেদ: ৯৪-১১৭)

❒ ১ম পরিচ্ছেদ: সুপ্রীম কোর্ট (অনুচ্ছেদ: ৯৪-১১৩)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
৯৪	সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা
৯৫	বিচারক নিয়োগ
৯৬	বিচারকদের পদের নিয়োগ
৯৭	অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
৯৮	সুপ্রীম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারকগণ
৯৯	অবসর গ্রহণের পর বিচারকগণের অক্ষমতা
১০০	সুপ্রীম কোর্টের আসন
১০১	হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার
১০২	কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা
১০৩	আপীল বিভাগের এখতিয়ার
১০৪	আপীল বিভাগের পরোয়ানা জারী ও নির্বাহ
১০৫	আপীল বিভাগ কর্তৃক রায় বা আদেশ পুনর্বিবেচনা
১০৬	সুপ্রীম কোর্টের উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার
১০৭	সুপ্রীম কোর্টের বিধিপ্রণয়ন ক্ষমতা
১০৮	'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে সুপ্রীম কোর্ট
১০৯	আদালতসমূহের উপর তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ
১১০	অধঃস্তন আদালত হইতে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা স্থানান্তর
১১১	সুপ্রীম কোর্টের রায়ের বাধ্যতামূলক কার্যকারিতা
১১২	সুপ্রীম কোর্টের সহায়তা
১১৩	সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীগণ

❒ ২য় পরিচ্ছেদ: অধঃস্তন আদালত (অনুচ্ছেদ: ১১৪-১১৬ক)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১১৪	অধঃস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা
১১৫	অধঃস্তন আদালতের নিয়োগ
১১৬	অধঃস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা
১১৬ক)	বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন

❒ ৩য় পরিচ্ছেদ: প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল (অনুচ্ছেদ: ১১৭)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১১৭	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহ

- রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শ করে অন্যান্য বিচারককে নিয়োগ দেন- সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ বলে।
- রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে উল্লেখ আছে- ১০০ অনুচ্ছেদে।
- হাইকোর্টের ক্ষমতার উল্লেখ আছে- ১০২(১-২) অনুচ্ছেদে।
- আপিল বিভাগের ক্ষমতার উল্লেখ আছে- ১০৩(১-৪) অনুচ্ছেদে।
- সুপ্রিম কোর্ট হলো একটি 'কোর্ট অব রেকর্ড' উল্লেখ আছে- ১০৮ অনুচ্ছেদে।
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের উল্লেখ আছে- ১১৭(১) ও (২) অনুচ্ছেদে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **কোনটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত?**
ক) হাইকোর্ট খ) সুপ্রীমকোর্ট
গ) জর্জকোর্ট ঘ) আপীল কোর্ট **উত্তর: খ**

২. **বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের ডিভিশন (বিভাগ) কয়টি?**
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি **উত্তর: ক**

৩. **বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট..... নিয়ে গঠিত?**
ক) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট
খ) হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ
গ) হাইকোর্ট ও জজকোর্ট
ঘ) সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগ **উত্তর: খ**

৪. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন অংশ সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। সংবিধান অনুসারে ভাগগুলো হল-**
ক) High Court and Supreme Court
খ) High Court and Appellate Court
গ) High Court Division and Appellate Division
ঘ) Appellate Division and Supreme Judicial Council
উত্তর: গ

৫. **Who appoint the Chief Justice of Supreme Court of Bangladesh?**
ক) Prime Minister খ. President
গ) Speaker ঘ) Supreme Judicial Council **উ: খ**

সপ্তম ভাগ: নির্বাচন (অনুচ্ছেদ: ১১৮-১২৬)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১১৮	নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা
১১৯	নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব
১২০	নির্বাচন কমিশনের কর্মচারীগণ
১২১	প্রতি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা
১২২	ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা
১২৩	নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়
১২৪	নির্বাচন সম্পর্কে সংসদের বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
১২৫	নির্বাচনী আইন ও নির্বাচনের বৈধতা
১২৬	নির্বাচন কমিশনকে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সহায়তাদান

- বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৮ নং অনুচ্ছেদে- 'নির্বাচন কমিশন' গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।
- প্রধান নির্বাচন কমিশন এবং অনধিক চার জন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে- সংবিধানের ১১৮(১) নং অনুচ্ছেদে।
- ভোটার হওয়ার যোগ্যতার কথা উল্লেখ আছে- ১২২(১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে।
- রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে উল্লেখ আছে- ১২৩(২) নং অনুচ্ছেদে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে নির্বাচন কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে?
ক) ১১০ নং অনুচ্ছেদে খ) ১১৫ নং অনুচ্ছেদে
গ) ১১৮ নং অনুচ্ছেদে ঘ) ১২৫ নং অনুচ্ছেদে

২. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের কে নিয়োগ করেন?
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘ) প্রধান বিচারপতি

৩. বাংলাদেশে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব কার ওপর ন্যস্ত?
ক) প্রেসিডেন্ট খ) প্রধান উপদেষ্টা
গ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘ) পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল

৪. নির্বাচন কমিশনের স্থায়িত্বকাল-
ক) তিন বছর খ) পাঁচ বছর
গ) চার বছর ঘ) ছয় বছর

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিয়োগের মেয়াদকাল-
ক) ৩ বছর খ) ৪ বছর
গ) ৫ বছর ঘ) ৬ বছর

৬. নির্বাচন কমিশনারের মেয়াদকাল কত?
ক) ৪ বছর খ) ৩ বছর
গ) ৫ বছর ঘ) ৭ বছর

৭. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে ভোটার তালিকার বিধান বর্ণিত আছে?
ক) ১২৪ নং অনুচ্ছেদে খ) ১১৯ নং অনুচ্ছেদে
গ) ১২১ নং অনুচ্ছেদে ঘ) ১১৮ নং অনুচ্ছেদে

৮. বাংলাদেশের কোন ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স কত?
ক) ১৬ বৎসর খ) ১৮ বৎসর
গ) ২০ বৎসর ঘ) ২১ বৎসর

৯. কোনো কারণে সংসদ ভেঙে গেলে পরবর্তী কত দিনের মধ্যে বাংলাদেশে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে?
ক) ৩০ দিন খ) ৬০ দিন
গ) ৯০ দিন ঘ) ১৮০ দিন

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	গ	৪	খ	৫	গ	৬	গ	৭	গ	৮	খ	৯	গ

অষ্টম ভাগ: মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (১২৭-১৩২)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১২৭	মহা হিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা
১২৮	মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব
১২৯	মহা হিসাব নিরীক্ষকের কর্মের মেয়াদ
১৩০	অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষক
১৩১	প্রজাতন্ত্রের হিসাব রক্ষার আকার ও পদ্ধতি
১৩২	সংসদে মহা হিসাব নিরীক্ষকের রিপোর্ট উপস্থাপন

- ১২৭(১) অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে- মহা হিসাব নিরীক্ষককে নিয়োগদান করবেন রাষ্ট্রপতি।
- মহা হিসাব নিরীক্ষকের দায়িত্ব পাঁচ বছর বা পঁয়ষট্টি বছর বয়স (যেটি আগে ঘটে) উল্লেখ আছে- ১২৯(১) অনুচ্ছেদে।
- অস্থায়ী মহা হিসাব নিরীক্ষকের বিধান উল্লেখ আছে- ১৩০ অনুচ্ছেদে।
- সংসদে মহা হিসাব নিরীক্ষক রিপোর্ট উপস্থাপন করেন- ১৩২ অনুযায়ী।
- বাংলাদেশ মহা হিসাব নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক পদে নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. সুপ্রিম কোর্ট বিভাগ আছে–
ক) ২ টি খ) ৩টি
গ) ১ টি ঘ) একটিও না **উ: ক**

২. বাংলাদেশ বিচারপতিদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা কত?
ক) ৫৭ বছর খ) ৬০ বছর
গ) ৬২ বছর ঘ) ৬৭ বছর **উ: ঘ**

৩. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রথম নারী বিচারপতি কে?
ক) সুরাইয়া রহমান খ) তারামন বিবি
গ) রবেয়া ভূঁইয়া ঘ) নাজমুন আরা সুলতানা **উ: ঘ**

৪. বাংলাদেশে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বলে রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন?
ক) ৯৫(১) ন অনুচ্ছেদে খ) ১১৮ নং অনুচ্ছেদে
গ) ১৪১ নং অনুচ্ছেদে ঘ) ৫৬(২) নং অনুচ্ছেদে **উ: ক**

৫. বাংলাদেশে কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স কত?
ক) ১৬ বছর খ) ১৮ বছর
গ) ২০ বছর ঘ) ২১ বছর **উ: খ**

নবম ভাগ : বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (অনুচ্ছেদ ১৩৩-১৪১)

❒ ১ম পরিচ্ছেদ : কর্মবিভাগ (অনুচ্ছেদ: ১৩৩-১৩৬)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৩৩	নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলি
১৩৪	কর্মের মেয়াদ
১৩৫	অসামরিক সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত প্রভৃতি
১৩৬	কর্মবিভাগ পুনর্গঠন

❒ ২য় পরিচ্ছেদ : সরকারি কর্ম কমিশন (অনুচ্ছেদ: ১৩৭-১৪১)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৩৭	কমিশন প্রতিষ্ঠা
১৩৮	সদস্য নিয়োগ
১৩৯	পদের মেয়াদ
১৪০	কমিশনের দায়িত্ব
১৪১	বার্ষিক রিপোর্ট

নবম-ক ভাগ : জরুরী বিধানাবলি (১৪১ক-১৪১গ)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৪১ক	জরুরী অবস্থা ঘোষণা
১৪১খ	জরুরী অবস্থার সময় সংবিধানের কতিপয় অনুচ্ছেদের বিধান স্থগিতকরণ
১৪১গ	জরুরী অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরণ

- সংবিধানের ১৩৭ নং নম্বর অনুচ্ছেদে– 'সরকারি কর্ম কমিশন' (পিএসসি) প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।
- সরকারি কর্মকমিশনের সদস্য নিয়োগের বিধি উল্লেখ আছে– ১৩৮(১) ও (২) নং অনুচ্ছেদে।
- সরকারি কর্মকমিশনের পদের মেয়াদ উল্লেখ আছে– ১৩৯ (১-৪) অনুচ্ছেদে।
- সংবিধানের ১৪১ ক) অনুচ্ছেদে– 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণার কথা বলা হয়েছে।
- জরুরী অবস্থায় ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ স্থগিত থাকবে উল্লেখ আছে– ১৪১খ. অনুচ্ছেদে।
- যে কোনো পরিস্থিতিতেই জরুরী অবস্থায় মেয়াদকাল ১২০ দিন বা ৪ মাস নির্ধারিত করে সংশোধন করা হয়– সংবিধানের ১৪১(ক) অনুচ্ছেদ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের বিষয়াদি সংবিধানের কোন ভাগে সন্নিবেশিত হয়েছে?**
ক) নবম ভাগে খ) দ্বিতীয় ভাগে
গ) পঞ্চম ভাগে ঘ) অষ্টম ভাগে

২. **What is 'Public Service Commission' in Bangla?**
ক) সরকারী কর্ম কমিশন খ) জনসেবা কমিশন
গ) সরকারী চাকুরি কমিশন ঘ) জনকল্যাণ কমিশন

৩. **বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭ নং ধারায় প্রতিষ্ঠিত সংস্থা কোনটি ?**
ক) নির্বাচন কমিশন খ) আণবিক শক্তি কমিশন
গ) পরিকল্পনা কমিশন ঘ) বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন

৪. **বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী গঠিত?**
ক) ১৩৬ খ) ১৩৭
গ) ১৩৮ ঘ) ১৪০ (২)

৫. **বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের কে মনোনীত করেন-**
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি
গ) মন্ত্রিপরিষদ ঘ) জাতীয় সংসদ

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	ঘ	৪	খ	৫	খ

দশম ভাগ : সংবিধান-সংশোধন (অনুচ্ছেদ ১৪২)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৪২	সংবিধানের বিধান সংশোধনের ক্ষমতা

একাদশ ভাগ : বিবিধ (অনুচ্ছেদ ১৪৩-১৫৩)

অনুচ্ছেদ	বিষয়
১৪৩	প্রজাতন্ত্রের সম্পত্তি
১৪৪	সম্পত্তি ও কারবার প্রভৃতি প্রসঙ্গে নির্বাহী কর্তৃত্ব
১৪৫	চুক্তি ও দলিল
১৪৫ক	আন্তর্জাতিক চুক্তি
১৪৬	বাংলাদেশের নামে মামলা
১৪৭	কতিপয় পদাধিকারীর পারিশ্রমিক প্রভৃতি
১৪৮	পদের শপথ
১৪৯	প্রচলিত আইনের হেফাজত
১৫০	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি
১৫১	রহিতকরণ
১৫২	ব্যাখ্যা
১৫৩	প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

তফসিল (Schedule)

তফসিল	বিষয়
প্রথম তফসিল	অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
দ্বিতীয় তফসিল	রাষ্ট্রপতি-নির্বাচন [বিলুপ্ত]
তৃতীয় তফসিল	শপথ ও ঘোষণা
চতুর্থ তফসিল	ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলি
পঞ্চম তফসিল	১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ঐতিহাসিক ভাষণ
ষষ্ঠ তফসিল	১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত শেষে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা
সপ্তম তফসিল	১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

তথ্য কণিকা:

- ১৪৩(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী– সংসদ সময়ে সময়ে আইনের দ্বারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমা, জলসীমা ও মহীসোপানের সীমা নির্ধারণ করতে পারবে।
- ১৪৫(২ক) অনুযায়ী– বিদেশের সাথে সম্পাদিত সব চুক্তি রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং রাষ্ট্রপতি সেগুলো সংসদে পেশ করার ব্যবস্থা করবেন। তবে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট চুক্তি সংসদের গোপন বৈঠকে পেশ করা হবে।
- 'বাংলাদেশ' এই নামে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে– ১৪৬ অনুচ্ছেদ বলে।
- ১৫২(১) অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে– অধিবেশন, আইন, অর্থবছর, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপতির শৃঙ্খলাবাহিনী প্রভৃতি সংবিধানে ব্যবহৃত শব্দের।
- ১৫৩(৩) অনুচ্ছেদ মতে বাংলাদেশের সংবিধানের মূল পাঠ বা বিরোধের ক্ষেত্রে যে পাঠ প্রাধান্য পাবে– বাংলা পাঠ।
- গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া ঐতিহাসিক ভাষণ যুক্ত করা হয়– পঞ্চম তফসিলে (১৫০(২) অনুচ্ছেদ]।
- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তারিখে মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংযোজন করা হয়– সপ্তম তফসিলে (১৫০(২) অনুচ্ছেদ]।
- পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে– সংবিধানের সপ্তম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংশোধনী।
- চারটি সংশোধনীর মধ্যে তিনটি ছিল– চতুর্থ তফসিলের অন্তর্ভুক্ত।
- চতুর্থ তফসিলের সংশোধনী সম্পর্কে বলা হয়েছে– অনুচ্ছেদ ৩(ক), ১৮, ১৯ (সপ্তম সংশোধনী) এবং ২৩ বিলুপ্ত।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে অবস্থিত প্রকৃত মালিকবিহীন যে কোন সম্পত্তি গণপ্রজাতন্ত্রের উপর ন্যস্ত হওয়া সংক্রান্ত বিধানটি সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে?
ক) ১৪৫(২) খ) ১৪৩(১)(গ)
গ) ১৪৭(৩) ঘ) কোনটিই নয়

২. বাংলাদেশের সংবিধানের আইনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে?
ক) ১০৭ ধারা খ) ৮২ ধারা
গ) ১৫২ ধারা ঘ) ১৫৩ ধারা

৩. 'আইন' অর্থ কোন আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন প্রথা বা রীতি আইনের এ ব্যাখ্যা কোথায় প্রদান করা হয়েছে?
ক) The General Clauses Act, ১৮৯৭
খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
গ) The Code of Civil procedure, ১৯০৮ এ
ঘ) The Civil courts Act, ১৮৮৭ এ

৪. বাংলাদেশের সংবিধান ক'টি ভাষায় রচিত?
ক) একটি খ) দুটি
গ) তিনটি ঘ) চারটি

৫. বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় তফসিলে কয়টি পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত ব্যক্তির শপথগ্রহণ বা ঘোষণাপত্র পাঠের বিষয় উল্লেখ আছে?
ক) ৭ খ) ৮
গ) ৯ ঘ) ১০

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	খ	৪	খ	৫	গ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কণিকা

১) বাংলাদেশে কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত?
উঃ- সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র।

২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন কি?
উঃ- সংবিধান।

৩) কোন দেশের কোন লিখিত সংবিধান নাই?
উঃ- বৃটেন, নিউজিল্যান্ড, স্পেন ও সৌদি আরব।

৪) বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান কোন দেশের?
উঃ- ভারত।

৫) বিশ্বের সবচেয়ে ছোট সংবিধান কোন দেশের?
উঃ- আমেরিকা।

৬) বাংলাদেশের সংবিধানের প্রণয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় কবে?
উঃ- ২৩ মার্চ, ১৯৭২।

৭) বাংলাদেশের সংবিধান কবে উত্থাপিত হয়?
উঃ- ১২ অক্টোবর, ১৯৭২।

৮) গণপরিষদে কবে সংবিধান গৃহীত হয়?
উঃ- ০৪ নভেম্বর,১৯৭২।

৯) কোন তারিখে বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ হয়?
উঃ- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২।

১০) বাংলাদেশে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন কবে অনুষ্ঠিত হয়?
উঃ- ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।

১১) সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কতজন সদস্য নিয়ে গঠন করা হয়?
উঃ- ৩৪ জন।

১২) সংবিধান রচনা কমিটির প্রধান কে ছিলেন?
উঃ- ডঃ কামাল হোসেন।

১৩) সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য কে ছিলেন?
উঃ- বেগম রাজিয়া বানু।

১৪) বাংলাদেশ সংবিধানের কয়টি পাঠ করেছে?
উঃ- ২ টি। বাংলা ও ইংরেজি।

১৫) কী দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান শুরু ও শেষ হয়েছে?
উঃ- প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু ও ৭টি তফসিল দিয়ে শেষ।

১৬) বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি ভাগ আছে?
উঃ- ১১ টি।

১৭) বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ/ধারা কতটি?
উঃ- ১৫৩ টি।

১৮) বাংলাদশের প্রথম হস্তলেখা সংবিধানের মূল লেখক কে?
উঃ- আবদুর রউফ।

১৯) প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়া কোন কাজ রাষ্ট্রপতি এককভাবে করতে সক্ষম?
উঃ- প্রধান বিচারপতির নিয়োগ দান ও প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দান।

২০) রাষ্ট্রপতির মেয়াদকাল কত বছর?
উঃ- কার্যভার গ্রহণের কাল থেকে ৫ বছর।

২১) একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারবেন কত মেয়াদকাল?
উঃ- ২ মেয়াদকাল ।

২২) কার উপর আদালতের কোন এখতিয়ার নেই?
উঃ- রাষ্ট্রপতি ।

২৩) জাতীয় সংসদের সভাপতি কে?
উঃ- স্পিকার ।

২৪) রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে চাইলে কাকে উদ্দেশ্য করে পদত্যাগ পত্র লিখবেন?
উঃ- স্পিকারের উদ্দেশ্যে ।

২৫) প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীদের নিয়োগ প্রদান করেন কে?
উঃ- রাষ্ট্রপতি ।

২৬) এ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দান করেন কে?
উঃ- রাষ্ট্রপতি ।

২৭) সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে কতটি?
উ: ১২টি ।

২৮) বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত কোনটি?
উঃ- সুপ্রীম কোর্ট ।

২৯) সুপ্রীম কোর্টের কয়টি বিভাগ আছে?
উঃ- ২টি । আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ ।

৩০) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের মেয়াদকাল কত?
উঃ- ৬৭ বছর পর্যন্ত ।

৩১) বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম মূলনীতি কি ছিল?
উঃ- ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ।

৩২) কোন আদেশবলে সংবিধানের মূলনীতি "ধর্মনিরপেক্ষতা" বাদ দেয়া হয়?
উঃ- ১৯৭৮ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২ তফসিল বলে ।

৩৩) কোন আদেশবলে সংবিধানের শুরুতে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" সন্নিবেশিত হয়?
উঃ- ১৯৭৮ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২ তফসিল বলে ।

৩৪) কোন আদেশবলে বাংলাদেশের নাগরিকগণ "বাংলাদেশী" বলে পরিচিত হন?
উঃ- ১৯৭৮ সনে ২য় ঘোষণাপত্র আদেশ নং ৪ এর ২ তফসিল বলে ।

৩৫) সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে "গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবাধিকারের" নিশ্চয়তা দেয়া আছে?
উঃ- ১১ অনুচ্ছেদ ।

৩৬) সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে "কৃষক ও শ্রমিকের" মুক্তির কথা বলা আছে?
উঃ- ১৪ অনুচ্ছেদ ।

৩৭) সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে "নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ" এর কথা বলা হয়েছে?
উঃ- ২২ অনুচ্ছেদ ।

৩৮) "সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী" বর্ণিত কোন অনুচ্ছেদে?
উঃ- ২৭ অনুচ্ছেদে ।

৩৯) জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার রক্ষিত রয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৩২ অনুচ্ছেদে ।

৪০) গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কিত রক্ষাকবচ কোন অনুচ্ছেদ?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৩৩ অনুচ্ছেদে ।

৪১) জবরদস্তি শ্রম হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৩৪ অনুচ্ছেদে ।

৪২) চলাফেরার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৩৬ অনুচ্ছেদে ।

৪৩) সমাবেশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৩৭ অনুচ্ছেদে ।

৪৪) সমিতি ও সংঘ গঠনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৩৮ অনুচ্ছেদে ।

৪৫) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কোন অনুচ্ছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৩৯ (১) অনুচ্ছেদে ।

৪৬) বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কোন অনুছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৩৯(২) ক অনুচ্ছেদে ।

৪৭) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কোন অনুছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৩৯ (২) খ অনুচ্ছেদে ।

৪৮) পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে কোন অনুছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৪০ অনুচ্ছেদে ।

৪৯) ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে কোন অনুছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৪১ অনুচ্ছেদে ।

৫০) সম্পত্তির অধিকারের কথা বর্ণিত হয়েছে কোন অনুছেদে?
উঃ- ৩য় ভাগে, ৪২ অনুচ্ছেদে ।

৫১) স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ কোনটি?
উঃ- ৭৪ অনুচ্ছেদ ।

৫২) ন্যায়পাল নিয়োগ সংক্রান্ত কথা বলা হয়েছে?
উঃ- ৭৭ অনুচ্ছেদে ।

৫৩) জাতীয় সংসদে ন্যায়পাল আইনকবে পাস হয়?
উঃ- ১৯৮০ সালে ।

৫৪) বাংলাদশের সংবিধানের এ পর্যন্ত মোট কতটি সংশোধনী আনা হয়েছে?
উঃ- ১৭ টি ।

৫৫) ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ কবে জারি করা হয়?
উঃ- ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ ।

৫৬) ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ কবে বাতিল করা হয়?
উঃ- ১২ নভেম্বর, ১৯৯৬ ।

৫৮) বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি?
উঃ- জাতীয় সংসদ ।

৫৯) জাতীয় সংসদ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর কবে স্থাপন করা হয়?
উঃ- ১৯৬২ সালে ।

৬০) জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?
উঃ- লুই আই কান ।

৬১) লুই আই কান কোন দেশের নাগরিক?
উঃ- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ।

৬২) জাতীয় সংসদ ভবনের ছাদ ও দেয়ালের স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার কে?
উঃ- হ্যারি পাম বল্লুম ।

৬৩) জাতীয় সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় কবে?
উঃ- ১৯৬৫ সালে ।

৬৪) জাতীয় সংসদ ভবনের ভূমির পরিমান কত?
উঃ- ২১৫ একর ।

৬৫) জাতীয় সংসদ ভবন উদ্বোধন করা হয়?
উঃ- ২৮ জানুয়ারী, ১৯৮২ ।

৬৬) জাতীয় সংসদ ভবন কত তলা বিশিষ্ট?
উঃ- ৯ তলা ।

৬৭) জাতীয় সংসদ ভবনের উচ্চতা কত?
উঃ- ১৫৫ ফুট ।

৬৮) বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রতীক কি?
উঃ- শাপলা ফুল ।

৬৯) জাতীয় সংসদ ভবন কে উদ্বোধন করেন?
উঃ- রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার ।

৭০) বর্তমান জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন কবে বসে?
উঃ- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮২ ।

৭১) বাংলাদেশের সংসদের মোট আসন সংখ্যা কতটি?
উঃ- ৩৫০ টি ।

৭২) বাংলাদেশের সংসদে সাধারণ নির্বাচিত আসন সংখ্যা কতটি?
উঃ- ৩০০ টি ।

৭৩) সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কতটি?
উঃ- ৫০ টি ।

৭৪) **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ১ নং আসন কোনটি?**
উঃ- পঞ্চগড়-১ ।

৭৫) **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ৩০০ নং আসন কোনটি?**
উঃ- বান্দরবান ।

৭৬) **জাতীয় সংসদের কাষ্টিং ভোট বলা হয়?**
উঃ- স্পিকারের ভোটকে ।

৭৭) **সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ব্যবধান কতদিন?**
উঃ- ৬০ দিন ।

৭৮) **গণতন্ত্র ও মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ কোন কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?**
উ: যথাক্রমে ১১ ও ৪৪ অনুচ্ছেদ ।

৭৯) **সাধারণ নির্বাচনের কতদিনের মধ্যে সংসদ অধিবশন আহবান করতে হবে?**
উঃ- ৩০ দিন ।

৮০) **সংসদ অধিবেশন কে আহ্বান করেন?**
উঃ- রাষ্ট্রপতি ।

৮১) **সংসদ অধিবেশনের কোরাম পূর্ণ হয় কত জন সংসদ হলে?**
উঃ- ৬০ জন ।

৮২) **সংবিধান সংশোধনের জন্য কত জন সংসদ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হয়?**
উঃ- দুই-তৃতীয়াংশ ।

৮৩) **একাধারে কতদিন সংসদে অনুপস্থিত থাকলে সংসদ সদস্য পদ বাতিল হয়?**
উঃ- ৯০ কার্যদিবস ।

৮৪) **গণ-পরিষদের প্রথম স্পিকার কে?**
উঃ- শাহ আব্দুল হামিদ ।

৮৫) **গণ-পরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার কে?**
উঃ- মোহাম্মদ উল্লাহ ।

৮৬) **এ দেশের সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাস কবে থেকে চর্চা শুরু হয়?**
উঃ- ১৯৩৭ সালে ।

৮৭) **কোন কোন বিদেশী প্রথম জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন?**
উঃ- যুগোস্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো-৩১ জানুয়ারি, ১৯৭৪ এবং ভারতের প্রেসিডেন্ট ভি.ভি. গিরি-১৮ জুন, ১৯৭৪ ।

৮৮) **বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নিবার্চনে নির্বাচিত একজন সদস্য নিজেই নিজের শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছেন, তিনি কে?**
উঃ- এডভোকেট আবদুল হামিদ ।

৮৯) **নির্বাচন কমিশন কার সমমর্যাদার অধিকারী?**
উঃ- সুপ্রীম কোর্ট ।

৯০) **বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন কমিশনার কে?**
উঃ- বিচারপতি এম ইদ্রিস ।

৯১) **বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন কমিশনার কে?**
উঃ- কাজী হাবিবুল আউয়াল ।

৯২) **নির্বাচন কমিশন কেমন প্রতিষ্ঠান?**
উঃ- স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান ।

৯৩) **"তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল" কবে সংসদে পাশ হয়?**
উঃ- ২৭ মার্চ, ১৯৯৬ ।

৯৪) **বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?**
উঃ- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ।

৯৫) **এডভোকেট আবদুল হামিদ বাংলাদেশের কততম প্রেসিডেন্ট?**
উঃ- ২০তম ।

৯৬) **বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে?**
উঃ- তাজউদ্দিন আহমেদ ।

৯৭) **শেখ হাসিনা বর্তমানে বাংলাদেশের কততম প্রধানমন্ত্রী?**
উঃ- ১৪ তম ।

৯৮) **বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হতে হলে বয়স কমপক্ষে কত হবে?**
উঃ- ৩৫ বছর ।

৯৯) **বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে হলে বয়স কমপক্ষে কত হতে হবে?**
উঃ- ২৫ বছর ।

১০০) **জাতীয় সংসদের সদস্য হতে হলে বয়স কমপক্ষে কত হতে হবে?**
উঃ- ২৫ বছর ।

সংবিধান সংশোধনী

সংবিধান সংশোধনের কথা বলা হয়েছে বাংলাদেশ সংবিধানের দশম ভাগের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে ।
সংবিধানের কিছু অনুচ্ছেদ সংশোধনের অযোগ্য বলে বাংলাদেশ সংবিধানের প্রথম ভাগের ৭খ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে ।

সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

এই পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭টি সংশোধনী গৃহীত হয়েছে। সংশোধনীগুলোর সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

সংবিধানের সংশোধনী

সংশোধনী	বিষয়বস্তু
প্রথম সংশোধনী	বিল-১৯৭৩ * যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গণবিরোধীদের বিচার নিষ্পত্তি করা
দ্বিতীয় সংশোধনী	বিল-১৯৭৩ * অভ্যন্তরীণ বাহিরাক্রমণ গোলযোগে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন হলে সে অবস্থায় জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান
তৃতীয় সংশোধনী	বিল-১৯৭৪ * চুক্তি অনুযায়ী বেড়ুবাড়িকে ভারতের নিকট হস্তান্তরের বিধান
চতুর্থ সংশোধনী	বিল-১৯৭৫ * সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন
পঞ্চম সংশোধনী	বিল-১৯৭৯ * ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডে বৈধতা দান First Distorition of consitution বলা হয়
ষষ্ঠ সংশোধনী	বিল-১৯৮১ * উপ-রাষ্ট্রপতি পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ
সপ্তম সংশোধনী	বিল-১৯৮৬ * ১৯৮২ থেকে ১৯৮৬ পর্যন্ত সামরিক সরকারের সকল আদেশের বৈধতা অনুমোদন প্রসঙ্গ
অষ্টম সংশোধনী	বিল- ১৯৮৮ * রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দান * Dacca থেকে Dhaka হয় * Bengali থেকে Bangla হয় * ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন

নবম সংশোধনী	বিল- ১৯৮৯ * নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্টের পদ সৃষ্টি * প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচন * প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা পর পর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা
দশম সংশোধনী	বিল- ১৯৯০ * মহিলাদের ৩০টি আসন আরো ১০ বছরকালের জন্য সংরক্ষণ
একাদশ সংশোধনী	বিল- ১৯৯১ * অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহবুদ্দীন আহমেদের স্বপদে ফিরে আবার বিধান
দ্বাদশ সংশোধনী	বিল- ১৯৯১ * রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন
এয়োদশ সংশোধনী	বিল- ১৯৯৬ * অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন * উচ্চ আদালতের রায় বাতিল হয়- ২০১১ সালে
চতুর্দশ সংশোধনী	বিল- ২০০৪ * ৪৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসন আগামী ১০ বছরের * সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছর * সিএজি বয়স নিয়োগ লাভের তারিখ থেকে ৫ বছর বা ৬৫ বছর পর্যন্ত * সিএজি বয়স নিয়োগ পিএসসির চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের বয়স ৬২ থেকে ৬৫ তে উন্নীত করা হয়
পঞ্চদশ সংশোধনী	বিল- ২০১১ * প্রস্তাবনার সংশোধন, ৭২-এর মূলনীতি পুর্নবহাল * তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিলুপ্ত * নারীদের জন্য ৫০টি আসন সংরক্ষণ * ত্রয়োদশ সংশোধনী বাতিল * রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের মর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত * জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি প্রতিস্থাপিত, অন্তর্বর্তী ও দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন, স্বাধীনতার ঘোষণা সংযোজন ইত্যাদি
ষোড়শ সংশোধনী	বিল- ২০১৪ * বিচারপতিদের অভিশংসনের ক্ষমতা জাতীয় সংসদের হাতে প্রদান
সপ্তদশ সংশোধনী	বিল- ৮ জুলাই ২০১৮ * মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসন ২৫ বছরের জন্য সংরক্ষণ * ২০৪৪ সাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে

সংবিধানে সংখ্যা সংশ্লিষ্ট তথ্য:

সংখ্যা	তথ্য
১	বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনা ১টি। কমিটির ১ জন সদস্য ছিলেন বিরোধী দল ন্যাপের সদস্য। তিনি হলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত।
২	বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষা দুটি: বাংলা ও ইংরেজি।
৪	সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি চারটি।
৭	বাংলাদেশের সংবিধানের সাতটি তফসিল বা Schedule-এ বিভক্ত।
১১	বাংলাদেশের সংবিধানের ভাগ ১১টি
১৬	বাংলাদেশের সংবিধানে এ পর্যন্ত মোট সংশোধনী ১৬টি
৩৩	সংবিধান প্রণয়ন কমিটির ৩৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩৩জন ছিলেন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য
৩৪	সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য ছিল ৩৪ জন
৭১	সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ৭১টি অধিবেশনে মিলিত হয়ে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে।
৭৩	গণপরিষদে পেশকৃত খসড়া সংবিধানটি ছিল ৭৩ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট
৯৩	হস্তলিখিত মূল সংবিধানের পাতার সংখ্যা ৯৩
১৫৩	বাংলাদেশের সংবিধানে মোট ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।
৩০৯	হস্তলিখিত মূল সংবিধানে গণপরিষদের ৩০৯ জন সদস্য স্বাক্ষর করেন।
৪০৩	১৯৭০সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত ৪৬৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪০৩ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়।

সংবিধানে বয়স সংক্রান্ত বিষয়াদি

বয়স	বিবরণ
১৮ বছর	ভোটার হওয়ার যোগ্যতা
২৫ বছর	সংসদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স
৩৫ বছর	রাষ্ট্রপতি হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স
৬৫ বছর	পিএসসি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের অবসর গ্রহণের বয়স
৬৭ বছর	সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অবসর গ্রহণের বয়স

তফসিল

প্রথম তফসিল - অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন

দ্বিতীয় তফসিল - রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)

[নোট: এই তফসিল দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়।]

তৃতীয় তফসিল - শপথ ও ঘোষণা

চতুর্থ তফসিল - ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

পঞ্চম তফসিল - ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তারিখে রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঐতিহাসিক ভাষণ।

৬ষ্ঠ তফসিল- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২:৩০টায় অর্থাৎ ২৬ মার্চ রাত প্রথম প্রহরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা।

সপ্তম তফসিল- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান (Constitutional Bodies)

- নির্বাচন কমিশন
- সরকারী কর্ম কমিশন (PSC)
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
- এটর্নি জেনারেলের কার্যলয়।

সাংবিধানিক পদসমূহ

১. রাষ্ট্রপতি
২. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী
৩. স্পিকার
৪. প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি
৫. ডেপুটি স্পিকার
৬. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার
৭. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
৮. সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ
৯. সংসদ সদস্য (MP)

বাংলাদেশের প্রথম

এ্যাটর্নি জেনারেল	এম.এইচ. খন্দকার
প্রধান বিচারপতি	এ.এস.এম. সায়েম
প্রধান নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান	ড. এ কিউ এম বজলুল করিম
মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	ফজলে কাদের মো. আব্দুল বাকী

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও আদমশুমারি

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি, সমস্যা ও সমাধান:

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। আদমশুমারি রিপোর্ট জুন (১৫-১৬), ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬.৯৮ কোটি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্ব ১১৫৩ (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৩)। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে জনসংখ্যার ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে বাংলাদেশ দ্রুত বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

☑ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:

➢ বাংলাদেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭%, ২০০১ সালে ১.৪৮% এবং ২০১১ সালে ১.৩৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১৯৮১ থেকে ২০১১সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে নাকি কমেছে তার একটি ছক নিম্নে দেখানো হলো–

☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার:

সাল	বার্ষিক বৃদ্ধির হার (শতকরা)
১৯৮১	২.৩১
১৯৯১	২.১৭
২০০১	১.৪৮
২০০৯	১.৫
২০১১	১.৩৭
২০২৩	১.৩৭ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩)

➢ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়– ১৯৭৬ সালে
➢ বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস– ১১ জুলাই
➢ 'জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা'– সংশ্লিষ্ট সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং– ১৮
➢ বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট-২০২১ অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা– ১৭ কোটি প্রায়।

- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা– ১৬৯.৮৩ মিলিয়ন/১৬.৯৮ কোটি ।
- ২০২২ সালের (৬ষ্ঠ) আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা– ১৬.৯৮ কোটি ।
- বর্তমানে বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা– জনসংখ্যা
- 'নিপোর্ট' (NIPORT) হচ্ছে– জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
- 'NIPORT'-এর পূর্ণরূপ– National Institute of Population Research & Training.
- প্রতিষ্ঠা ও অবস্থান– ১৯৭৭ ও আজিমপুর, ঢাকা
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় শ্লোগান– 'দুটি সন্তানের বেশি নয় । একটি সন্তান হলে ভালো হয় ।'
- বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন তথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা– রাষ্ট্রের দায়িত্ব ।

বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও ঘনত্ব

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২৩

- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)- ১৬৯.৮৩ ।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্বাভাবিক হার- ১.৩% ।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)- ১,১৫৩ ।
- স্থূল জন্মহার (প্রতি হাজারে)- ১৮.৮ ।
- স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)- ৫.৭ ।
- শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)- ২২ ।
- প্রত্যাশিত গড় আয়ু (বছর)- ৭২.৩ । (পুরুষ- ৭০.৬, মহিলা- ৭৪.১) ।
- মাথাপিছু জাতীয় আয় (মার্কিন ডলারে)- ২,৭৬৫ ।
- মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)- ২,৬৫৭ ।
- মোট রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)- ৩৪,৯৬৬ ।
- মোট আমদানি ব্যয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)- ৪৬,৭৯৪ ।
- বৈদেশিক মুদ্রার গড় বিনিময় হার, ২০২২-২৩ (জুলাই- ফেব্রুয়ারি) টাকা/ মার্কিন ডলার- ৯৭.২৬ ।
- বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ (ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ শেষে)- ৩২,২৬৭ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) ।
- মূল্যস্ফীতি- ৯.২৪% ।
- মোট তফসিলি ব্যাংক- ৬১টি ।
- ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান- ৩৫ টি ।
- সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)- ৭৬.৪% । (পুরুষ- ৭৮.৬%, মহিলা- ৭৪.২%) ।
- দারিদ্র্যের হার- ১৮.৭% ।
- চরম দারিদ্র্যের হার- ৫.৬% ।
- জিডিপিতে খাতওয়ারি অবদানের হার- কৃষি- ১১.২০%
- শিল্প- ৩৭.৫৬%
- সেবা- ৫১.২

বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২১-এ বাংলাদেশ

১	মোট জনসংখ্যা (২০২১)	১৭ কোটি প্রায়
২	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (২০১০-২০১৫)	১.১%
৩	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল	পুরুষ ৭১ বছর এবং নারী ৭৫
৪	নারী প্রতি প্রজনন হার	২.৪ জন
৫	জনসংখ্যায় বিশ্বে অবস্থান	অষ্টম
৬	জনসংখ্যায় মুসলিম বিশ্বে অবস্থান	চতুর্থ
৭	জনসংখ্যায় সার্কভুক্ত দেশসমূহে অবস্থান	তৃতীয়

জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান

ক্রমিক নং	অবস্থান	যততম
১	সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে	৩য়
২	মুসলিম বিশ্বে	৪র্থ
৩	এশিয়ায়	৫ম
৪	বিশ্বে	৮ম

- ☑ জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস পালিত হয়– ৩ জুলাই (২০০৭ সালে প্রথম বারের মত পালিত হয়)
- ☑ ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বাড়ে যে হারে– জ্যামিতিক হারে (১,২,৪,৮,১৬,৩২,৬৪)
- ☑ ম্যালথাসের মতে, খাদ্যের উৎপাদন বাড়ে যে হারে– গাণিতিক হারে (১,২,৩,৪,৫,৬)
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি – পাসিংপাড়া
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জনবসতি পাসিংপাড়ার উচ্চতা – ৩,০৬৪ফুট
- ☑ পাসিংপাড়া হলো– কেওক্রাডং পর্বতে মুরং আদিবাসী অধ্যুষিত জনবসতি ।
- ☑ বাংলাদেশে জনবসতি ঘনত্বের হার – বর্তমানে ১১৫৩ জন [বা.অ.স.- ২০২৩]
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘন বসতিপূর্ণ জেলা– ঢাকা
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে কম ঘন বসতিপূর্ণ জেলা– বান্দরবান
- ☑ ঢাকা জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে– ৮২২৯জন
- ☑ বান্দরবান জেলায় প্রতি বর্গকিলোমিটারে লোক বাস করে– ৮৭জন
- ☑ বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা যতভাগ মুসলমান– ৯০.৪%
- ☑ বাংলাদেশে প্রথম হিমায়িত ভ্রূণ শিশু (অপ্সরা) জন্মগ্রহণ করে– ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮
- ☑ বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়ন বা সংশোধন কেন্দ্র– ৩টি (২টি কিশোরদের, ১টি কিশোরীদের)
- ☑ বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স– (০-১৮) বছর
- ☑ বাংলাদেশে কিশোর অপরাধের বয়সসীমা– (৭-১৬) বছর
- ☑ বাংলাদেশে ১ম জাতীয় কিশোর অপরাধ কেন্দ্র অবস্থিত– টঙ্গী, গাজীপুর [টেকনিক: কিশোর টঙ্গীতে থাকে]
- ☑ বাংলাদেশে ১ম জাতীয় কিশোরী অপরাধ কেন্দ্র অবস্থিত– কোনাবাড়ী, গাজীপুর [টেকনিক: কিশোরী কোনাবাড়িতে থাকে]
- ☑ ২য় জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র– পুলেরহাট, যশোর
- ☑ কোন দেশের জনসংখ্যা অতি ক্ষিপ্র গতিতে বৃদ্ধি পেলে তাকে বলা হয়– জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ।
- ☑ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা– ২০২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার– ১.৩৭%
- ☑ বা.অ.স. ২০২৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু– ৭২.৩ বছর ।
- ☑ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত 'জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৭' অনুসারে দেশে মোট বেকারের সংখ্যা– ৫ শতাংশ ।

- ☑ বা.অ.স. ২০২৩ অনুসারে, শিশু মৃত্যুহার [এক বছরের কম বয়সী (প্রতি হাজারে জীবিত জন্মে) : ২২ জন]
- ☑ বা.অ.স. ২০২৩ অনুযায়ী, স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে) – ৫.৭ জন
- ☑ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনসংখ্যার সোনালী ধাপ হলো ২০-৩০ বছর ব্যাপী এমন একটি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনসংখ্যা যেখানে শিশু ও কিশোরের মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য হারে কমার কারণে জন্মহার ও অতি বয়স্ক লোকের সংখ্যা হ্রাস পায়।
- ☑ HNPSP-এর পূর্ণরূপ– Health, Nutrition and Population Section Programme. (স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জনসংখ্যা খাত কর্মসূচি)
- ☑ 'NPC'- এর পূর্ণরূপ– National Population Council (জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ)

➲ আদমশুমারি:

কোন দেশের বা কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষ গণনাকেই মূলত আদমশুমারি বলা হয়। বাংলাদেশেও প্রতি দশ বছর অন্তর অন্তর আদমশুমারি করা হয়। আদমশুমারি একটি দেশের জনসংখ্যার সরকারি গণনা হিসেবে গণ্য করা হয়। জনসংখ্যা গণনার সামগ্রিক প্রক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহ, তথ্য একত্রীকরণ এবং বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি ১৯৭৪ সালে হয়েছিল। একটি দেশে আদমশুমারি সাধারণত দশ বছর পরপর হয়।

- ➢ উপমহাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়– ১৮৭২ সালে (লর্ড মেয়োর সময়)
- ➢ অবিভক্ত বাংলায়/ ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি শুরু হয় বা, বাংলায় প্রথম দশ বছর ভিত্তিক আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়– ১৮৭২ সালে
- ➢ যার শাসনামলে ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়– লর্ড মেয়োর শাসনামলে
- ➢ আদমশুমারি পরিচালনা করে– Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)
- ➢ ১৯৭৪ ঃ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়।
- ➢ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়েছে– ৬ বার (যথা: প্রথম: ১৯৭৪ সালে; ২য়: ১৯৮১ সালে; তৃতীয় ১৯৯১ সালে; চতুর্থ: ২০০১ সালে; ৫ম: ২০১১ সালে; এবং ৬ষ্ঠ-২০২২ সালে)।

স্বাধীন বাংলাদেশে আদমশুমারি

যততম	সাল	জনসংখ্যা (জন)	বৃদ্ধির হার%
প্রথম	১৯৭৪	৭,৬৩,৯৮,০০০	২.৪৮
দ্বিতীয়	১৯৮১	৮,৯৯,১২,০০০	২.৩৫
তৃতীয়	১৯৯১	১১,১৪,৫৫,১৮৫	২.১৭
চতুর্থ	২০০১	১৩,০৫,২২,৫৯৮	১.৫৯
পঞ্চম	২০১১	১৪,৯৭,৭২,৩৬৪*	১.৩৭
৬ষ্ঠ	২০২২	১৬,৫১,০০০০০	১.৩৭

- ➢ মেগাসিটি হলো– এক কোটি বা ১০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা।
- ➢ জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগের তথ্যানুসারে বাংলাদেশের শহুরে জনসংখ্যা– ৩৪%
- ➢ বিশ্বের মেগাসিটির তালিকায় বাংলাদেশ (ঢাকা) প্রথম অন্তর্ভুক্ত হয়– ১৯৮০ সালে।
- ➢ জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, বর্তমান বিশ্বে মেগাসিটি– ২১টি
- ➢ সিটি পপুলেশনের তথ্য অনুসারে বর্তমান বিশ্বে মেগাসিটি – ২৬টি
- ➢ জাতিসংঘের তথ্যানুসারে, বর্তমানে ঢাকা বিশ্বের– ৯ম মেগাসিটি
- ➢ মেগাসিটি হলো– ২ কোটি বা ২০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত মেট্রোপলিটন এলাকা
- ➢ বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ মেগাসিটি ও মেটাসিটি– টোকিও, জাপান
- ➢ জাতিসংঘের তথ্য অনুসারে, বর্তমান বিশ্বে মেটাসিটির সংখ্যা– ৩টি। [যথা: ১. টোকিও (জাপান), ২. নয়াদিল্লী (ভারত) ও ৩. সাও পাওলো (ব্রাজিল)।]

জনসংখ্যা ও আয়তনে ক্ষুদ্রতম, বৃহত্তম

প্রশাসনিক স্তর	জনসংখ্যা অনুসারে		আয়তন অনুসারে	
	ক্ষুদ্রতম	বৃহত্তম	ক্ষুদ্রতম	বৃহত্তম
বিভাগ	বরিশাল	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম
জেলা	বান্দরবান	ঢাকা	নারায়ণগঞ্জ	রাঙ্গামাটি
উপজেলা	থানচি (বান্দরবান)	গাজীপুর সদর (গাজীপুর)	বন্দর (নারায়ণগঞ্জ)	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
থানা	বিমানবন্দর (ঢাকা)	গাজীপুর সদর (গাজীপুর)	ওয়ারী (ঢাকা)	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
পৌরসভা	কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ)	বগুড়া সদর (বগুড়া)	ভেদরগঞ্জ (শরীয়তপুর)	বগুড়া সদর (বগুড়া)
ইউনিয়ন	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)	ধামসানী (সাভার, ঢাকা)	হাজীপুর (দৌলতখান, ভোলা)	সাজেক (বাঘাইছড়ি, রাঙামাটি)

[তথ্যসূত্র: ষষ্ঠ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০১১।]

ক্র.নং	ষষ্ঠ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২
১	পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয়– ১৫-২১ জুন ২০২২
২	পঞ্চম আদমশুমারি ও গৃহগণনা চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়– ২৭ জুলাই ২০২২
৩	বাংলাদেশের সমন্বিত জনসংখ্যা– ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন (পুরুষ ৭,৪৯,৮০,৩৮৬ জন ও নারী ৭,৪৭,৯১,৯৭৮জন) [১৫মার্চ ২০১১ পর্যন্ত।] ১৬,৫১,৫৮,৬১৬ জন
৪	প্রাক্কলিত জনসংখ্যা– ১৫,২৫,১৮,০১৫ জন (পুরুষ ৭,৬৩,৫০,৫১৮ জন ও নারী ৭,৬১,৬৭,৪৯৭ জন) [১৬জুলাই ২০১২ পর্যন্ত]
৫	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার– ১.২২%
৬	জনসংখ্যার ঘনত্ব– প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১১১৯ জন।
৭	নারী ও পুরুষের অনুপাত– ১০০ ঃ ৯৮
৮	জনসংখ্যায় বৃহত্তম বিভাগ– ঢাকা; ৪,৪২,১৫,১০৭ জন
৯	জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম বিভাগ– বরিশাল; ৯১,০০,১০২ জন
১০	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি– ঢাকা বিভাগে (১.৭৪%)
১১	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম– বরিশাল বিভাগে (০.৭৯%)
১২	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বাধিক বিভাগ– ঢাকা; ১০৩.৪০ ঃ ১০০
১৩	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বনিম্ন বিভাগ– চট্টগ্রাম; ৯৩.৩৮ ঃ ১০০
১৪	জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি– ঢাকা বিভাগে (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২১৫৬ জন)
১৫	জনসংখ্যার ঘনত্ব কম– বরিশাল বিভাগে (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৬৮৮ জন)
১৬	জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা– ঢাকা; ১,৪৭,৩৪,০২৫ জন
১৭	জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম জেলা– বান্দরবান; ৪,৮১,১০৯ জন
১৮	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি– গাজীপুর জেলায়; ৫.২১%
১৯	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে কম– বাগেরহাট জেলায়; –০.৪৭%
২০	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক– ৪টি জেলায়; খুলনা (–০.২৫%), বাগেরহাট (-০.৪৭%), বরিশাল (-০.১৩%) ও ঝালকাঠী (-০.১৭%)
২১	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বাধিক জেলা– ঢাকায়; ১১৫.৪৫ ঃ ১০০
২২	পুরুষ-নারীর অনুপাত সর্বনিম্ন জেলা– ব্রাহ্মণবাড়িয়া; ৮৬.৯৯ ঃ ১০০
২৩	জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি– ঢাকায় (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০৬৭ জন)

ক্র.নং	ষষ্ঠ আদমশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২
২৪	জনসংখ্যার ঘনত্ব কম– বান্দরবানে (প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০৬ জন)
২৫	খানার সংখ্যা– ৪,১০,১০,০৫১ (অনুমিত)
২৬	খানা প্রতি গড় সদস্য– ৪.০ জন (অনুমিত)
২৭	প্রতিবন্ধী জনসংখ্যা– ২০,১৬,৬১২ (মোট জনসংখ্যার ১.৪%)
২৮	শহুরে জনসংখ্যা– ২,৭৪,৬৮,৭৮৯ জন (অন্যান্য শহুরে জনসংখ্যা ৬০,৯৪,৩৯৪ জন; গ্রামীণ জনসংখ্যা ১১,০৪,৮০,৫১৪জন)

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কণিকা:

০১. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের নারী পুরুষের অনুপাত– ১০০ ঃ ১০০.২ [৩৭তম বিসিএস]
০২. ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের Household প্রতি জনসংখ্যা– ৪.৪ জন [৩৭তম বিসিএস]
০৩. যে বিভাগে সাক্ষরতার হার সর্বাধিক – বরিশাল বিভাগ [৩৭তম বিসিএস]
০৪. বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৭৪ সালে
০৫. বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা চালু হয়– ১৯৯৮ সালে [৩৬তম বিসিএস]
০৬. বর্তমানে বাংলাদেশের শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার– ৩৪%
০৭. জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা ভাষা পৃথিবীর– সপ্তম বৃহত্তম
০৮. বাংলাদেশের সর্বশেষ আদমশুমারী যে সালে করা হয়েছিল– ২০২২ (৬ষ্ঠ)।
০৯. বাংলাদেশ জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স– জন্ম থেকে ১৮ বছর।
১০. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি যে সালে অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৭৪ সালে।
১১. মহানগরী হতে হলে ন্যূনতম যত মিলিয়ন জনসংখ্যা থাকা দরকার– ১০ মিলিয়ন।
১২. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু– ৭২.৮ বছর [বা.অ.স. ২০২২ অনুযায়ী]।
১৩. বাংলাদেশে যে সাল থেকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়– ১৯৭৬
১৪. জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশের ছোট উপজেলা– থানচি
১৫. অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২২ অনুযায়ী, বাংলাদেশের জনসংখ্যার নারী পুরুষের অনুপাত– ১০০ ঃ ১০০.২
১৬. বা.অ.স. ২০২২ অনুসারে, বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার– ১.৩৭%
১৭. বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২২ অনুসারে, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.১%
১৮. পঞ্চম আদমশুমারীর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা– ১৪,৯৭,৭২,৩৬৪ জন
১৯. বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট ২০২২ অনুযায়ী, জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্থান– ৮ম।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যা ঘনত্ব কত?**
ক. ১,১১৯ জন খ. ১,১০৩ জন
গ. ১,১২৫ জন ঘ. ১০৯০ জন **ক**

২. **সরকারি হিসেব মতে বাংলাদেশীদের গড় আয়ু-**
ক. ৭২.৬ বছর খ. ৬৭.৫ বছর
গ. ৭৩.৮ বছর ঘ. ৭২.৮ বছর **ঘ**

৩. **বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (population growth rate in Bangladesh)**
ক. ২.৫% খ. ১.১%
গ. ১.৩৭% ঘ. ২.০৫% **গ**

৪. **"জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২" অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?**
ক. ১৫.১৭৬ কোটি খ. ১৬.৯১ কোটি
গ. ১৬.৮৫ কোটি ঘ. ১৫.৯১ কোটি **খ**

৫. **"জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২" অনুযায়ী নারী-পুরুষের অনুপাত কত?**
ক. ৮০ : ৮৩ খ. ১০০ : ৯৮
গ. ৫১ : ৪৭ ঘ. ১০০ : ৯৩ **খ**

বাংলাদেশের জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি

"বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসাবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন।" – সংবিধানের ৬(২) অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলাদেশের মোট উপজাতি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ১৫৯ জন [সূত্র: ষষ্ঠ জনশুমারি ২০২২]। বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা উপজাতির সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশের উপজাতির সংখ্যা ৫০টি এবং বাংলাদেশি উপজাতির ভাষার সংখ্যা ৩২টি। মোট জনসংখ্যার প্রায় ০.৯৯ শতাংশ উপজাতি।

❒ বাংলাদেশের উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থান ও ধর্ম:

উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	অবস্থান	ধর্ম
১. খিয়াং	বান্দরবান	বৌদ্ধ
২. খুম	বান্দরবান	বৌদ্ধ
৩. চাক	বান্দরবান	বৌদ্ধ
৪. চাকমা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজার	বৌদ্ধ
৫. তঞ্চঙ্গ্যা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার	বৌদ্ধ
৬. ত্রিপুরা/টিপরা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকা	সনাতন
৭. পাংখোয়া	রাঙামাটি, বান্দরবান	–
৮. বম	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি	খ্রিস্টান
৯. মারমা	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, পটুয়াখালী	বৌদ্ধ
১০. ম্রো	বান্দরবান	–

উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	অবস্থান	ধর্ম
১১. রাখাইন	বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম, বরগুনা, পটুয়াখালী, কক্সবাজার	বৌদ্ধ
১২. লুসাই	রাঙামাটি, বান্দরবান	খ্রিস্টান
১৩. ওরাওঁ	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	জড়োপাসক
১৪. ননিয়া	মৌলভীবাজার	সনাতন
১৫. পলিয়া	রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী	সনাতন
১৬. পাহান	মহস্থানগড় ও পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের মধ্যবর্তী স্থানে	সনাতন
১৭. ভূঁইমালী	জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ	সনাতন
১৮. মাহাতো	জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, দিনাজপুর, নাটোর, রাজশাহী নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, কুড়িগ্রাম	সনাতন
১৯. মাহালী	রাজশাহী, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া	খ্রিস্টান
২০. মুণ্ডা	সিলেট	বৈষ্ণ বা প্রকৃতি পূজারি
২১. মুশহর	হবিগঞ্জ	সনাতন
২২. রবিদাস	সিলেট, হবিগঞ্জ, নওগাঁ	সনাতন
২৩. রাঁজবংশী	জয়পুরহাট	–
২৪. রাজবংশী	রংপুর, শেরপুর	প্রকৃতি পূজারি
২৫. রানা কর্মকার	জয়পুরহাট	সনাতন
২৬. লহরা	জয়পুরহাট	সনাতন
২৭. সাঁওতাল	রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, নবাবগঞ্জ, বগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমানিরহাট, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর	–
২৮. কন্দ	মৌলভীবাজার	–
২৯. কুর্মি	সিলেট, মৌলভী বাজার	সনাতন
৩০. কোচ	শেরপুর	সনাতন
৩১. খাড়িয়া	মৌলভীবাজার	সনাতন
৩২. খাসী/খাসিয়া*	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	খ্রিস্টান
৩৩. গারো*	ময়মনসিংহ, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, সিলেট, সুনামগঞ্জ,	খ্রিস্টান
৩৪. ডালু	ময়মনসিংহ, শেরপুর	বৈষ্ণব
৩৫. নায়েক	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	সনাতন
৩৬. পাঙন	মৌলভীবাজার	ইসলাম
৩৭. পাত্র	সিলেট	সনাতন
৩৮. বর্মণ	টাঙ্গাইল, গাজীপুর ময়মনসিংহ	সনাতন
৩৯. বীন	সিলেট	সনাতন
৪০. বোনাজ	সিলেট, মৌলভীবাজার	সনাতন
৪১. ভূমিজ	সিলেট, মৌলভীবাজার	–
৪২. মণিপুরী	সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার	বৈষ্ণ
৪৩. শবর	মৌলভীবাজার	সনাতন
৪৪. হাজং	শেরপুর, ময়মনসিংহ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা	সনাতন
৪৫. হালাম	হবিগঞ্জ	সনাতন

❒ উপজাতিদের উৎসব

উপজাতি	প্রধান উৎসব
১. খিয়াং	সাংলান
২. গারো	ওয়ানগালা (ধর্মীয় ও সামাজিক)
৩. চাকমা	বিজু/বিঝু
৪. তঞ্চঙ্গ্যা	বিষু
৫. ত্রিপুরা	বৈসুক (বর্ষবরণ)
৬. মারমা/চাক	সাংগ্রাই (বর্ষবরণ)
৭. ম্রো	ক্লবপাই
৮. রাখাইন	সাংগ্রাই
৯. ওরাওঁ	কারাম
১০. পলিয়া	দূর্গাপূজা
১১. মহাতো	সহরায়
১২. রবিদাস	মাঘি পূর্ণিমা
১৩. সাঁওতাল	সোহরাই
১৪. মণিপুরী	রাসোৎসব (মহা রাসলীলা)

❒ বিভিন্ন উপজাতি ও তাদের দেবতাদের নাম

উপজাতি	দেবতার নাম
মুরং	ওরেং, থুরাং, সুংতিয়াং
সাঁওতাল	সিং বোঙ্গা বা সূর্য, মারাং বুরু, ওরাক, মোরেইকো
হাজং	হিন্দুদের প্রায় সব দেবদেবী
টিপরা	হিন্দুদের কিছু কিছু দেবতা
খাসিয়া	উব্লাউ নাংমউ, উব্লাউ মতং, সংসপাহ, উরিং, কেউ, কায়িহ

উপজাতিদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

নাম	অবস্থান
১. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমী	বিরিশিরি, নেত্রকোনা
২. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি
৩. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান
৪. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	কক্সবাজার
৫. কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	খাগড়াছড়ি
৬. রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল ইনস্টিটিউট	রাজশাহী
৭. মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী	মৌলভীবাজার
৮. রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার

- বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা – ৪৫ টি ।
- সরকারি হিসেবে দেশের মোট ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা – ৫০টি ।
- বাংলাদেশের উপজাতীয় ভাষার সংখ্যা – ৩২ টি ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম উপজাতি – চাকমা (প্রায় ৪ লাখ ৮৩ হাজার ২৯৯ জন) ।
- পার্বত্য চট্টগ্রামে মোট উপজাতি বাস করে – ১১টি ।
- পুরুষদের চেয়ে বেশি বয়স্ক মেয়ে বিয়ে করে যে উপজাতি – তঞ্চঙ্গ্যা ।
- প্রকৃতি পূজারি উপজাতি – মুণ্ডা ও রাজবংশী
- একমাত্র জড়উপাক্ষক উপজাতি – সাঁওতাল ।
- বৈষ্ণব ধর্ম বিশ্বাসী উপজাতি – ডালু ও মনিপুরী ।
- উপজাতিদের বর্ষবরণ উৎসবকে সামগ্রিকভাবে বলা হয় – বৈসাবি (বৈসুক, সাংগ্রাই ও বিজুর সংক্ষিপ্ত রূপ) ।
- ক্ষুদ্র-নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইনে যতটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও শ্রেণীর জনগণের উল্লেখ আছে – ২৭ টি ।
- উপজাতি, ক্ষুদ্রজাতিসত্তা, নৃগোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কথা উল্লেখ আছে সংবিধানের- ২৩(ক) উনুচ্ছেদে (১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত) ।
- লিখিত বর্ণমালা নেই যে উপজাতির – সাঁওতাল ।
- মগ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সমতল এলাকায় পরিচিত – রাখাইন নামে ।
- মগদের আদিনিবাস ছিল – আরাকান (মিয়ানমার) ।
- জলকেলি যাদের উৎসব – রাখাইন ।
- রাখাইনদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব – বুদ্ধপূর্ণিমা ।
- ত্রিপুরাদের ভোজানুষ্ঠানকে বলে – সামৌং ।
- গারোদের ভাষার স্থানীয় নাম – মান্দি ভাষা বা গারো ভাষা ।
- পাঙনরা যে ভাষায় কথা বলে – মৈ তৈ মণিপুরীদের ভাষায় ।
- খিয়াংরা ইশ্বরকে বলে – হ্রাদাগা ।
- যে উপজাতির মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ, বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহের প্রচলন রয়েছে – হাজং ।
- বাংলাদেশ মোট উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা – ১৫,৮৬,১৪১ । [আদমশুমারি ২০১১]
- চাকমা ভাষায় লিখিত প্রথম উপন্যাসের নাম – ফেবো (প্রকাশিত হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪) ।
- যে উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী মুসলমান – পাঙন ।
- উপজাতি বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর গেরিলা সংগঠনের নাম – শান্তিবাহিনী (প্রতিষ্ঠাতা : মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা) ।
- শান্তিবাহিনীর বর্তমান চেয়ারম্যান জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

উপজাতি/নৃগোষ্ঠীদের গ্রাম এবং গ্রাম প্রধান

উপজাতি	গ্রামকে বলা হয়	গ্রাম প্রধান
চাকমা	আদাম	কারবারি
মারমা	রোয়াজ	রোয়াজা
খাসিয়া	পুঞ্জী	
তঞ্চঙ্গ্যা	রয়া	কারবারী
গারো		
ত্রিপুরা	পাড়া	পাড়া প্রধান
খিয়াং		
ওরাওঁ		
রাখাইন		
সাঁওতাল		মাঝি
মণিপুরী		
রবিদাস		

- ➢ খাসিয়া গ্রামগুলো যে নামে পরিচিত– পুঞ্জি [৩৫তম বিসিএস]
- ➢ সাঁওতালদের গ্রাম প্রধানকে বলা হয়– মাঝি (সঠিক উচ্চারণ মাঞ্চঝি)

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান

নাম	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
মণিপুরী ললিতকলা একাডেমী	কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার	১৯৭৬
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি	বিরিশিরি, নেত্রকোনা	১৯৭৭
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	রাঙ্গামাটি	১৯৭৮
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী	রাজশাহী	
রাখাইন কালচারাল ইনস্টিটিউট	রামু, কক্সবাজার	
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	খাগড়াছড়ি	২০০৩
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	বান্দরবান	১ জুলাই ১৯৮৮
কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র	কক্সবাজার	৫ জানুয়ারি ১৯৯৪

- ➢ বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র– বিরিশিরি, নেত্রকোনা
- ➢ বাংলাদেশ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবস্থিত– বৃহত্তর ময়মনসিংহে
- ➢ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি অবস্থিত– নেত্রকোনায়
- ➢ বাংলাদেশে বর্তমানে উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান– ৮টি

উপজাতীদের লিপি ও বর্ণমালা

ক্র.নং	উপজাতি/নৃ-গোষ্ঠী	লিপি
১	চাকমা	মনখেমের
২	মনিপুরী	অহমিয়া
৩	রাখাইন	বর্মি/মনখেমর

- ➢ চাকমা, রাখাইন ও মনিপুরী নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা আছে
- ➢ সাঁওতাল নৃ- গোষ্ঠীর নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে কিন্তু নিজস্ব বর্ণমালা নেই ।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এবং শান্তিবাহিনী

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়	২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন	২ ডিসেম্বর ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন	২৭ মে ১৯৯৮
পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের মর্যাদা	প্রতিমন্ত্রী মর্যাদাসম্পন্ন
সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন	সাবেক চিফ হুইফ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ
পাহাড়ি জনগণের পক্ষে স্বাক্ষর করেন	জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

- ➢ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়– ২ ডিসেম্বর' ১৯৯৭
- ➢ ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বরে আমাদের প্রধান স্মরনীয় ঘটনা– পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি
- ➢ উপজাতিদের গেরিলা সংগঠন– শান্তিবাহিনি
- ➢ শান্তিবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা– মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা
- ➢ শান্তিবাহিনীর বর্তমান চেয়ারম্যান– জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)

উপজাতি বিদ্রোহ

উপজাতীয় বিদ্রোহ	সময়
সাঁওতাল বিদ্রোহ	১৮৫৫-৫৬
চাকমা বা কার্পাস বিদ্রোহ	১৭৭৬-১৭৮৭
গারো জাগরণ ও বিদ্রোহ	১৮২৫-২৭, ১৮৩২-৩৩,১৮৩৭-৮২
ত্রিপুরা বিদ্রোহ	১৮৪৪-৯০

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবস্থিত-**
ক. বৃহত্তর ঢাকা খ. পটুয়াখালীতে
গ. বৃহত্তর ময়মনসিংহে ঘ. দিনাজপুরে **গ**

২. **চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক-**
ক. রাঙ্গামাটি জেলায় খ. কাগড়াছড়ি জেলায়
গ. বান্দরবান জেলায় ঘ. সিলেট জেলায় **ক**

৩. **বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর উপজাতি গোষ্ঠী কোনটি?**
ক. সাঁওতাল খ. চাকমা
গ. মারমা ঘ. রাখাইন **গ**

৪. **চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে কোন উপজাতিরা বাস করে?**
ক. গারো খ. মুরং
গ. চাকমা ঘ. মারমা **ঘ**

৫. **খিয়াং সম্প্রদায় যেখানে বসবাস করে-**
ক. সিলেট খ. দিনাজপুর
গ. কুয়াকাটা ঘ. পার্বত্য চট্টগ্রাম **ঘ**

বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পরিচিতি : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০-আগস্ট ১৫, ১৯৭৫) পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং বাংলাদেশের জাতির জনক। শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মাতা সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি তৃতীয় সন্তান। তাঁর বড় বোন ফাতেমা বেগম, মেজো বোন আছিয়া বেগম, সেজো বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী; তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি 'শেখ মুজিব' এবং 'শেখ সাহেব' হিসেবে বেশি পরিচিত ছিলেন; তাঁর উপাধি 'বঙ্গবন্ধু', বাল্যকালের ডাক নাম 'খোকা'। এলাকার মানুষ ডাকতো 'মিয়া ভাই' বলে। তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ওয়াজেদ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের বর্তমান সভানেত্রী এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

শিক্ষা জীবন: শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তিনি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ নয় বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হয়ে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হলেও ১৯৩৪ থেকে চার বছর চোখে জটিল রোগের কারণে সার্জারি করায় বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ রাখতে হয়। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এনট্র্যান্স পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত তৎকালীন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন।

- ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তার বেরিবেরি রোগ হয়, এসময় প্রায় ২ বছর চিকিৎসা চলে, কলকাতায় তার চিকিৎসা করেন- ডা. শিবপদ ভট্টাচার্য ও এ কে রায় চৌধুরী।
- ১৯৩৬ সালে তার চোখে গ্লুকোমা নামক রোগ হয়, কলকাতায় তার রোগের চিকিৎসা করেন- ডা. টি আহমেদ।

লেখালেখি: 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (The Unfinished Memoirs) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। জুন, ২০১২ এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি ইংরেজি, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি এবং সর্বশেষে ত্রিপুরা ভাষা সহ ২০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর ইংরেজি অনুবাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফকরুল আলম। বঙ্গবন্ধুর লেখা দ্বিতীয় বই 'কারাগারের রোজনামচা'। ১৭ মার্চ, ২০১৭ বাংলা একাডেমি বইটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। 'কারাগারের রোজনামচা' নামটির প্রস্তাবক শেখ রেহানা। ড. ফকরুল আলম এটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর সময়কালের (১৯৬৬-১৯৬৮) কারাস্মৃতি তুলে ধরা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ওপর লিখিত বঙ্গবন্ধুর অমর গ্রন্থ 'আমার কিছু কথা'।

বঙ্গবন্ধুর রচনাবলি

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

রচনাকাল	১৯৬৬ থেকে ৬৯ সাল।
প্রকাশকাল	১৮ জুন, ২০১২ সাল।
গ্রন্থের নামকরণ করেন	শেখ রেহানা।
ভূমিকা লেখক	শেখ হাসিনা।
প্রচ্ছদ	সমর মজুমদার।
প্রকাশক	মহিউদ্দিন আহমেদ, দ্য ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।
বইটির প্রথম লাইন	"বন্ধুবান্ধবরা বলে, 'তোমার জীবনী' লেখ"।
বইটির শেষ লাইন	"তাতেই আমাদের হয়ে গেল"।
গ্রন্থের বিষয়বস্তু	বঙ্গবন্ধুর বংশপরিচিতি, শৈশব, কৈশর, ছাত্রজীবন, দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন প্রভৃতি সম্পর্কিত আত্মস্মৃতি। গ্রন্থটিতে বঙ্গবন্ধুর জন্মকথা থেকে শুরু করে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আত্মকথা বঙ্গবন্ধুর উত্তম পুরুষে বর্ণিত হয়েছে।
গ্রন্থটির ব্রেইল সংস্করণের মোড়ক উন্মোচন করা হয়	৭ অক্টোবর, ২০২০ সালে।
২০২২ সাল পর্যন্ত বইটি অনূদিত হয়েছে	২০টি ভাষায় (ইংরেজি, উর্দু, জাপানি, চীনা, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, নেপালি, স্প্যানিশ, অসমীয়া, রুশ, ইতালি, মালয়, মারাঠি, কোরীয়, গ্রিক ও সর্বশেষ ত্রিপুরা)।

বইটির ইংরেজি অনুবাদক	ড. ফকরুল আলম (ইংরেজি অনূদিত শিরোনাম: The Unfinished Memoirs)।
'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থকে ভিত্তি করে নির্মিতব্য পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নাম	চিরঞ্জীব মুজিব।
'চিরঞ্জীব মুজিব' চলচ্চিত্রের পরিচালক	নজরুল ইসলাম।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কণিকা:

- মুজিব বর্ষ হচ্ছে– জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী।
- মুজিব বর্ষ ঘোষণা করেন– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনা উদ্বোধন করেন– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপনে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের তৈরি ওয়েবসাইটের নাম– www.mujib100.gov.bd।
- মুজিব বর্ষের লোগোর ডিজাইনার– সব্যসাচী হাজরা।
- মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি– ২টি যথা-১. জাতীয় কমিটি ও ২. জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি।
- মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক– কামাল আব্দুল নাসের চৌধুরী।
- ৭ই মার্চ ভাষণের মূল বক্তব্য ছিল– স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা (পরোক্ষভাবে)।
- মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বিমা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়– ১লা মার্চ।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করে– চারটি যথা- স্বর্ণমুদ্রা, স্মারক মুদ্রা, ১০০, ২০০ টাকা মূল্যমানের দুটি স্মারক নোট।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে দেশে প্রথমবারের মতো ৭ম ব্যাংক নোট হিসেবে ২০০ টাকা মূল্যমানের নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে– ১৭ মার্চ, ২০২০ সালে।
- বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে মুজিববর্ষ পালন করবে যে সংস্থা ইউনেস্কো (১৯৫টি দেশে)।
- ইউনেস্কোর কততম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়– ৪০তম।
- ৪১ ফুট বিশিষ্ট প্রথম তর্জনী ভাস্কর্য স্থাপিত হয়– নরসিংদীতে।
- ১লা মার্চ জাতীয় বীমা দিবসে 'বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বীমা' চালু করে– বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।
- বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে ভারত ও বাংলাদেশ যৌথভাবে নির্মাণ করছে– মুজিব: একটি জাতির রূপকার।
- মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের সব কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে যে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে– CD Division।
- বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে মুজিববর্ষ পালন করছে– ইউনেস্কো।
- ইউনেস্কোর ১৩৯টি সদস্য রাষ্ট্র– মুজিব বর্ষ পালন করেছে।
- মুজিব বর্ষের প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা– কালি ও কলম।
- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিচ এন্ড লিবার্টি' গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে হালদা নদীকে– 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' ঘোষণা করা হয়।
- জয় বাংলা জাতীয় স্লোগান হাইকোর্ট রায় প্রদান করে– ২ মার্চ, ২০২২।
- রাষ্ট্রের সর্বস্তরের যে স্লোগানকে জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে হাইকোর্ট– জয় বাংলা।
- ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১-অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১ উৎসর্গ করা হয় বঙ্গবন্ধুকে।
- ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে মুজিব শতবর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের মূল থিম– মুজিব চিরন্তন।
- মুজিব বর্ষের থিম সং– তুমি বাংলার ধ্রুবতারা, তুমি হৃদয়ের বাতিঘর।
- জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত আনোয়ারুল করিম চৌধুরী বঙ্গবন্ধুকে 'বিশ্ব বন্ধু' হিসেবে উপাধি দেন।
- ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ⇨২০২০-২১ সালকে মুজিব বর্ষ ঘোষণা করা হয়।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয়– ১০ জানুয়ারি, ২০২০ থেকে।
- বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রথম ইভেন্ট ছিল– বঙ্গবন্ধু বিপিএল।
- মুজিব বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বিপিএল এর '৭ম আসর-২০২০' এর নামকরণ করা হয়– 'বঙ্গবন্ধু বিপিএল'।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ বিশেষ সমাবর্তন আয়োজন করে– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তনে বঙ্গবন্ধুকে যে সম্মান সূচক ডিগ্রি প্রদান করে– ডক্টর অব লজ (মরণোত্তর)।
- মুজিববর্ষের লোগোর ডিজাইনার– সব্যসাচী হাজরা।

- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম– জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- 'মুজিব' অর্থ– উত্তরদাতা।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক– জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- তিনি কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়নকালীন বেকার হোস্টেলের ২৩ ও ২৪নং কক্ষে থাকতেন।
- ২৩নং কক্ষটিকে– গ্রন্থাগার এবং ২৪নং কক্ষটিকে– মিউজিয়ামে রূপান্তর করা হয়েছে।
- রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১১ মার্চ, ১৯৪৮ ধর্মঘট পালনকালে তিনি গ্রেফতার হন, কিন্তু ছাত্রসমাজের তীব্র প্রতিবাদের মুখে ১৫ মার্চ তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়।
- বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন– আইন বিভাগের।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার রয়েছে– ইতিহাস বিভাগে।
- ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়।
- ২৩ জুন, ১৯৪৯ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তান অংশের যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হন।
- পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ শেখ মুজিবকে– ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ জানুয়ারি মুক্তি দেয়, তিনি– ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ বাংলাদেশে ফিরে আসেন।
- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীগ্রন্থ– 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', প্রকাশকাল– ২০১২, প্রকাশ করেছে 'দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড'। ইংরেজিতে 'The Unfinished Memoris' নামে অনূদিত।
- শান্তিতে অবদানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান পেয়েছিলেন– জুলিও কুরি পদক।

❒ শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক

- ফজলুল হক জন্মগ্রহণ করেন – ১৬ অক্টোবর, ১৮৭৩, নাতুরিয়া (বরিশাল)।
- শেরে বাংলা অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন – ১ জানুয়ারি, ১৯২৪।
- শেরে বাংলা কৃষক প্রজা পার্টির সভাপতি ও কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন – ১৯৩৫ সালে।
- অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী – এ কে ফজলুল হক।

- শেরে বাংলা অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন– ১ এপ্রিল, ১৯৩৭।
- ঋণ সালিশি আইন, প্রজাস্বত্ব আইন এবং মহাজনি প্রথা বাতিল আইনের প্রবর্তক – এ কে ফজলুল হক।
- লাহোর প্রস্তাব উপস্থাপন করেন – শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক; ২৩ মার্চ, ১৯৪০।
- এ কে ফজলুল হক রচিত গ্রন্থের নাম – Bengal Today' (১৯৪৪)।
- কলকাতার প্রথম মুসলিম মেয়র – শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক।

❒ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

- সৈয়দ নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন – জানুয়ারি ১৯২৫; যশোদল, কিশোরগঞ্জ।
- বাংলাদেশের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি – সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি – সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- সৈয়দ নজরুল ইসলাম নিহত হন – ৩ নভেম্বর , ১৯৭৫।

❒ তাজউদ্দীন আহমদ

- তাজউদ্দীন আহমদ জন্মগ্রহণ করেন– ২৩ জুলাই, ১৯২৫; কাপাসিয়া গাজীপুর।
- বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী – তাজউদ্দীন আহমদ (১০এপ্রিল ১৯৭১-১২ জানুয়ারি ১৯৭২)।
- তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হন – ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ (২৬ অক্টোবর, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দায়িত্বে ছিলেন।
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বাজেট পেশ করেন – তাজউদ্দীন আহমদ ৩০ জুন, ১৯৭২।

❒ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

- ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী জন্মগ্রহণ করেন – ১৯১৯ সালে; কুড়িপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
- মুজিবনগর সরকারের সময় মনসুর আলী নির্বাচিত হন – অর্থমন্ত্রী।
- ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী নিহত হন – ৩ নভেম্বর, ১৯৭৫।
- মনসুর আলী ছিলেন– মুসলীম লীগের গার্ড বাহিনীর পাবনা জেলা শাখার ক্যাপ্টেন।

❒ এ এইচ এম কামারুজ্জামান

- এ এইচ এম কামারুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেন – ১৯২৩ সালে; রাজশাহী।
- এ এইচ এম কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগে যোগ দেন– ১৯৫৬ সালে।
- এ এইচ এম কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগের সভাপতি হন – ১৯৭৪ সালে।

❒ শেখ হাসিনা

- শেখ হাসিনা জন্মগ্রহণ করেন – ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭; টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ।
- জাতীয় সংসদের প্রথম নারী হিসেবে বিরোধী দলীয় নেতা – শেখ হাসিনা (১৯৮৬ সালে)।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী – শেখ হাসিনা (সময়কাল ২৩ জুন ১৯৯৬-১৫ জুলাই ২০০১)।
- বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী – শেখ হাসিনা (৬ জানুয়ারি ২০০৯-বর্তমান)।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় শেখ হাসিনা

প্রথম মেয়াদ	২৩ জুন ১৯৯৬-১৫ জুলাই, ২০০১
দ্বিতীয় মেয়াদ	৬ জানুয়ারি ২০০৯-৫ জানুয়ারি, ২০১৪
তৃতীয় মেয়াদ	১২ জানুয়ারি ২০১৪-৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯
চতুর্থ মেয়াদ	৭ জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে বর্তমান

শেখ হাসিনার কয়েকটি সম্মাননা ও পুরস্কার

১. SDGs পুরস্কার ২০২১: দারিদ্র্য দূরী করণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্য শান্তি সমৃদ্ধি নিশ্চিত করনের ক্ষেত্রে MSDN শেখ হাসিনাকে SDG পুরস্কার-২০২১ প্রদান করে।

২. ভ্যাকসিন হিরো: টিকাদান কর্মসূচীতে সফলতার জন্য ২০১৯ সালে শেখ হাসিনাকে 'ভ্যাকসিন হিরো' সম্মাননা দেয় গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এন্ড ইমুনাইজেশন (জিএভিআই)।

৩. Champion of Skills Development for Youth: তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় ২০১৯ সালে শেখ হাসিনাকে ইউনিসেফ থেকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।

৪. লেডি অব ঢাকা: রোহিঙ্গা ইস্যুতে অবদান রাখায় ২০১৮ সালে ফোর্বস সাময়িকীর পক্ষ থেকে শেখ হাসিনাকে 'লেডি অব ঢাকা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

৫. Champions of the Earth: পরিবেশের সুরক্ষায় ভূমিকা রাখায় জাতিসংঘ থেকে শেখ হাসিনাকে ২০১৫ সালে' Champions of the Earth' ঘোষণা করা হয়।

৬. সাউথ সাউথ: শেখ হাসিনা জাতিসংঘের 'সাউথ সাউথ' পুরস্কার লাভ করেন ২০১১ সালে।

৭. নারীর ক্ষমতায়নে অবদান রাখায় শেখ হাসিনাকে 'ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন' এর পক্ষ থেকে Lifetime Contribution for Women Empowerment Award প্রদান করা হয় ২০১৯ সালে।

৮. ফোর্বসের ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় শেখ হাসিনা: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সাময়িকী ফোর্বসের মতে বিশ্বের ক্ষমতাধর ১০০ নারীর তালিকায় শেখ হাসিনার অবস্থান-৪২ তম। ফোর্বসের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন- ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা পন ডার লিয়েন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'ছয়-দফা' ঘোষিত হয় কবে?**
ক. ২২ ফেব্রুয়রি, ১৯৬৯ খ. ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮
গ. ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ. ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ **খ**

২. **জাতীয় শিশু দিবস কবে পালিত হয়?**
ক. ১৭ জুন খ. ১৭ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৭ মার্চ ঘ. ১৭ এপ্রিল **গ**

৩. **'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কার রচিত গ্রন্থ?**
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. শেখ হাসিনা
গ. হামিদ খান ভাসানী ঘ. এ. কে ফজলুল হক **ক**

৪. **বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?**
ক. জুন, ২০১১ খ. জুলাই, ২০১১
গ. জুন, ২০১২ ঘ. জানুয়ারি, ২০১৩ **গ**

৫. **কারাগারে রোজনামচা-**
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ.দিনলিপি **ঘ**

❒ জগদীশচন্দ্র বসু

- জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন – ৬০ নভেম্বর, ১৯৫৮; রাঢ়ি খাল, মুন্সিগঞ্জ।
- জগদীশচন্দ্র বসু আবিষ্কৃত বেতার যন্ত্রটির নাম – ক্রিস্টাল রিসিভার।
- উদ্ভিদের প্রাণের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন – জগদীশচন্দ্র বসু।
- 'অদৃশ্য-আলোকের ধর্ম' আবিষ্কার করেন – জগদীশচন্দ্র বসু ।

❒ ডা. কুদরত-ই-খুদা

- ড. কুদরত-ই-খুদা জন্মগ্রহণ করেন – ১১ ডিসেম্বর, ১৯০০; বীরভূম, ভারত।
- বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন-এর নাম – ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন।
- ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় – ২৬ জুলাই ১৯৭২।

❒ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন

- আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন – ১ জানুয়ারি, ১৯৩০; ফুলবাড়ি, সিরাজগঞ্জ।
- আবদুল্লাহ আল মুতি বাংলা একাডেমি প্রকাশিত যে বইয়ের সম্পাদক ছিলেন – বিজ্ঞানকোষ।
- আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীন বাংলা একাডেমির সভাপতি নিযুক্ত হন – ১৯৮৬-৯০ মেয়াদে।

ফজলুর রহমান খান

- ফজলুর রহমান খান জন্মগ্রহণ করেন – ৩ এপ্রিল, ১৯২৯, ঢাকা।
- এফ আর খান একজন বিখ্যাত – স্থপতি।
- এফ আর খান যে স্থাপনার স্থপতি – সিয়ার্স টাওয়ার (নিউইয়র্ক), যার বর্তমান নাম উইলিস টাওয়ার।
- এফ আর খানের স্থাপত্য শিল্প যে নামে পরিচিত – Tube in Tube।
- এফ আর খান মৃত্যু বরণ করেন – ২৬ মার্চ, ১৯৮২; জেদ্দা।

শিল্পচার্য জয়নুল আবেদিন

- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জন্মগ্রহণ করেন – ২৯ ডিসেম্বর, ১৯১৪; কেন্দুয়া, কিশোরগঞ্জ।
- ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন – শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন; ১৯৪৮ সালে (বর্তমান নাম-চারুকলা ইনস্টিটিউট)।
- ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে জয়নুল আবেদিনের চিত্রশিল্পটির নাম – দুর্ভিক্ষের রেখাচিত্র।
- সোনারগাঁওয়ে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন – শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।
- ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর মনপুরা দ্বীপে সংঘটিত ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় নিয়ে তৈরি জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম – মনপুরা-৭০।

কামরুল হাসান

- চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান জন্মগ্রহণ করেন – ২ ডিসেম্বর, ১৯২১ (তিলজলা গোরস্থান রোড, কলকাতা)।
- কামরুল হাসানের পৈতৃক নিবাস – নারেঙ্গা গ্রাম, বর্ধমান পশ্চিমবঙ্গ।
- 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' পোস্টারটির ক্যাপশন যে চিত্রশিল্পীর-কামরুল হাসান।
- 'দেশ আজ বিশ্ব বেহায়াদের খপ্পরে' স্কেচটির চিত্রশিল্পী – কামরুল হাসান।
- 'কামরুল হাসানের 'তিনকন্যা' ও 'নাইওর' চিত্রকর্ম অবলম্বনে যে দুটি দেশ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে – যুগোশ্লাভিয়া সরকার (১৯৮৫), বাংলাদেশ সরকার (১৯৮৬)।

এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান

- এস এম সুলতান জন্মগ্রহণ করেন – ১০ আগস্ট ১৯২৩; মাসিমদিয়া, নড়াইল।
- 'শিশুস্বর্গ, ও চারুপীঠ' প্রতিষ্ঠা করেন – এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান, নড়াইলে।
- 'নন্দন কানন' প্রতিষ্ঠা করেন – এস এম সুলতান, নড়াইলে।
- এস এম সুলতানের উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্প – হত্যাযজ্ঞ, চর দখল।
- এস এম (শেখ মুহম্মদ) সুলতান স্বাধীনতা পুরস্কার পান – ১৯৯৩ সালে।
- 'ধানকাটা' চিত্রকর্মটির শিল্পী – এস এম সুলতান।

ফকির লালন শাহ

- লালন শাহ জন্মগ্রহণ করেন – ১৭৭২ সালে (১ কার্তিক ১১৭৯); হরিশপুর, ঝিনাইদহ (মতান্তরে ভাঁড়ারা, কুষ্টিয়া)।
- সর্বপ্রথম লালনের গান সংগ্রহ করেন – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২৯৮টি)।
- লালন শাহ মারা যান – ১ কার্তিক ১২৯৭ বঙ্গাব্দ (১৭.১০.১৮৯০) কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায়।

হাসন রাজা

- স্বনামধন্য লোকসঙ্গীত রচয়িতা ও সাধক হাসন রাজা জন্মগ্রহণ করেন – বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার লক্ষ্মণশ্রী গ্রামে, ১৮৫৪ সালে।
- হাসন রাজার অপর নাম – অহিদুর রাজা।

শাহ আব্দুল করিম

- শাহ আব্দুল করিম জন্মগ্রহণ করেন – ১৯১৬ সালে; সুনামগঞ্জে।
- শাহ আব্দুল করিম খ্যাত – বাউল সম্রাট হিসেবে।
- গাড়ি চলে না, চলে না.... আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম; কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া .... প্রভৃতি গানের গীতিকার ও সুরকার – শাহ আব্দুল করিম।
- শাহ আব্দুল করিম মৃত্যুবরণ করেন – ২০০৯ সালে।

ড. মুহাম্মদ ইউনূস

- ড. মুহাম্মদ ইউনূস জন্মগ্রহণ করেন– ২৮ জুন, ১৯৪০; বাথুয়া চট্টগ্রাম।
- গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা – ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- এশিয়ার সপ্তম, বাংলাদেশের প্রথম এবং তৃতীয় বাঙ্গালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – ড. মুহাম্মদ ইউনূস (গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে যৌথভাবে)।
- ড. মুহাম্মদ ইউনূস নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – ২০০৬ সালে, শান্তিতে।
- ২৬ অক্টোবর ২০১২ স্টকল্যান্ডের গ্লাসগো ক্যালেডোনিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (চ্যান্সেলর) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন – ড. ইউনূসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ – 'দরিদ্রহীন বিশ্বের অভিমুখে' এবং 'Banker to the poor'

অমর্ত্য সেন

- অমর্ত্য সেন জন্মগ্রহণ কনে – ৩ নভেম্বর, ১৯৩৩; পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। অর্থনীতির মাদার তেরেসা (The Mother teresa of Economics হিসেবে খ্যাত-অমর্ত্য সেন)।
- এশিয়ার প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন – অমর্ত্য সেন।
- অমর্ত্য সেনের বিখ্যাত গ্রন্থ – 'Poverty and famine', 'The Idea of Justice, Indentity and violence the illusion of desting.'
- অমর্ত্য সেন দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য নিয়ে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পান – ১৯৯৮ সালে।

ব্রজেন দাস

- ব্রজেন দাস জন্মগ্রহণ করেন – ৯ ডিসেম্বর, ১৯২৭; বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ।
- প্রথম বাঙ্গালি হিসেবে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন – ব্রজেন দাস (১৯৫৮ সালে)।
- ব্রজেন দাস স্বাধীনতা পদক লাভ করেন – ১৯৯৯ সালে (মরণোত্তর)।
- ব্রজেন দাস মৃত্যুবরণ করেন – ১ জুন, ১৯৯৮

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ

গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান

বাংলা একাডেমি
- বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর ।
- বাংলা একাডেমি পূর্ব নাম – বর্ধমান হাউস ।
- ভাষা আন্দোলনের ফলে যে প্রতিষ্ঠানটি সৃষ্টি হয় – বাংলা একডেমী ।
- বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি – মওলানা মুহম্মদ আকরাম খাঁ ।
- বাংলা একাডেমির প্রথম পরিচালক ছিলেন – ড. মাযহারুল ইসলাম ।
- বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশনা – বাংলা একাডেমি পত্রিকা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, ইংরেজি ১৯৫৭) ।
- 'নজরুল চত্বর' ও 'নজরুল মঞ্চ' অবস্থিত – বাংলা একাডেমিতে ।
- বর্তমানে বাংলা একাডেমিতে বিভাগ রয়েছে – ৪টি ।
- বর্তমানে বাংলা একাডেমি থেকে সাময়িকী প্রকাশিত হয় – ৫টি ।
- বাংলা একাডেমি স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করে – ২০১০ সালে ।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (BARD)
- বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা – আখতার হামিদ খান ।
- BARD নামক বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত– কুমিল্লার কোটবাড়িতে ।
- BARD প্রতিষ্ঠা লাভ করে – ২৭ মে, ১৯৫৯ ।
- বর্তমানে BARD এর পৃষ্ঠপোষক – বাংলাদেশ সরকার ।
- BARD -এর প্রধান কর্মকর্তার পদ – মহাপরিচালক ।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA)
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯ জুন, ১৯৭৪ ।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমি – LGRDC-এর অধীন ।
- পল্লী উন্নয়ন একাডেমির অবস্থান – শেরপুর, বগুড়া ।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৭৬ ।
- বাংলাদেশ শিশু একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা – রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ।
- শিশু একাডেমি প্রকাশিত সচিত্র মাসিক পত্রিকাটির নাম – শিশু ।
- শিশু একাডেমি জাতীয় শিশু-কিশোর প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করে – ১৯৭৮ সাল থেকে ।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট
- ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি অবস্থিত – বিরিশিরি, নেত্রকোনা ।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান – ৮টি ।
- বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অবস্থিত – রাঙ্গামাটিতে ।
- বাংলাদেশে প্রথম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৭৮ সালে ।
- উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের প্রধান কর্মকর্তার পদবি – পরিচালক ।
- রাখাইন সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট অবস্থিত – রামু, কক্সবাজার ।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৭৬ সালের ৪ আগস্ট ।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত– জয়দেবপুর, গাজীপুর ।
- BARI-এর অধীন শস্য গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে – ৭টি ।
- BARI-এর অধীন আঞ্চলিক গবেষণা শাখা রয়েছে – ৬টি ।

দুর্নীতি দমন কমিশন
- দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়– ২১ নভেম্বর, ২০০৪ ।
- দুর্নীতি দমন কমিশন– ৩ সদ্য বিশিষ্ট (১ জন চেয়ারম্যান ও ২ জন সদস্য) ।
- দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধানের পদবি– চেয়ারম্যান ।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান– বিচারপতি সুলতান হোসেন খান ।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান– মোহম্মদ মঈন উদ্দীন আবদুল্লাহ (২০২১-বর্তমান)
- দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা– পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রীর সমান ।
- দুর্নীতি দমন কমিশনের সদস্যদের পদমর্যাদা– হাইকোর্টের বিচারপতির সমান ।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়– ১ ডিসেম্বর ২০০৮ ।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্য নিয়োগ দেন– রাষ্ট্রপতি ।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বয়সসীমা– ন্যূনতম ৩৫ বছর, সর্বোচ্চ ৭০ বছর ।
- জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান– ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ (৮ ডিসেম্বর ২০২২-বর্তমান)

বাংলাদেশ পরমাণুশক্তি কমিশন (BAEC)
- BAEC এর পূর্ণরূপ – Bangladesh Atomic Energy Commission.
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন (BAEC)-এর প্রতিষ্ঠা– ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ ।
- বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পূর্ব নাম – বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ।
- বাংলাদেশ পরমাণু কমিশনের সদর দপ্তর – আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা ।
- বাংলাদেশ পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র – ১৩টি ।

বংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (BCSIR)
- BCSIR এর পূর্ণরূপ – Bangladesh Council of Science and Industrial Research.BCSIR প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৫৫ সালে ।
- BCSIR এর প্রথম ও প্রধান গবেষক ছিলেন – ড. কুদরত-ই-খুদা ।
- বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ হলো – বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল গবেষণা কেন্দ্র ।

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প সংস্থা (BSCIC)
- BSCIC এর পূর্ণরূপ – Bangladesh Small Cottage Industry Corporation.
- BSCIC প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৫৭ সালে ।
- সারা দেশে BSCIC শিল্পনগরী রয়েছে – ৬৫টি ।

বারডেম
- বাংলাদেশ প্রধান ডায়াবেটিস চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নাম– বারডেম (BIRDEM) ।
- বারডেম প্রতিষ্ঠা করেন – জাতীয় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ১৯৮০ সালে ।
- বারডেমের অবস্থান – শাহবাগ, ঢাকা ।

আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণাকেন্দ্র (ICDDRB)
- আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণাকেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর, বি)-এর প্রতিষ্ঠা – ১৯৭৮ সালে ।
- ICDDRB-এর অবস্থান – মহাখালী, ঢাকা ।
- ' বেবি জিঙ্ক' ট্যাবলেটের বাজারজাত উদ্বোধন করা হয় – ২৬ নভেম্বর, ২০০৬ (আবিষ্কার করে ICDDRB) ।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

- এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৭৮৪ সালে কলকাতায়।
- এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা – স্যার উইলিয়াম জোনস।
- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বকোষটির নাম – বাংলাপিডিয়া।
- স্যার উইলিয়াম জোনস ছিলেন – সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন কনিষ্ঠ বিচারক।
- 'পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটি' নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি নামকরণ করা হয় – ১৯৭২ সালে।
- এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের প্রধান – রাষ্ট্রপতি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **ঢাকা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির নতুন নাম-**
ক. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত মেমোরিয়াল লাইব্রেরি
খ. বেগম সুফিয়া কামাল পাবলিক লাইব্রেরি
গ. শেখ ফজিলাতুন্নেছা পাবলিক লাইব্রেরি
ঘ. জাহানারা ইমাম পাবলিক লাইব্রেরি **খ**

২. **বাংলাদেশের 'জাতীয় গ্রন্থাগার' কোথায় অবস্থিত?**
ক. শাহবাগে খ. গুলিস্তানে
খ. আগারগাঁও ঘ. উল্টরায় **গ**

৩. **বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক. ১৯৭৪ সালে গ. ১৯৭১ সালে
গ. ১৯৮০ সালে ঘ. ২০০০ সালে **ক**

৪. **'আলোকিত মানুষ চাই' কোন প্রতিষ্ঠানের স্লোগান?**
ক. জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র খ. বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র
গ. সুশাসনের জন্য নাগরিক গ. পাবলিক লাইব্রেরি **খ**

৫. **এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে?**
ক. লর্ড মাউন্টব্যাটন খ. স্যার পি জে হার্টগ
গ. স্যার উইলিয়াম জোন্স ঘ. লর্ড ক্যানিং **গ**

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান

মহাস্থানগড়

বাংলার প্রাচীনতম জনপদ ছিল পুণ্ড্র বা পৌন্ড্র। পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর। পুণ্ড্রনগরের বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। এটি মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত শীলাদেবীর ঘাট। এখানে রয়েছে অশোক নির্মিত বৌদ্ধ স্তম্ভ যা বেহুলার বাসর ঘর নামে পরিচিত। মহাস্থানগড়ের দর্শনীয় স্থান শাহ সুলতান বলখীর মাজার, পরশুরামের প্রাসাদ, খোদার পাথর ভিটা, বৈরাগীর ভিটা, লক্ষ্মীন্দরের মেধ, কালীদাহ সাগর প্রভৃতি।

সোনারগাঁও

মুঘল সম্রাট আকবরের সময় বার ভুঁইয়া নেতা ঈসা খাঁ সোনারগাঁও বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। সোনারগাঁও বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জেলার একটি উপজেলা। সোনারগাঁও পূর্বে মেঘনা, পশ্চিমে শীতলক্ষ্যা, দক্ষিণে ধলেশ্বরী এবং উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বেষ্টিত একটি বিস্তৃত জনপদ ছিল। এর পূর্ব নাম সুবর্ণগ্রাম। ঈসা খাঁর স্ত্রী সোনা বিবির নামানুসারে সোনারগাঁও এর নামকরণ করা হয়। সোনা বিবির মাজার, পাঁচবিবির মাজার, পাঁচ পীরের মাজার, গিয়াস উদ্দিন আজম শাহের মাজার, হোসেন শাহ নির্মিত একটি সুদৃশ্য মসজিদ, ঈসা খাঁর স্মৃতি বিজড়িত লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, গ্রান্ড-ট্রাঙ্ক রোড ইত্যাদি সোনারগাঁর দর্শনীয় স্থান। সোনারগাঁও এর পানাম নগরী উনিশ শতকের উচ্চবিত্ত ব্যবসায়ীদের বাসস্থান ছিল।

লালবাগের কেল্লা

লালবাগের কেল্লা মুঘল আমলের ঐতিহাসিক নিদর্শন। এটি পুরোনো ঢাকার লালবাগে অবস্থিত একটি দূর্গ। এই কেল্লার পূর্ব নাম আওরঙ্গবাদ দূর্গ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তার তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মোহম্মদ আযম শাহ ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে এর নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকে। এর মধ্যে তার কন্যা পরিবিবি (প্রকৃত নাম ইরান দুখত) সমাধি অবস্থিত। কেল্লার উত্তর-পশ্চিমাংশের বিখ্যাত শাহী মসজিদ অবস্থিত। এটি মুঘল আমলের সর্বচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন।

হোসেনি দালান

হোসেনি দালান বা ইমাম বাড়া ঢাকা শহরের বকশিবাজার এলাকার একটি শিয়া উপাসনালয়। মুঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে এটি নির্মিত হয়। হিজরী ১০৫২ সনে সৈয়দ মীর মুরাদ এটি নির্মাণ করেন।

উত্তরা গণভবন

দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী (উত্তরা গণভবন) নাটোর জেলায় অবস্থিত। এককালে দিঘাপতিয়া মহারাজাদের বাসস্থান ছিল। এটি বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের উত্তরাঞ্চলীয় সচিবালয়। ১৯৪৩ সালে রাজা দয়ারাম রায় এটি নির্মাণ করেন। ১৮৯৭ সালে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে রাজপ্রাসাদটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। পরে রাজা প্রমদা নাথ রায় এটি পুনঃনির্মাণ করেন। ১৯৬৭ সালে তৎকালীন গভর্নর মোনায়েম খান একে গভর্নরের বাসভবন হিসাবে উদ্বোধন করেন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই রাজবাড়ীর নামকরণ করেন 'উত্তরা গণভবন' (Uttara Ganobhaban)।

আহসান মঞ্জিল

আহসান মঞ্জিল (Ahsan Manzil) পুরানো ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি পূর্বে ছিল ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। এর প্রতিষ্ঠাতা নবাব আব্দুল গণি। তিনি তাঁর পুত্র খাজা আহসানউল্লাহর নামানুসারে এর নামকরণ করেন। এর নির্মাণকাল ১৮৫৯-১৮৬২ সাল। ১৮৯৭ সালে ঢাকায় ভূমিকম্প আঘাত হানলে আহসান মঞ্জিলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। পরবর্তীকালে নবাব আহসানউল্লাহ তা পুনঃনির্মাণ করেন। ১৯০৬ সালে আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত এক সভায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯২ সালে আহসান মঞ্জিলকে 'আহসান মঞ্জিল জাদুঘরে' রূপান্তর করা হয়।

- বাংলাদেশের প্রাচীনতম শহরের নাম – পুণ্ড্রবর্ধন।
- প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন জনপদটির বর্তমান নাম – মহাস্থানগড়।
- মহাস্থানগড় অবস্থিত – বগুড়া জেলার করতোয়া নদীর তীরে।
- খোদার পাথর ভিটা অবস্থিত – মহাস্থানগড়ে।
- বৈরাগীর ভিটা অবস্থিত বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে।

- সোনারগাঁও বাংলাদেশের রাজধানী ছিল – মোঘল আমলে।
- সোনরগাঁওয়ের পূর্বে বাংলার রাজধানী ছিল – মহাস্থানগড়ে।
- বাংলার রাজধানী সোনারগাঁওয়ে স্থাপন করেন – ঈসা খাঁ।
- ময়নামতি অবস্থিত – কুমিল্লায়।
- ময়নামতিতে নিদর্শন পাওয়া যায় – বৌদ্ধ সভ্যতার।
- ময়নামতির অপর দুটি নাম – রোহিতগিরি ও লালমাই।
- আহসান মঞ্জিল অবস্থিত – ঢাকার ইসলামপুরে।
- লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে কবর রয়েছে – শায়েস্তা খাঁর কন্যা পরী বিবির (মৃত্যু ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে)।
- লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে সমাহিত শায়েস্তা খাঁর কন্যা পরী বিবির আসল নাম – ইরান দুখ্ত।
- বড় কাটরা অবস্থিত – ঢাকার চকবাজারে।
- ঢাকার ঐতিহাসিক বড় কাটরা নির্মাণ করেন – শাহ সুজা।
- ছোট কাটরা অবস্থিত – রাজধানী ঢাকার চকবাজারে।
- ছোট কাটরা নির্মাণ করেন – শায়েস্তা খাঁন।
- হোসনি দালান অবস্থিত – পুরান ঢাকার বকশিবাজারে।

ঐতিহাসিক স্থানের পুরনো নাম

বর্তমান নাম	পুরনো নাম
বাংলাদেশ	বং, বঙ্গ, বাঙালা, পূর্ব পাকিস্তান
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর/ঢাবেকা/ঢুক্কা
চট্টগ্রাম	ইসলামাবাদ/পোট্রো গ্রানডে/শাতিলগঞ্জ
খুলনা	জাহানাবাদ
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/ বাকলা/ইসমাইলপুর
সিলেট	শ্রীহট্ট, জালালাবাদ (মুঘল আমলে)
কুষ্টিয়া	নদীয়া
সাভার	সাভাউর
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর
ফেনী	শমশেরনগর
ময়নামতি	রোহিতগিরি
রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ
গজারিয়া	দোয়ার
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি
দিনাজপুর	গণ্ডোয়ানাল্যান্ড
রাঙ্গামাটি	হরিকেল
শরীয়তপুর	ইদ্রাকপুর পরগনা
সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
বাগেরহাট	খলিফাতাবাদ
সোনারগাঁও	সুবর্ণগ্রাম
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
নোয়াখালী	সুধারাম/ভুলুয়া
শাহবাগ	বাগ-ই-শাহেনশাহ (মুঘল আমলে)
জামালপুর	সিংহজানী
কুমিল্লা	ত্রিপুরা পরগনা
কক্সবাজার	ফালকিং
টঙ্গী	টুঙ্গী
মহাস্থানগড়	পুণ্ড্রবর্ধন
গাজীপুর	জয়দেবপুর
ফরিদপুর	ফতেহাবাদ

প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার

বৌদ্ধ বিহার	অবস্থান
সোমপুর বিহার	নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন
শালবন বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে অবস্থিত। রাজাধিরাজ ভবদেব দ্বারা তৈরি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ৭ম-৮ম শতক।
আনন্দ বিহার	কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে লালমাই পাহাড়ের পাদদেশে রাজা আনন্দ দেব কর্তৃক নির্মিত প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার
মহামুনি বিহার	চট্টগ্রামের রাউজানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ বিহার
সীতাকোট বিহার	দিনাজপুরে অবস্থিত। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। ৫ম-৬ষ্ঠ শতক (দেশের সবচেয়ে প্রাচীন)
রাজবন বৌদ্ধ বিহার	রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই হ্রদের তীরে অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্যবাহী স্থান।
জগদ্দল বিহার	নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। পাল রাজাদের শাসনামলে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার।
ভাসু বিহার	বগুড়ার মহাস্থানগড়ে অবস্থিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।
সীমা বৌদ্ধ বিহার	পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত। বৌদ্ধ সভ্যতার বিখ্যাত স্থান।

- বাংলাদেশের প্রাচীনতম বৌদ্ধ বিহার – শালবন বিহার।
- শালবন বিহারের স্রষ্টা – ভবদেব।
- শালবন বিহার অবস্থিত – কুমিল্লা জেলার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে।
- শালবন বিহার নির্মাণ করা হয় – ৮ম শতকের শেষ দিকে।
- আনন্দ বিহার অবস্থিত – শালবন বিহারের দুই মাইল উত্তরে কুমিল্লার লালমাই পাহাড়র পাদদেশে।
- জগদ্দল বিহার অবস্থিত – নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলার জগদ্দল গ্রামে।

গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা

- **মসজিদ, মন্দির, মাজার**
- ঢাকার প্রথম মসজিদ – বিনত বিবির মসজিদ।
- ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন – পীর খান জাহান আলী (র:)।
- ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত – বাগেরহাট জেলায়।
- কুসুম্বা মসজিদ অবস্থিত – নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলায়।
- সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন – শায়েস্তা খাঁর পুত্র উমিদ খাঁ।
- বিখ্যাত সাত গম্বুজ মসজিদটি অবস্থিত – ঢাকার মোহাম্মদপুরে।
- সাত গম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা – ৭টি।
- ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির – ঢাকেশ্বরী মন্দির।
- কান্তজীউ মন্দির অবস্থিত – দিনাজপুর থেকে ১২ মাইল উত্তরে কান্তনগরে।
- গুরুদুয়ারা নানকশাহী শিখ মন্দিরটি অবস্থিত – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়।
- তিন নেতার মাজার (শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমউদ্দিন) অবস্থিত – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- তিন নেতার মাজারের স্থপতি – শিল্পী মাসুদ আহমেদ।
- 'বাঘা মসজিদ' অবস্থিত – রাজশাহী।

জাদুঘর

জাদুঘর	অবস্থান	প্রতিষ্ঠাকাল
বরেন্দ্র জাদুঘর	রাজশাহী	এপ্রিল, ১৯১০
ঢাকা জাদুঘর (জাতীয় জাদুঘর করা হয় ১৯৮৩)	শাহবাগ, ঢাকা	১৯১৩ (উদ্বোধন ৭ আগস্ট, ১৯১৩)
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর	আগারগাঁও, ঢাকা	২৬ এপ্রিল, ১৯৬৫
ময়নামতি জাদুঘর	কুমিল্লা	১৯৬৫
মহাস্থানগড় জাদুঘর	বগুড়া	১৯৬৭
কুঠিবাড়ি জাদুঘর	শিলাইদহ, কুষ্টিয়া	১৯৭১
উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি জাদুঘর	বিরিশিরি, নেত্রকোনা	১৬ আগস্ট, ১৯৭৭
লালন জাদুঘর	ছেউড়িয়া, কুষ্টিয়া	১৯৭৯
লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর	সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ	১৯৮১
সামরিক জাদুঘর	বিজয় সরণি, তেজগাঁও	২৬ নভেম্বর, ১৯৮৭
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর	আগারগাঁও	২২ মার্চ, ১৯৯৬
গান্ধী স্মৃতি জাদুঘর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী	১০ অক্টোবর, ২০০০

- বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর উদ্বোধন করেন – বাংলার গভর্নর লর্ড কারমাইকেল।
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অবস্থিত – ঢাকার আগারগাঁওয়ে।
- বাংলাদেশ সামরিক জাদুঘর অবস্থিত – বিজয় সরণি, তেজগাঁও।
- ওসমানী স্মৃতি জাদুঘর রয়েছে – সিলেটে।
- বাংলাদেশের একমাত্র নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর অবস্থিত – আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
- লালন জাদুঘর অবস্থিত – কুষ্টিয়াতে।
- বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর অবস্থিত – ঢাকাতে।
- মণিপুরী জাদুঘর অবস্থিত – ছনগাঁও গ্রাম, আদমপুর ইউনিয়ন (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার)।
- ঢাকা মহানগর জাদুঘরের অবস্থান – আহসান মঞ্জিল, ইসলামপুর, ঢাকা।
- বাংলাদেশ রাইফেলস জাদুঘর অবস্থিত – ঢাকার পিলখানায়।
- বাংলাদেশের একমাত্র ভূগর্ভস্থ জাদুঘর অবস্থিত– ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- ভাষা আন্দোলন জাদুঘর অবস্থিত – বর্ধমান হাউস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশের একমাত্র নৃ-তাত্ত্বিক জাদুঘর অবস্থিত-**
ক. ঢাকা জেলায় খ. চট্রগ্রাম জেলায়
গ. কুমিল্লা জেলায় ঘ. কক্সবাজার জেলায় **খ**

২. **প্রাচীন 'পুণ্ডনগর' কোথায় অবস্থিত?**
ক. ময়নামতি খ. বিক্রমপুর
গ. মহাস্থানগড় ঘ. পাহাড়পুর **গ**

৩. **বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখীর মাজার কোথায়?**
ক. মহাস্থানগড় খ. শাহ্জাদপুরে
গ. নেত্রকোণায় ঘ. রামপাল **ক**

৪. **বাংলার প্রচীন শিলালিপি 'ব্রাহ্মী লিপি' কোথায় পাওয়া যায়?**
ক. ময়নামতি খ. উয়ারী-বটেশ্বর
গ. পাহাড়পুর ঘ. মহাস্থানগড় **ঘ**

৫. **বাংলার প্রাচীনতম শহর কোনটি?**
ক. সোনার গাঁও খ. রামপাল
গ. বিক্রমপুর ঘ. পুণ্ডনগর **ঘ**

বাংলাদেশের ভাস্কর্য

- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উদ্বোধক – শহীদ বরকতের মা হাসিনা বেগম (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩)।
- 'সম্মিলিত প্রয়াস' নামে পরিচিত – সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ।
- জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা – ৪৬.৫ মিটার।
- রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধের অবস্থান – ধানমন্ডি আবাহনী মাঠের পশ্চিমে রায়ের বাজার সংলগ্ন ইট খোলায়।
- 'মুক্তি চাই স্বাধীনতা চাই' অবস্থিত – বিজয় সরণি, ঢাকা।
- মুক্তিযুদ্ধ শহীদ স্মৃতি ভাস্কর্যের অবস্থান – ঢাকাস্থ বিমান বাহিনীর সদর দপ্তরের উত্তর পাশে।
- দেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনারের স্থপতি – রবিউল হুসাইন।
- 'জয় বাংলা, জয় তারুণ্য' ভাস্কর্যের স্থপতি – আলাউদ্দিন বুলবুল।
- 'একাত্তর স্মরণে' ভাস্কর্য অবস্থিত – বাংলা একাডেমি।

স্থাপত্য/ভাস্কর্য

স্থপতি/ভাস্কর্য	স্থাপত্য/ভাস্কর্য	অবস্থান
শামীম শিকদার	বঙ্গবন্ধুর আবক্ষ ভাস্কর্য	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
	বিজয় উল্লাস	আনোয়ার পাশা ভবন, ঢাবি
	স্বামী বিবেকানন্দ	জগন্নাথ হল, ঢাবি

	স্বাধীনতা সংগ্রাম	ফুলার রোড, ঢাবি
	স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি চত্বর, ঢাবি
নিতুন কুণ্ড	কদম ফোয়ারা	জাতীয় ইদগাহের সামনে, ঢাকা
	সার্ক ফোয়ারা	সোনারগাঁও হোটেল, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
	সাম্পান	শাহ আমানত বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম
	শাবাস বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ।
হামিদুজ্জামান খান	ক্যাঁকটাস	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	বেগম রোকেয়া ভাস্কর্য	রোকেয়া হল, ঢাবি
	রুইকাতলা	ফার্মগেট, ঢাকা
	শান্তির পায়রা	টিএসটি, ঢাকা
	সংশপ্তক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
	স্বাধীনতা	কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা
	স্মৃতির মিনার	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুল জলিল পাশা	দোয়েল চত্বর	তিন নেতার মাজার এলাকা, ঢাবি
	শাপলা চত্বর	মতিঝিল, ঢাকা
মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হিলি	বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর, ঢাকা
	রাজারবাগ, স্মৃতিসৌধ	রাজারবাগ, ঢাকা
মৃণাল হক	অর্ঘ্য	সায়েন্স ল্যাবরেটরি, ঢাকা
	অতলান্তিকে বসতি (ডলফিন) নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, ঢাকা	
	ঈগল পাখি	পুরাতন বিমানবন্দর, তেজগাঁও
	কোতোয়াল	মিন্টোরোড, ঢাকা
	গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
	চির দুর্জয়	রাজারবাগ, ঢাকা
	জাংকইয়ার্ড ফ্যামিলি (অ্যান্টিক গাড়ি) তেজগাঁও	
	দুর্জয়	রাজারবাগ, ঢাকা
	প্রতিরোধ	মাসদাইর, নারায়ণগঞ্জ
	প্রত্যাশা	ফুলবাড়িয়া, ঢাকা
	বলাকা (৪টি বক)	মতিঝিল বিমান অফিস
	বিডিআর ভাস্কর্য	ঝিগাতলা, ঢাকা
	বর্ষা রাণী	সাতরাস্তার মোড়, তেজগাঁও
	বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
	রত্নদ্বীপ	তেজগাঁও, ঢাকা
শ্যামল চৌধুরী	বিজয় '৭১	বাকৃবি, ময়মনসিংহ
	সোনার বাংলা	বাকৃবি, ময়মনসিংহ
	সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্য	টিএসসি, ঢাবি
মুস্তাফা মনোয়ার	মিশুক	শহীদ জিয়া শিশু পার্ক, শাহবাগ
নভেরা আহম্মেদ	কৃষক পরিবার	জাতীয় জাদুঘর প্রাঙ্গন, ঢাকা
	নারী, শিশু ও পুরুষ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
	মা ও শিশু	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাশা	হাস্যোজ্জ্বল বঙ্গবন্ধু	ঝিগাতলা, ঢাকা
	স্বাধীনতার ডাক	গণকবাড়ি, সাভার
	৭১ এর গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আব্দুর রাজ্জাক	জাগ্রত চৌরঙ্গী	জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর
	বিজয় সরণি ফোয়ারা	ফার্মগেট (তেজগাঁও এলাকা)
সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ	অপরাজেয় বাংলা	ঢাবির কলাভবন
	অঙ্গীকার	চাঁদপুর

হামিদুর রহমান	কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার	ঢাকা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন
সৈয়দ মাইনুল হোসেন	জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সাভার, ঢাকা
মো: মইনুল	চেতনা '৭১	কুষ্টিয়া পুলিশ লাইন
সিরাজুল ইসলাম ও শাহ মইনুল	বঙ্গবন্ধু, মনুমেন্ট ফোয়ারা	গুলিস্তান, ঢাকা
লুই আই কান	জাতীয় সংসদ ভবন	শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
লারোস	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর	কুর্মিটোলা, ঢাকা
বব বুই	কমলাপুর রেল স্টেশন	কমলাপুর, ঢাকা
আব্দুল হুসেইন থারিয়ানি	বায়তুল মোকাররম	গুলিস্তান, ঢাকা
মাসুদ আহমেদ	তিন নেতার মাজার	সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণে
অখিল পাল	মোদের গরব	বাংলা একাডেমি
সুদীপ্ত রায়	বীরের প্রত্যাবর্তন	বাড্ডা, ঢাকা
মর্তুজা বশীর	স্মারক ভাস্কর্য	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. নিতুন কুণ্ডু একজন প্রখ্যাত-
ক. নাট্যকার খ. সংগীতকার
গ. ভাস্কর ঘ. চলচ্চিত্রকার **গ**

২. নিচের কোন ভাস্কর্যটির স্থপতি নিতুন কুণ্ডু?
ক. সাবাস বাংলাদেশ খ. স্বোপার্জিত স্বাধীনতা
গ. অপরাজেয় বাংলা ঘ. সূর্যদয়ের প্রান্তে **ক**

৩. সার্ক ফোয়ারার ভাস্কর কে?
ক. রাশা খ. মৃণাল হক
গ. নিতুন কুণ্ডু ঘ. হামিদুর রহমান **গ**

৪. ১৯৮৮ সালের সিউল অলিম্পিকে বাংলাদেশের কোন ভাস্করের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়?
ক. শামীম শিকদার খ. সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
গ. হামিদুজ্জামান খান ঘ. আব্দুস সুলতান **গ**

৫. 'স্টেপস' ভাস্কর্যটি সিউল অলিম্পিকের পার্কে স্থান পেয়েছিল। এর ভাস্করের নাম-
ক. নভেরা আহমেদ খ. হামিদুজ্জামান খান
গ. আব্দুল্লাহ খালেদ ঘ. সুলতানুল ইসলাম **খ**

জাতীয় পুরস্কার

পদক-পুরস্কার-সম্মাননা

- অস্কারে বিদেশী ভাষার চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতা বিভাগে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিল- ডুব চলচ্চিত্রটি।
- 'ডুব' (ইংরেজি নাম No Bed of Roses) চলচ্চিত্রের পরিচালক- মোস্তফা সরওয়ার ফারুকী।
- হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন বাংলাদেশের- প্রখ্যাত আলোকচিত্রী শহীদুল আলম।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন- ঢাবি'র ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।
- ডেনমার্কের 'লেগো পুরস্কার' লাভ করেন- ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারপারসন ফজলে হাসান আবেদ।
- কানাডার সর্বোচ্চ সম্মাননা 'কানাডা রিসার্চ চেয়ার' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন- ড. এম মুজাহিদুর রহমান।
- রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার জন্য ৬১তম কমনওয়েলথ 'পয়েন্ট অব লাইট' পান- শারমিন সুলতানা।
- যুক্তরাষ্ট্রের 'গ্লোবাল এমাজিং ইয়াং লিডার্স অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন বাংলাদেশী তরুণী- তানজিল ফেরদৌস।
- আকাশ পথে নিরাপত্তায় দ্রুত উন্নতি স্বীকৃতি স্বরূপ IACO'র প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড লাভ করে- বাংলাদেশ।
- 'অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার ১৪২৫' লাভ করেন লেখক-গবেষক- ড. আকিমুন রহমান।

একুশে পদক-২০২৩

জাতীয় পর্যায়ে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সাল থেকে একুশে পদক প্রবর্তন করা হয়। একুশে পদকের আর্থিক মূল্যায়ন চার লক্ষ টাকা, আঠারো ক্যারেট মানের পঁয়ত্রিশ গ্রাম স্বর্ণ দ্বারা নির্মিত একটি পদক ও একটি সম্মাননাপত্র। ২০২৩ সালে একুশে পদক লাভ করেন ১৯ জন ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠান। ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ তাদের নাম ঘোষণা করা হয়। পদক বিজয়ীরা হলেন-

ক্ষেত্র	বিজয়ী
ভাষা আন্দোলন	মনযুর-ই-খুদা, এ. কে. এম. শামসুল হক (মরণোত্তর), মোহাম্মদ মজিবুর রহমান।
শিল্পকলা (নৃত্য)	মাসুদ আলী খান ও শিমুল ইউসুফ।
শিল্পকলা (সংগীত)	মনোরঞ্জন ঘোষাল, গাজী আব্দুল হাকিম, ফজল-এ-খোদা (মরণোত্তর)।
শিল্পকলা (অভিনয়)	জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, নওয়াজিশ আলী খান, কনকচাঁপা চাকমা।
সাংবাদিকতা	মো: শাহ আলমগীর (মরণোত্তর)।
সমাজসেবা	সাইদুল হক, বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন।
শিক্ষা	জাতীয় জাদুঘর।
ভাষা ও সাহিত্য	ড. মনিরুজ্জামান।

ক্ষেত্র	বিজয়ী
গবেষণা	ডা. মো. আব্দুল মজিদ

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৩

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে ৯ ব্যক্তি ও এক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মর্যাদা স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে সরকার।

পুরস্কারজয়ী প্রত্যেকে পাবেন ১৮ ক্যারেট মানের পঞ্চাশ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, পাঁচ লাখ টাকার চেক ও একটি সম্মাননাপত্র। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, অসামান্য আত্মত্যাগ ও অসাধারণ অবদানের জন্য যারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও জনকল্যাণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা দেশ ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাদের সম্মান জানাতে সরকার ১৯৭৭ সাল থেকে প্রতি বছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে।

ক্ষেত্র	বিজয়ী
স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে	বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল (অব.) সামসুল আলম, মরহুম লেফটেন্যান্ট এ জি মোহাম্মদ খুরশীদ, শহীদ খাজা নিজামউদ্দিন ভূঁইয়া, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম)।
সমাজসেবা	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স।
সাহিত্যে	মরহুম ড. মুহাম্মদ মঈনুদ্দিন আহমেদ (সেলিম আল দীন)।
সংস্কৃতি	পবিত্র মোহন দে।
গবেষণা ও প্রশিক্ষণ	নাদিরা জাহান (সুরমা জাহিদ), ড. ফেরদৌসি কাদরী।

৪৫তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার - ২০২২

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে একমাত্র রাষ্ট্রীয় ও সর্বোচ্চ সম্মাননা পদক। ১৯৭৫ সার থেকে এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৫তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০২০; ঘোষণা করে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।

পদক/ সম্মাননা	ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ কর্ম
আজীবন সম্মাননা	আনোয়ারা বেগম রাইসুল ইসলাম আসাদ
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র	বিশ্ব সুন্দরী
শ্রেষ্ঠ পরিচালক	গাজী রাকায়েত
শ্রেষ্ঠ গীতিকার	কবির বকুল
স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	আড়ং
শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়
শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী	দীপান্বিতা মার্টিন
শ্রেষ্ঠ অভিনেতা	সিয়াম আহমেদ

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার- ২০২২

'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার কমিটি ২০২২' এর সম্মানিত সকল সদস্যের সম্মতিক্রমে এবং বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে আজ ২৫শে জানুয়ারি ২০২৩ বুধবার 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০২২' ঘোষণা করা হলো। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা ২০২৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার প্রদান করবেন।

ক্ষেত্র	পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি
কবিতা	ফারুক মাহমুদ, তারিক সুজাত
কথ্যসাহিত্য	তাপস মজুমদার, পারভেজ হোসেন
প্রবন্ধ/গবেষণা	মাসুদুজ্জামান
অনুবাদ	আলম খোরশেদ
নাটক	মিলন কান্তি দে, ফরিদ আহমদ দুলাল
শিশু সাহিত্য	ধ্রুব এষ
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গবেষণা	মুহাম্মদ শামসুল হক
বঙ্গবন্ধুবিষয়ক গবেষণা	সুভাষ সিংহ রায়
বিজ্ঞান/কল্পবিজ্ঞান/পরিবেশ বিজ্ঞান	মোকারম হোসেন
আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা/ভ্রমণকাহিনী	ইকতিয়ার চৌধুরী
ফোকলোর	আবদুল খালেক, মুহম্মদ আবদুল জলিল

বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক - ২০২২

প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২২ সাল থেকে নতুন আঙ্গিকে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক' দেওয়া হবে। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা, ২০২২' জারি করে। একই সাথে 'জনপ্রশাসন পদক নীতিমালা ২০১৫ (২০১৬ সালে সংশোধিত)' বাতিল করা হয়। ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু জনপ্রশাসন পদকের সংখ্যা হবে ১২টি।

গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০	
গান্ধী শান্তি পুরস্কার-২০২০ দেয়া হয়	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।
যে কারণে পুরস্কৃত করা হয়	মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করে দেশটির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উত্তরণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গবন্ধুকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
নরেন্দ্র মোদির কাছ থেকে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।	শেখ রেহানা (সাথে ছিলেন শেখ হাসিনা)
পুরস্কারটি দেয়া হয়	২৬ মার্চ, ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে।
পুরস্কারের অর্থ মূল্য	১ কোটি রূপি।
পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে	১৯৯৫ সাল থেকে।

ম্যাগসেসে পুরস্কার বিজয়ী বাংলাদেশী

সাল	বিজয়ীর নাম	সাল	বিজয়ীর নাম
১৯৭৮	তানেরুন্নেসা আহমেদ আব্দুল্লাহ	১৯৯৯	অ্যাঞ্জেলা গোমেজ
১৯৮০	ফজলে হাসান আবেদ	২০০৪	আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ
১৯৮৪	ড. মুহাম্মদ ইউনূস	২০০৫	মতিউর রহমান
১৯৮৫	ড. জাফরুল্লাহ চৌধুরী	২০১০	এইচ এম নোমান খান
১৯৮৭	ফাদার রিচার্ড উইলিয়াম টিম	২০১২	সৈয়দা রিজওয়ান হাসান
১৯৮৮	মোহাম্মদ ইয়াসিন	২০২১	ফেরদৌসী কাদরী

- অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার ১৪১৯ লাভ করেন – কাজী রোজী।
- ২০১৩ সালে ভারতের পদ্মশ্রী পদক লাভ করেন বাংলাদেশের – ঝর্ণাধারা চৌধুরী
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নাম – স্বাধীনতা পুরস্কার।
- স্বাধীনতা পুরস্কার প্রবর্তিত হয় – ১৯৭৭ সালে।
- স্বাধীনতা পুরস্কারের প্রবর্তক – শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- স্বাধীনতা পুরস্কারের অর্থমূল্য – দুই লাখ টাকা।
- একুশে পদক চালু হয় – ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশের সাহিত্যে সর্বোচ্চ পুরস্কার – বাংলা একাডেমি পুরস্কার।
- বাংলা একাডেমি পুরস্কার চালু হয় – ১৯৬০ সালে।
- শিশু একাডেমি পুরস্কার চালু হয় – ১৯৭৯ সালে।
- জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার চালু হয় – ১৯৭৬ সালে।
- জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার চালু হয় – ১৯৭৬ সালে।
- রাষ্ট্রপতি পুরস্কার চালু হয় – ১৯৭৩ সালে।
- রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বর্তমান নাম – বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার।
- প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার দেওয়া হয়– বৃক্ষরোপণের জন্য।
- প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার চালু হয় – ১৯৯৩ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ২০২৩ সালে 'স্বাধীনতা পদক' পেয়েছেন কতজন?
ক. ৯ খ. ১০
গ. ৮ ঘ. ১৫ **ক**

২. ২০২২ সালে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিশেষ অবদানের জন্য স্বাধীনতা পুরস্কার পায়–
ক. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
খ. বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট
গ. বাংলাদেশ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
ঘ. বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট **খ**

৩. কতজন বিশিষ্ট নাগরিক 'একুশে পদক-২০২৩'-এ ভূষিত হয়েছেন?
ক. ৯ খ. ২১ গ. ২৪ ঘ. ১৯ **ঘ**

৪. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণায় ২০২২ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন কে?
ক. মুহাম্মদ সামাদ খ. পান্না কায়সার
গ. সাহিদা বেগম ঘ. অপরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় **খ**

৫. সেরা চলচ্চিত্র বিভাগে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০' লাভ করে–
ক. বাপজানের বায়োস্কোপ খ. গোর ও বিশ্বসুন্দরী
গ. ন' ডরাই ও ফাগুন হাওয়ায় ঘ. অনিল বাগচির একদিন **খ**

বাংলাদেশের খেলাধুলা

ক্রিকেট ও বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) গঠিত হয় – ১৯৭৩ সালে।
- বিসিবির সদর দপ্তর – ঢাকা।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচিত প্রথম সভাপতি – নাজমুল হাসান পাপন।
- জাতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান কোচ – চন্ডিকা হাথুরুসিংহে।

আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ আইসিসির সহযোগী সদস্য দেশ নির্বাচিত হয় – ২৬ জুলাই ১৯৭৭।
- বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে অংশগ্রহণ করে – ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম আইসিসি ট্রফিতে।
- প্রথম আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিলেন – শফিকুল হক হীরা।
- ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশের সাফল্য – বাংলাদেশ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব লাভ করে।
- ষষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ান হয় – কেনিয়াকে ২ উইকেটে পরাজিত করে।

টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা লাভ করে – ২৬ জুন, ২০০০।
- টেস্ট ক্রিকেটের বাংলাদেশের প্রথম হ্যাট্রিককারী বোলার – অলক কাপালি (২৯ আগস্ট ২০০৩, বিপক্ষ পাকিস্তান)। উল্লেখ্য, তিনি বাংলাদেশের ২৩তম টেস্টে বিশ্বের ২৯তম বোলার হিসেবে ৩২তম হ্যাটট্রিক করেন।
- বাংলাদেশে যে দলের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় করে – জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে (১-০)।
- বাংলাদেশ বিদেশের মাটিতে প্রথম টেস্ট জয় করে – ৯-১৩ জুলাই ২০০৯; ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।
- টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে একই টেস্টে সেঞ্চুরিয়ান – তামিম ইকবাল, ১০১ (বিপক্ষ-ভারত)।
- বাংলাদেশ সর্বপ্রথম যে ক্রিকেট দলকে টেস্ট ও ওয়ানডে উভয় সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করে – ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- ২৬ জানুয়ারি, ২০১২ প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে টেস্ট আম্পায়ারিংয়ে অভিষেক ঘটে – এনামুল হক মনি।
- টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশী ডাবল সেঞ্চুরিয়ান – মুশফিকুর রহিম।
- বিশ্বের একমাত্র ক্রিকেটার হিসেবে অভিষেকেই টেস্ট ও ওয়ানডেতে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হয়েছেন – মুস্তাফিজুর রহমান।

আন্তর্জাতিক একদিনের ক্রিকেটে বাংলাদেশ

- বাংলাদেশ ওয়ানডে খেলার মর্যাদা লাভ করে – ১৫ জুন ১৯৯৭।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিষেক ঘটে – ৩১ মার্চ, ১৯৮৬; শ্রীলংকা অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় এশিয়া কাপ ক্রিকেট।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক – গাজী আশরাফ হোসেন লিপু।
- বাংলাদেশের প্রথম বোলার হিসেবে ওয়ানডে ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করেন – শাহাদাত হোসেন রাজীব (২ আগস্ট ২০০৬, বিপক্ষ-জিম্বাবুয়ে)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বনিম্ন রান – ৫৮; বিপক্ষ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
- সম্প্রতি ওয়ানডেতে ৩-০ ম্যাচে সিরিজ হারিয়ে পাকিস্তানকে বাংলাওয়াশ করে – বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ মহিলা ক্রিটে দল ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে – ২৪ নভেম্বর, ২০১১।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সর্বনিম্ন দলীয় স্কোর – জিম্বাবুয়ে (৪৪ রান, ৩ নভেম্বর ২০০৯)।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর – ৩৩৮ রান; বিপক্ষ আয়ারল্যান্ড।

- ওয়ানডে ইতিহাসে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ দলীয় জুটি – ১৭৮ রান (তামিম-মুশফিক)।
- বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি হিসেবে ওয়ানডে ও টেস্ট ম্যাচ অভিষেকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন – মুস্তাফিজুর রহমান।
- ওয়ানডে সিরিজে অভিষেকে সর্বোচ্চ উইকেট নেয়ার বিশ্বরেকর্ড – মুস্তাফিজুর রহমানের।
- তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে অভিষেকে সর্বোচ্চ উইকেট নেয়ার একক বিশ্বরেকর্ড – মুস্তাফিজুর রহমানের।
- তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট নেয়ার একক বিশ্বরেকর্ড – মুস্তাফিজুর রহমানের।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আইসিসি বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে ঠাঁই পেয়েছেন – মুস্তাফিজুর রহমান।

বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ

- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অভিষেক ঘটে – ১৭ মে ১৯৯৯ (নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সপ্তম বিশ্বকাপে)।
- সপ্তম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক, প্রশিক্ষক ও ম্যানেজার ছিলেন – যথাক্রমে আমিনুল ইসলাম বুলবুল, গর্ডন গ্রিনিজ ও তানভীর মাজহার তান্না।
- ২০২১ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন – মাশরাফি বিন মর্তুজা।
- ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ও একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান – মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো নক আউট পর্বে উত্তীর্ণ হয় – ইংল্যান্ডকে হারিয়ে।

T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

- T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র জয় যে দলের বিপক্ষে – ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।
- T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পক্ষে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন – প্রথম T20 বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে মোহাম্মদ আশরাফুল ও পাকিস্তানের বিপক্ষে জুনায়েদ সিদ্দিকী।
- দ্বিতীয় T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যে যে দলের কাছে হারে – ভারত ও আয়ারল্যান্ড।
- তৃতীয় T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ যে দলের কাছে হারে – অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান।
- T20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের অধিকারী – তামিম ইকবাল; ১০৩ রান।
- ২০১৪ সালে মহিলা টি২০ বিশ্বাকাপ অনুষ্ঠিত হয় – বাংলাদেশে।
- ১০ জুলাই ২০১৮ সালে নারীদের T20 ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে হ্যাট্রিক করে ফাহিমা খাতুন।

বাংলাদেশ ও ফুটবল (Football and Bangladesh)

- বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) গঠিত হয় – ১৫ জুলাই, ১৯৭২ সালে।
- স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক – জাকারিয়া পিন্টু।
- বাংলাদেশ প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাই পর্বে অংশগ্রহণ করে – ১৯৮৬ সালে।
- জাতীয় ফুটবল দলের বর্তমান কোচ – লোডভিক ডি ক্রুইফ নেদারল্যান্ডস)।
- বাংলাদেশ ফিফার সদস্য পদ লাভ করে – ১ জানুয়ারি ১৯৭৬।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (NSC) গঠিত হয় – ১৯৭২ সালে।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (National Sports Council) একটি – স্বায়ত্তশাসিত বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।
- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ নামটি আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় – ১৯৯১ সালে।
- বাংলাদশের জাতীয় খেলা – কাবাডি।

সাম্প্রতিক রেকর্ড

- ১০ জুলাই ২০১৮ নারীদের টি২০ ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে হ্যাটট্রিক করেন- ফাহিমা খাতুন।
- টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান হিসেবে দুটি ডাবল সেঞ্চুরি করেন- মুশফিকুর রহিম (২১৯ রান; জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)
- বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম গ্রান্ডমাস্টার খেতাবপ্রাপ্ত- নিয়াজ মোর্শেদ।
- বাংলাদেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক মহিলা দাবাড়ু- রানী হামিদ।
- দেশের সর্বকনিষ্ঠ ফিদে মাস্টার দাবাড়ু- ফাহাদ রহমান (২০১৩ সালে মাত্র ১০ বছর বয়সে)।
- বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত রুশ জিমন্যাস্ট রিদমিক জিমন্যাস্টিকের একক অল অ্যারাউন্ড ইভেন্টে স্বর্ণপদক লাভ করেন- মার্গারিটা মামুন (রিও অলিম্পিক, ২০১৬)।
- বাংলার বাঘিনী নামে খ্যাত এই জিমন্যাস্টের পৈতৃক বাড়ি- রাজশাহী জেলায়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) এর বর্তমান সভাপতি কে?
ক. সালাম মুর্শেদী খ. কুতুব উদ্দিন আহমেদ
গ. মোস্তফা কামাল ঘ. কাজী সালাউদ্দিন **ঘ**

২. বাংলাদেশের জাতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক কে?
ক. তামিম ইকবাল খ. মুশফিকুর রহিম
গ. সাকিব আল হাসান ঘ. মমিনুল হক **গ**

৩. জানুয়ারী ২০২২-এ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহকারী বাংলাদেশি ক্রিকেটারের নাম?
ক. সাকিব আল হাসান খ. তাসকিন আহমেদ
গ. তাইজুল ইসলাম ঘ. এবাদত হোসেন **ঘ**

৪. আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ ক্রিকেটে কতজন বোলার হ্যাটট্রিক করেছেন?
ক. ৫ জন খ. ৪ জন গ. ৭ জন ঘ. ৩ জন **গ**

৫. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত কতটি বিশ্বকাপ ক্রিকেটে অংশ নিয়েছে?
ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬ **ঘ**

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম	এখনও অনেক রাত	খান আতাউর রহমান
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম	ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির
ধ্রুবতারা	চাষী নজরুল ইসলাম	রূপালী সৈকত	আলমগীর কবির
বাঘা বাঙালি	আনন্দ	নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল

কার হাসি কে হাসে	আনন্দ	রাবেয়া	তানভীর মোকাম্মেল
আগুণের পরশমণি	হুমায়ুন আহমদ	অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষদত্ত
শ্যামল ছায়া	হুমায়ুন আহমদ	জয়বাংলা	ফখরুল আলম
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	আলোর মিছিল	মিতা ঘোষ
মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশিদ	বাংলার ২৪ বছর	মোহাম্মদ আলী
কলমীলতা	শহীদুল হক খান	বাঁধনহারা	এ. জে. মিন্টু
চিৎকার	মতিন রহমান	মাটির ময়না	তারেক মাসুদ
খেলাঘর	মোরশেদুল ইসলাম	জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ

❒ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

হুলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল	আবর্তন	আবু সাইয়িদ
স্মৃতি-৭১	তানভীর মোকাম্মেল	একাত্তরের যীশু	নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম	চাক্কি	এনায়েত করিম বাবুল
সূচনা	মোরশেদুল ইসলাম	দূরন্ত	খান আখতার হোসেন
প্রত্যাবর্তন	মোস্তফা কামাল	রানওয়ে	তারেক মাসুদ
ধূসর যাত্রা	আবু সাইয়িদ	বখাটে	হাবিবুল ইসলাম হাবিব

❒ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

স্টপ জেনোসাইড (Stop Genocide)	জহির রায়হান	নাইন মানথস টু ফ্রীডম	এস সুকুদেব
এ স্টেট ইজ বর্ন	জহির রায়হান	ইনোসেন্ট মিলিয়নস	বাবুল চৌধুরী
লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবির	রিফিউজি-৭১	বিনয় রায়
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	একসাগর রক্তের বিনিময়ে	আলমগীর কবির
		মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ

❒ অন্যান্য বিখ্যাত চলচ্চিত্র

স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'চাকা'	মোরশেদুল ইসলাম	সূর্য দীঘল বাড়ি	শেখ নিয়ামত শাকের
শিশুতোষ চলচ্চিত্র 'দীপু নাম্বার টু'	মোরশেদুল ইসলাম	থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার	মোস্তফা সারোয়ার ফারুকী
পদ্মা নদীর মাঝি	গৌতম ঘোষ	চিত্রা নদীর পাড়ে	তানভীর মোকাম্মেল
মনের মানুষ	গৌতম ঘোষ		

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত প্রথম প্রামাণ্যচিত্রের নাম কি?
ক. স্টপ জেনোসাইড খ. লেট দেয়ার বি লাইট
গ. গেরিলা ঘ. নাইন মানথস টু ফ্রিডম **ক**

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র কোনটি?
ক. সংগ্রাম খ. অরুণোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী
গ. ওরা ১১ জন ঘ. রক্তাক্ত প্রান্তর **গ**

৩. পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন' এর পরিচালক কে?
ক. জহির রায়হান খ. খান আতাউর রহমান
গ. চাষী নজরুল ইসলাম ঘ. আলমগীর কুমকুম **গ**

৪. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত চলচ্চিত্র কোনটি?
ক. কালান্তর খ. হাঙ্গর নদী গ্রেনেড
গ. সারেং বউ ঘ. কৃতদাসের হাসি **খ**

৫. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র কোনটি?
ক. ময়নামতি খ. পথের পাঁচালী
গ. গেরিলা ঘ. নয়নমণি **গ**

বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

- জাতীয় নাট্যশালা অবস্থিত - সেগুনবাগিচা
- সংস্কৃতি বলতে বোঝায়- প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ সমষ্টি
- সাংস্কৃতিক সংগঠনের ছায়ানট প্রতিষ্ঠা - ১৯৬১ সালে
- উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা লাভ করে- ১৯৬৮ সালে
- উদীচী শব্দের অর্থ- উত্তর দিক
- বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট - রফিকুন্নবী (রনবি)
- জাতীয় সংসদ ভবন অবস্থিত - শেরে বাংলানগরে
- কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন করেন- বল্লাল সেন
- আকবর প্রবর্তিত ধর্মের নাম- দ্বীন-ই-ইলাহী
- সতীদাহ প্রথা বিলোপ করেন- লর্ড বেন্টিক
- সতীদাহ প্রথা রহিত হয়- ১৮২৯ সালে
- বাংলাদেশের বিশিষ্ট লালনগীতি গবেষক - ড. আশরাফ সিদ্দিকী

- ময়মনসিংহ অঞ্চলের জনপ্রিয় লোকনাট্য- গীতিকা
- দেওয়ান মদিনার সৃষ্টি - মনসুর বয়াতি
- পাঁচালী গানের শক্তিশালী কবি - দাশরথি রায়
- ঠাকুরমার ঝুলি এর লেখক - দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
- বাংলাদেশের সুর সম্রাট বলা হয়- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ কে
- মরমী কবি নামে পরিচিতি - হাসন রাজা
- রংপুর অঞ্চলের গান- ভাওয়াইয়া
- চট্টগ্রাম অঞ্চলের গান- ভান্ডারী
- ময়মনসিংহ অঞ্চলের গান – ভাটিয়ালি (সিলেট)
- নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার সময় সময় পরিবেশিত গান - সারি
- চটকা ভাওয়াইয়া বাংলাদেশের - রংপুর অঞ্চলের গান
- বাংলা টপ্পা গানের প্রবর্তক- নিধিবাবু
- ফরিদপুর ও যশোর অঞ্চলের বিখ্যাত নৃত্য- ধূপ
- বল নিত্য বাংলাদেশের যে অঞ্চলের নৃত্য - যশোর
- বাংলাদেশের সর্বজনস্বীকৃত প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক-বৈশাখী মেলা

বাংলার সঙ্গীত

রণসঙ্গীত	**১ম দুই লাইন** - চল চল চল ঊর্ধ্ব গগণে বাজে মাদল
	রচয়িতা ও সুরকার - কাজী নজরুল ইসলাম
	এটি 'সন্ধ্যা' কাব্যের অন্তর্গত
	প্রকাশ - বাংলা ১৩৩৪ সালে 'শিখা' পত্রিকার দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যায় 'নতুনের গান' শিরোনাম
	অনুষ্ঠানের রণসঙ্গীতের ২১ চরণ বা লাইন বাজানো হয়
ক্রীড়া সঙ্গীত	**১ম দুই লাইন** - বাংলার দুরন্ত সন্তান আমরা দুর্দম দুর্জয় ক্রীড়াজগতের শীর্ষে রাখবো আমরা শৌর্যের পরিচয়
	রচয়িতা - সেলিমা রহমান
	সুরকার - খন্দকার নূরুল আলম
	বাংলাদেশের ক্রীড়া সঙ্গীত ১০ চরণ বিশিষ্ট
'এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা....	**রচয়িতা** - গোবিন্দ হালদার
	প্রথম শিল্পী - স্বপ্না রায়
	শিল্পী - রেবেকা সুলতানা
'মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি	**শিল্পী ও সুরকার** - আপেল মাহমুদ
	গীতিকার - গোবিন্দ হালদার
'এক নদী রক্ত পেরিয়ে ....'	**গীতিকার ও সুরকার**- খান আতাউর রহমান
	রচনাকাল **১৯০৫**
'সালাম সালাম হাজার সালাম সকল শহীদ স্মরণে....'	শিল্পী ও সুরকার - আবদুল জব্বার
	গীতিকার - ফজলে খোদা
'জয়বাংলা বাংলার জয়....'	**গীতিকার** - গাজী মাযহারুল আনোয়ার
	সুরকার - আনোয়ার পারভেজ
'খাচার ভিতর অচিন পাখি....'	**গীতিকার ও সুরকার** - লালন ফকির
'একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়....'	**গীতিকার** - গাজী মাযহারুল আনোয়ার
	সুরকার - আনোয়ার পারভেজ
	শিল্পী - শাহনাজ রহমতউল্লাহ
'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট...'	**শিল্পী, গীতিকার ও সুরকার** - কাজী নজরুল ইসলাম
'এই পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে....'	**গীতিকার ও সুরকার** - আবু জাফর
	শিল্পী - ফরিদা পারভীন
'একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল...'	**গীতিকার** - গাজী মাযহারুল আনোয়ার
	সুরকার - সত্য সাহা
	শিল্পী - শাহনাজ রহমতউল্লাহ
'তুমি কি দেখেছ কভু জীবনের পরাজয়...'	**গীতিকার** - মো. মনিরুজ্জামান
	সুরকার - সত্য সাহা
	শিল্পী - আবদুল জব্বার
'পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে'	**গীতিকার** - গোবিন্দ হালদার
'পদ্মা মেঘনা যমুনা'	**গীতিকার** - গোবিন্দ হালদার
'আমাদের সংগ্রাম চলবেই'	**গীতিকার** - সিকানদার আবু জাফর
'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'	**গীতিকার** - আবদুল গাফফার চৌধুরী
	প্রথম সুরকার - আবুল লতিফ; পরবর্তী সুরকার - আলতাফ মাহমুদ
	শিল্পী - আবদুল লতিফ

	এটি হাসান হাফিজুরের 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থে ১ম প্রকাশিত হয়
'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়'	**রচয়িতা এবং সুরকার** - আবদুল লতিফ
'সব কটি জানালা খুলে দাও না'	**গীতিকার** - নজরুল ইসলাম বাবু
	সুরকার - আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল
	শিল্পী - সাবিনা ইয়াসমিন
'মোদের গরব, মোদের আশা'	**গীতিকার** - অতুল প্রসাদ সেন
'আমি বাংলার গান গাই'	**গীতিকার ও প্রথম শিল্পী** - প্রতুল মুখোপাধ্যায়
'মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য'	**গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী** - ভূপেন হাজারিকা
'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই'	**গীতিকার** - গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার
	শিল্পী - মান্না দে
'ভাল আছি, ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো...'	**গীতিকার** - রুদ্র মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন....'	**গীতিকার** - মো. মনিরুজ্জামান

বাংলার লোক সঙ্গীত

গম্ভীরা	রাজশাহী (চাঁপাইনবাবগঞ্জ)	**ভাওয়াইয়া**	রংপুর (গাড়োয়ানদের গান) উত্তরবঙ্গ
	জন্ম- পশ্চিমবঙ্গের মালদহ		জন্ম- রংপুর ও ভারতের কুচবিহার
চটকা	রংপুর	**ভাটিয়ালী**	ময়মনসিংহ ও সিলেট (জেলে-মাঝিদের গান)
জারি	ঢাকা ও ময়মনসিংহ	**গাজীর গান**	রংপুর, উৎপত্তি- ফরিদপুর অঞ্চলে
মাইজভান্ডারী	চট্টগ্রাম	**পালা**	সিলেট, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা
সারি	নৌকা বাইচের গান	**মার্সিয়া**	শিয়া মতালম্বীদের গান
লেটো	ময়মনসিংহ	**২০০৮ সালে**	ইউনেস্কো বাউল গানকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **'গম্ভীরা' কোন অঞ্চলের সঙ্গীত?**
ক. রংপুর খ. সিলেট গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. চট্টগ্রাম **গ**

২. **'ভাটিয়ালী বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান?**
ক. রংপুর খ. ময়মনসিংহ
গ. দিনাজপুর ঘ. জামালপুর **খ**

৩. **'ভাওয়াইয়া' কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত?**
ক. রাজশাহী খ. রংপুর
গ. কুষ্টিয়া ঘ. ময়মনসিংহ **খ**

৪. **নিচের কোনটি বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের একটি ধরণ নয়?**
ক. ভাটিয়ালী খ. গম্ভীরা
গ. ঠুংরি ঘ. জারি-সারি **গ**

৫. **মাইজভাণ্ডারী বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান–**
ক. সিলেট খ. রংপুর
গ. ময়মনসিংহ ঘ. চট্টগ্রাম **ঘ**

৬. **নৌকাবাইস প্রতিযোগিতার সময় পরিবেশিত গানের নাম?**
ক. সারিগান খ. জারিগান
গ. ভাটিয়ালী গান ঘ. যাত্রাগান **ক**

৭. **পালাগান বা কিস্‌সা প্রধানত কোন অঞ্চলের?**
ক. ময়মনসিংহ খ. কুমিল্লা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট **ক**

৮. **UNESCO বাংলাদেশের কোন ধরনের গানকে Heritage of Humanity (মানবতার ধারক) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে?**
ক. কবি গান খ. বাউল গান
গ. লালনগীতি ঘ. ভাওয়াইয়া **খ**

৯. **জাতিসংঘের ইউনেস্কো বাউল গানকে A Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity হিসেবে ঘোষণা করেছে–**
ক. ২০০৪ সালে খ. ২০০৫ সালে
গ. ২০০৮ সালে ঘ. ২০০৬ সালে **গ**

১০. **বাউল গানের বিশেষত্ব কি?**
ক. মরমীবাদ খ. মারেফাত
গ. আধ্যাত্মিক বিষয়ক ঘ. প্রেম বিষয়ক **গ**

অঞ্চলভিত্তিক নৃত্য

নৃত্যের নাম	অঞ্চল
ঝুমুর নৃত্য	রংপুর ও রাজশাহী
মণিপুরী নৃত্য	সিলেট
বল নৃত্য	যশোর
ধূপ নৃত্য	খুলনা, ফরিদপুর ও যশোর

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

০১. **বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের?**
ক. রাঙামাটি খ. রংপুর
গ. কুমিল্লা ঘ. সিলেট **ঘ**

০২. **'ঝুমুর' কোন অঞ্চলের নাচ হিসেবে স্বীকৃত?**
ক. রংপুর ও রাজশাহী খ. দিনাজপুর ও পঞ্চগড়
গ. বরিশাল ও পটুয়াখালী ঘ. ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ **ক**

০৩. **ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী নৃত্যের নাম নিচের কোনটি?**

ক. ঝুমুর খ. ধূপ গ. জারি ঘ. কোনোটিই নয় গ

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা

শিক্ষা কমিশন

জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৭২ খ্রি.): বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদাকে চেয়ারম্যান করে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। কমিশন ১৯৭৪ সালে সরকারের নিকট 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' নামে প্রতিবেদন পেশ করে। এটি পরবর্তীকালে ড. কুদরাত-এ-খুদার নামানুসারে 'ড. কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট' নাম রাখা হয়। কমিশন প্রাথমিক স্তরে সর্বজনীন ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষা কার্যক্রমকে একমুখী করার সুপারিশ করে।

শামসুল হক শিক্ষা কমিশন (১৯৯৭ খ্রি.): বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে ৫৬ সদস্যের একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে। কমিশন ১৯৯৭ সালে এর রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে 'জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০০০' প্রণীত হয়।

কবির চৌধুরী শিক্ষা কমিশন (২০০৯ খ্রি.): ২০০০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিকে সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৮ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সুপারিশের আলোকে ২০১০ সালে নতুন 'জাতীয় শিক্ষানীতি' প্রণীত হয়। এই শিক্ষানীতিতে বাংলাদেশে শিক্ষাকে ৩টি স্তরে ভাগ করার সুপারিশ করা হয়। যথা- প্রাথমিক স্তর (প্রথম-অষ্টম শ্রেণি), মাধ্যমিক স্তর (নবম-দ্বাদশ শ্রেণি) এবং উচ্চতর স্তর (স্নাতক-পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষা)।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়?**
ক. ২৬ জুলাই, ১৯৭২ খ. ২৬ জুলাই, ১৯৭৩
গ. ২৬ জুলাই, ১৯৭৪ ঘ. ২৬ জুলাই, ১৯৭৫ উত্তর: ক

২. **বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের নাম?**
ক. বাংলাদেশ কমিশন রিপোর্ট
খ. বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট
গ. জাতীয় শিক্ষা কমিণ রিপোর্ট
ঘ. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট উত্তর: ঘ

৩. **১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান?**
ক. মফিজ উদ্দিন খ. সামসুল হক
গ. কুদরত-ই-খুদা ঘ. কেহই নন উত্তর: গ

৪. **বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন কোনটি?**
ক. মফিউ উদ্দিন কমিশন খ. সামসুল হক
গ. মাজেদ খান কমিশন ঘ. কুদরত-ই-খুদা কমিশন উত্তর: ঘ

৫. **এ দেশে প্রথম কোন শিক্ষা কমিশন শিক্ষাকে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার জন্য সুপারিশ করে?**
ক. স্যাডলার কমিশন, ১৯৯৭
খ. সার্জেন্ট কমিশন, ১৯৪৪
গ. শরীফ কমিশন, ১৯৫৯
ঘ. কুদরত-ই-খুদা কমিশন, ১৯৭৪ উত্তর: ঘ

৬. **'একমুখী শিক্ষা কার্যক্রম' এর সুপারিশ করেছে কোন কমিশন?**
ক. মফিজ কমিশন খ. সামসুম হক কমিশন
গ. মনিরুজ্জামান মিয়া কমিশন
ঘ. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন উত্তর: ঘ

শিক্ষার স্তর

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা তিন স্তরবিশিষ্ট। যথা:-

শিক্ষার স্তর		মেয়াদ	বয়সসীমা
প্রাথমিক		১ম-৫ম শ্রেণি	৬-১০
মাধ্যমিক	নিম্ন মাধ্যমিক	৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি	১১-১৩
	মাধ্যমিক	নবম-দশম শ্রেণি	১৪-১৫
	উচ্চ মাধ্যমিক	একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি	১৬-১৭
উচ্চশিক্ষা বা বিশ্ববিদ্যালয়		স্নাতক, স্নাতকোত্তর, Ph. D (Doctor of Philosophy)	১৭+

শিক্ষা প্রশাসন

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজে বর্তমানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দুটি প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব পালন করছে। যথা- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয় হল 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়'।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা আইন, ১৯৭৪ প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত পূর্বতন অপ্রয়োজনীয় আইনসমূহ রদ করা হয়। ১৯৯০ সালে জাতীয় সংসদে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন' গৃহীত হয়। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ' সৃষ্টি করা হয়। ১ জানুয়ারি, ১৯৯২ দেশের ৬৮টি উপজেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। ১ জানুয়ারি, ১৯৯৩ তা দেশব্যাপী সম্প্রসারিত করা হয়। ২০০৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে 'প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়' এ উন্নীত করা হয়। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ প্রবর্তন করা হয় ২০১১ সালে।
বাংলাদেশের সরকার ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার ঘোষণা করে। ভিশন-২০২১ এর আওতায় সরকার ২০২১ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা হার শতভাগে উন্নীত করার অঙ্গীকার করে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যা ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া। এ সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

- প্রাথমিক শিক্ষাকে ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য অবৈতনিক করা হয়েছে।
- ১৯৯৩ সালে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- ১৯৯৯ সালে 'প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি' প্রকল্প চালু হয়। বর্তমানে যে পরিবারে একজন শিক্ষার্থী আছে সে পরিবারকে মাসে ১০০ টাকা, দুইজনের পরিবারকে ২০০ টাকা, তিনজনের পরিবারকে ২৫০ টাকা ও চার শিক্ষার্থী পরিবারকে মাসে ৩০০ টাকা দেওয়া হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ১০০% শিক্ষার্থীকে এ প্রকল্প কর্মসূচির আওতায় আনা হয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর বা সংস্থসমূহ নিম্নরূপ:-

- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮১ সালে। এটি প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন এবং প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক নিয়োগকর্তার দায়িত্ব পালন করে।

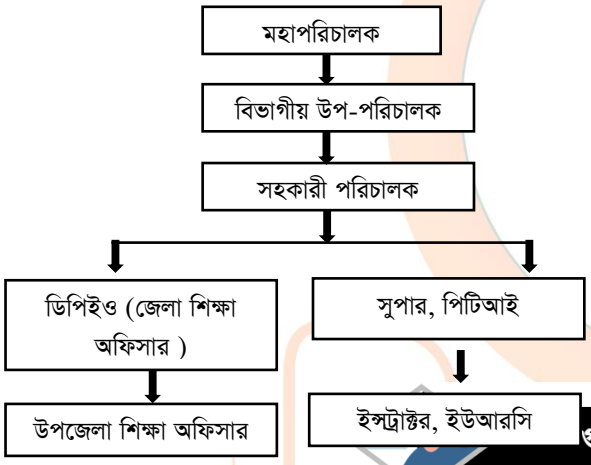

কিন্ডার গার্টেন শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বা বিদ্যালয়-পূর্ব উপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ। জার্মান শব্দ 'কিন্ডার গার্টেন' অর্থ হচ্ছে শিশুদের বাগান। কিন্ডার গার্টেন শব্দটি বিখ্যাত জার্মান শিশু-শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ফ্রেডরিখ ফ্রোয়েবল কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে।

- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো: আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশু, কিশোর ও বয়স্কদের জন্য বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি করাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। ১৯১৮ সালে নৈশ বিদ্যালয় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে উপমহাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে লক্ষ্য করে ১৯৯১ সালে 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম' প্রকল্প চালু করা হয়। ৮-১৪ বছরের যেসব শিশুর বিদ্যালয়ে যাওয়া সুযোগ হয়নি বা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেনি অর্থাৎ নানা কারণে ঝরে পড়েছে, তাদের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে ২০০৫ সালে চালু হয় রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রোগ্রাম নামে বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম 'আনন্দ স্কুল'। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০০৫ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিলুপ্ত করে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো' গঠন করা হয়।

বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে প্রথম নিরাক্ষমুক্ত জেলা মাগুরা। মাগুরা সাক্ষরতা আন্দোলনের নাম 'বিকশিত'। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ৭টি জেলা নিরক্ষরতামুক্ত হয়েছে। যথা- মাগুরা, লালমনিরহাট, রাজশাহী, জয়পুরহাট, গাজীপুর এবং সর্বশেষ সিরাজগঞ্জ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের শিক্ষার স্তর কয়টি?
ক. দুই স্তর খ. তিন স্তর
গ. চার স্তর ঘ. পাঁচ স্তর উত্তর: খ

২. Doctor of Philosophy এর সংক্ষিপ্ত রূপ
ক. D.ph খ. Ph.D
গ. D.O.P ঘ. D.phy উত্তর: খ

৩. বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিশুদের নির্ধারিত বয়স সীমা-
ক. ৬ থেকে ১০ বছর খ. ৫ থেকে ১১ বছর
গ. ৬ থেকে ১১ বছর ঘ. ৫ থেকে ১০ বছর উত্তর: গ

৪. বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা কয় বছর মেয়াদি?
ক. ৪ বছর খ. ৫ বছর
গ. ৬ বছর ঘ. ৮ বছর উত্তর: খ

৫. ১৯৭৩ সালে কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারি করণ করা হয়?
ক. ৩০,১০০ খ. ১৫,২০০
গ. ৩৬,১৬৫ ঘ. ৪০,০০০ উত্তর: গ

৬. বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন জারি করা হয় কোন সালে?
ক. ১৯৭৩ খ. ১৯৭৪
গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৭৬ উত্তর: খ

৭. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়?
ক. ১৯৯২ সালে খ. ১৯৯১ সালে
গ. ১৯৯০ সালে ঘ. ১৯৮৯ সালে উত্তর: গ

৮. সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বলতে কি বুঝায়?
ক. সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা
খ. সমাজের চাহিদা পূরণের উপযোগী প্রাথমিক শিক্ষা
গ. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা
ঘ. ওপরের সব কয়টি উত্তর: ক

৯. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কত সালে সৃষ্টি হয়?
ক. ১৯৭৪ সালে খ. ১৯৯০ সালে
গ. ১৯৯২ সালে ঘ. ১৯৯৪ সালে উত্তর: গ

১০. "PMED" পুরো লিখলে কি হয়?
ক. Prime Ministers Education Division
খ. Prime Minister's Economic Division
গ. Primary and Mass Education Division
ঘ. Primary and Mass Education Department উ: গ

১১. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কখন থেকে চালু করা হয়?

ক. ১ জানুয়ারি, ১৯৮৯ খ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯০
গ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯২ উত্তর: ঘ

১২. কবে থেকে দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে?
ক. ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ খ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯২
গ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯৩ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯৪ উত্তর: গ

১৩. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ কত সালে প্রবর্তন করা হয়?
ক. ২০১৩ খ. ২০১০
গ. ২০১১ ঘ. ২০১২ উত্তর: গ

১৪. এ পর্যন্ত কয়টি থানাকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়েছে?
ক. ৬৪টি খ. ৮৮টি
গ. ৬৮টি ঘ. সবগুলোকে উত্তর: ঘ

১৫. ছেলেমেয়ে উভয়ের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে-
ক. ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত খ. ৬ষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত
গ. ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত ঘ. ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত উত্তর: ক

১৬. আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যা কোনটি?
ক. শিক্ষা উপকরণের অভাব
খ. বিদ্যালয়ের আসসবাবপত্রের অভাব
গ. শিক্ষক স্বল্পতা
ঘ. ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়া উত্তর: ঘ

১৭. 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি' চালু হয় কোন সালে?
ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯২
গ. ১৯৯৩ ঘ. ১৯৯৪ উত্তর: গ

১৮. 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' বলতে কোনটি বুঝায়?
ক. স্কুলে যাঁরা শিক্ষাদান করেন তাঁদেরকে খাদ্য প্রদান
খ. শিশুদেরকে স্কুলে পাঠানোর জন্য অসচ্ছল অভিভাবকদেরকে খাদ্যশস্য প্রদান
গ. স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুপুরে আহার সরবরাহ করা
ঘ. যে সকল এলাকায় শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাবে সে সকল এলাকায় খাদ্য বিতরন উত্তর: খ

১৯. 'শিক্ষার জন্য অর্থ' কর্মসূচির আওতায় একজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক মাসে কত টাকা পান?
ক. ১০০ টাকা খ. ১২৫ টাকা
গ. ১৫০ টাকা ঘ. ২০০ টাকা উত্তর: ক

২০. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৯২ খ. ১৯৭৫
গ. ১৯৮১ ঘ. ১৯৯৫ উত্তর: গ

২১. প্রাথমিক সহকারী শিক্ষকের নিয়োগকর্তা কে?
ক. থানা শিক্ষা কর্মকর্তা খ. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা
গ. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ঘ. শিক্ষা মন্ত্রণালয় উত্তর: গ

২২. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের যে প্রতিষ্ঠানটি দায়িত্ব পালন করে?
ক. ন্যাপ খ. ডিপিই
গ. এনসিটিবি ঘ. পিটিআই উত্তর: খ

২৩. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের এক ধাপ উপরস্থ কর্মকর্তার পদবি কি?
ক. সহকারি পরিচালক খ. শিক্ষা অফিসার
গ. উপ-পরিচালক ঘ. পরিচালক উত্তর: ক

২৪. সহকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণি থেকে ইংরেজি ভাষা শেখানো হয়?
ক. প্রথম শ্রেণি খ. দ্বিতীয় শ্রেণি
গ. তৃতীয় শ্রেণি ঘ. চতুর্থ শ্রেণি উত্তর: ক

২৫. প্রাথমিক স্তরে ধর্ম বই পড়ানো হয় কোন শ্রেণি থেকে?
ক. দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে খ. তৃতীয় শ্রেণি থেকে
গ. চতুর্থ শ্রেণি থেকে ঘ. কোনো শ্রেণিতেই নয় উত্তর: খ

২৬. বাংলাদেশের প্রাথমিক স্কুলে বছরে কত ঘন্টা পড়ানো হয়?
ক. ৪০০ ঘন্টা খ. ২৪৪ ঘন্টা
গ. ৪৮৮ ঘন্টা ঘ. ৫৪৪ ঘন্টা উত্তর: ঘ

২৭. 'কিন্ডারগার্টেন' শব্দটি কোন ভাষা থেকে ইংরেজি ভাষায় এসেছে?
ক. জার্মান খ. জাপানি
গ. পর্তুগিজ ঘ. সংস্কৃত উত্তর: ক

২৮. কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির প্রবর্তক কে?
ক. ফ্রোয়েবল খ. ডিউই
গ. পেস্তালৎসি ঘ. মন্টেসরি উত্তর: ক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

ক) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্পোরেট বহি হিসেবে কাজ করে।
- নায়েম: শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিং এর শীর্ষ প্রতিষ্ঠান নায়েম। নায়েম বিসিএস ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। ১৯৫৯ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এনসিটিবি: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড এনসিটিবি নামে পরিচিত। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জনের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। এ নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে এনসিটিবি বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করে।

- ব্যানবেইস: বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো সংক্ষেপে ব্যানবেইস ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি শিক্ষা বিষয়ক পরিসংখ্যান সংরক্ষণ এবং প্রকাশ করে থাকে।
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ দেন শিক্ষামন্ত্রী। এটি বাংলাদেশের সকল সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান।
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৫ সালে এনটিআরসিএ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট: ঢাকার সেগুন বাগিচায় অবস্থিত। ১৫ মার্চ, ২০০১ জাতিসংঘের সপ্তম মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিং এর শীর্ষ প্রতিষ্ঠান কোনটি? [মাধমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক: ১১]
ক. বিয়াম খ. নায়েম
গ. টি.টি.সি ঘ. ইউ.জি.সি উত্তর: খ

২. NAEM stands for-
ক. National Academy for Educational and Management
খ. National Academy for Economics and Management
গ. National Academy for Environmental Management
ঘ. National Academy for Educational Management
উত্তর: ঘ

৩. বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ দেয় কোন প্রতিষ্ঠান? [পিটিআই ইন্সট্রাক্টর: ২০১৯]
ক. NAEM খ. NAPE
গ. DSHE ঘ. শিক্ষা বোর্ড উত্তর: ক

৪. শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক. এনসিটিবি খ. ইউজিসি
গ. সায়েম ঘ. ব্যানবেইস উত্তর: ক

৫. দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার প্রত্যয় কোন সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া নির্দেশনা প্রদান করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (৪র্থ পর্যায়): ১৯]
ক. ২০১২ সালে খ. ২০০৯ সালে
গ. ২০১০ সালে ঘ. ২০১১ সালে উত্তর: গ

৬. বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো কি নামে পরিচিত?
ক. বাশিতপ খ. বিএইএস
গ. ব্যানইনএকশন ঘ. ব্যানবেইস উত্তর: ঘ

৭. ব্যানবেইস কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারি শিক্ষক: ০৭]
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৫
গ. ১৯৭৭ ঘ. ১৯৮০ উত্তর: গ

৮. ব্যানবেইস কোন কাজ করে? [প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পিটিআই ইন্সট্রাক্টর: ২০১৯]
ক. মাধ্যমিক শিক্ষকদের এমপ্রিভুক্ত করে
খ. শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করে
গ. মাধ্যমিক শিক্ষকদের নিবন্ধন দেয়
ঘ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ করে উত্তর: খ

৯. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কবে গঠিত হয়?
ক. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৫
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩ ঘ. ১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ উত্তর: ক

১০. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্যদের নিয়োগকারী কে?
ক. শিক্ষামন্ত্রী খ. স্পীকার
গ. প্রধানমন্ত্রী ঘ. রাষ্ট্রপতি উত্তর: ক

১১. বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত নাম কী?
ক. UCG খ. UGC
গ. CGU ঘ. CUG উত্তর: খ

১২. UGC-এর পূর্ণরূপ কী?
ক. University Grade Commission
খ. University Graduate Commission
গ. University Grants Commission
ঘ. University Guide Commission উত্তর: গ

১৩. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. বেইজিং
গ. নিউইয়র্ক ঘ. প্যারিস উত্তর: ক

১৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক. সেগুন বাগিচা খ. জাতিসংঘ ভবনে
গ. মতিঝিলে ঘ. বাংলা একাডেমি উত্তর: ক

১৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?
ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৯৯ সালে
গ. ২০০০ সালে ঘ. ২০০১ সালে উত্তর: ঘ

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	অবস্থান	কার্যক্রম শুরু	প্রথম উপাচার্য
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা	১৯২১	ফিলিপ জোসেফ (পি. জে) হার্টস
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	রাজশাহী	৬/৭/১৯৫৩	ড. ইসরাত হোসেন জুবেরী
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	ময়মনসিংহ	১৯৬১	ড. ওসমান গণি
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা	১৯৬২	ড. এম. এ রশীদ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা	১২/১/১৯৭০	ড. মফিজ উদ্দিন

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ঢাবি প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক. ১৯০৫ সালে খ. ১৯১১ সালে
গ. ১৯৩৫ সালে ঘ. ১৯২১ সালে উত্তর: ঘ

২. ঢাবি প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর (উপাচার্য) কে?
ক. ডি.এইচ ল্যাংলি খ. স্যার এ. এফ রহমান
গ. আই.এইচ জুবেরি ঘ. পি. জে. হার্টস উত্তর: ঘ

৩. ঢাবি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়?
ক. ১ জুন, ১৯২১ খ. ১ মে, ১৯২১
গ. ১ জুলাই, ১৯২১ ঘ. ১ মার্চ, ১৯২১ উত্তর: গ

৪. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৫২ খ. ১৯৫৩
গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৫৫ উত্তর: খ

৫. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর কে?
ক. মমতাজ উদ্দিন খ. সাজ্জাদ হোসেন
গ. শামসুল হক ঘ. ইসরাত হোসেন জুবেরী উত্তর: ঘ

৬. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম উপাচার্য কে হন?
ক. ড. এস ডি চৌধুরী
খ. অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
গ. ড. ওসমান গণি
ঘ. ড. কাজী ফজলুল রহমান উত্তর: গ

৭. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫০ সালে
গ. ১৯৬১ সালে ঘ. ১৯৬২ সালে উত্তর: ঘ

৮. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯২১ খ. ১৯৫২
গ. ১৯৬৬ ঘ. ১৯৭১ উত্তর: গ

৯. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবস কোনটি?
ক. ২১ নভেম্বর খ. ১৮ নভেম্বর
গ. ১৭ নভেম্বর ঘ. ১৭ ডিসেম্বর উত্তর: খ

১০. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৭০ খ. ১৯৭১
গ. ১৯৭২ ঘ. ১৯৬৯ উত্তর: ক

১১. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস কোনটি?
ক. ১২ জানুয়ারি খ. ৫ জানুয়ারি
গ. ২ জানুয়ারি ঘ. ১৮ জানুয়ারি উত্তর: ক

১২. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-
ক. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় খ. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
গ. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: খ

১৩. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৭৯ খ. ১৯৮০
গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৮১ উত্তর: খ

১৪. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের কততম বিশ্ববিদ্যালয়?
ক. সপ্তম খ. অষ্টম
গ. চতুর্থ ঘ. নবম উত্তর: ক

১৫. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত?
ক. চট্টগ্রামে খ. সাভারে
গ. গাজীপুরে ঘ. ঢাকায় উত্তর: গ

১৬. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৯০ সালে খ. ১৯৯২ সালে
গ. ১৯৮৮ সালে ঘ. ১৯৮৭ সালে উত্তর: খ

১৭. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৯১ সালে খ. ১৯৯২ সালে
গ. ১৯৯৩ সালে ঘ. ১৯৯৬ সালে উত্তর: খ

১৮. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ২০ আগস্ট, ২০০৫ খ. ২০ অক্টোবর, ২০০৫
গ. ২০ জুলাই, ২০০৫ ঘ. ২০ জুন, ২০০৫ উত্তর: খ

১৯. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস?
ক. ১২ নভেম্বর খ. ২০ অক্টোবর
গ. ২০ নভেম্বর ঘ. ১৫ অক্টোবর উত্তর: খ

২০. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ২০০৬ খ. ২০০৫
গ. ২০০৪ ঘ. ২০০৩ উত্তর: ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯১১ সালে ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দিলে পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। বিষয়টি উপলব্ধি করে তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা ভ্রমণ করেন। এ সময় মুসলিম সম্প্রদায়ের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা (নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ, নওয়াব সৈয়দ নাওয়াব আলী চৌধুরী এবং এ.কে ফজলুল হক) লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ভারত সরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিশদ পরিকল্পনা এবং এর আর্থিক বিশ্লেষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির জন্য ১৯১২ সালের ২ মে ব্যারিস্টার রবার্ট নাথানের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত হয় নাথান কমিটির ইতিবাচক রিপোর্ট এবং গঠিত স্যাডলার কমিশনও ইতিবাচক প্রস্তাব দিলে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ভারতীয় আইন সভায় পাস হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯২০।

১৯২১ সালের ১ জুলাই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতি বছর ১ জুলাই 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' হিসেবে পালিত হয়। ঢাকার রমনা এলাকায় প্রায় ৬০০ একর জমি নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

একাডেমিক কার্যক্রম

অনুষদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন অনুষদ ছিল ৩টি। যথা- কলা, বিজ্ঞান ও আইন। বর্তমানে ১৩টি অনুষদ রয়েছে।
ইনস্টিটিউট: ১২টি। যথা- ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট প্রভৃতি।

অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান

কলেজ: ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ প্রভৃতি।
ইনস্টিটিউট: বাংলাদেশ ইন্সটিউট অব গর্ভন্যান্স ম্যানেজমেন্ট (পূর্বনাম সিভিল সার্ভিস কলেজ ঢাকা) প্রভৃতি।

উপাচার্য

ক্রম	নাম	তথ্য কণিকা
০১	স্যার ফিলিপ জোসেফ (পি.জে) হার্টস	
০২	স্যার এ.এফ রহমান	প্রথম ভারতীয় (বাঙ্গালী) উপাচার্য; প্রথম মুসলিম উপাচার্য
০৩	ড. (আর.সি) রমেশচন্দ্র মজুমদার	একজন ইতিহাসবিদ
০৪	ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হুসাইন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেন।
০৫	অধ্যাপক মাহমুদ হুসাইন	তাঁর ভাই জাকির হোসেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।
০৬	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী	১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২জন ছাত্র নিহত হওয়ার প্রতিবাদে তিনি উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সমাবর্তন

১৯২৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আচার্য ছিলেন লর্ড ডানডাস। বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমান আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি।

ক্যাম্পাস

কার্জন হল ঢাকার একটি ঐতিহসিক ভবন। ১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হলে এটি ঢাকা কলেজ ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকেক। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এ ভবন বিজ্ঞান বিভাগের অংশ হিসেবে ব্যবহৃতত হতে শুরু করে এবং এখনও এভাবেই চলছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নীলক্ষেত সংলগ্ন প্রবেশমুখে রয়েছে 'মুক্তি ও গণতন্ত্র' তোরণ। এটি ঢাকা তোরণ নামেও পরিচিত। তোরণটির নকশা প্রণয়ন করেন স্থপতি রবিউল হুসাইন।

মনোগ্রাম

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠলগ্ন থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত 'Truth shall prevail' শ্লোগান লেখা একটি মনোগ্রাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরবর্তী সময়ে এ মনোগ্রাম তিনবার পরিবর্তন করা হয়। পরিবর্তিত প্রথম মনোগ্রাম আরবিতে 'ইকরা বিস্মে রব্বিকাল লাজি খালাক্ক' (১৯৫২-৭২), দ্বিতীয় মনোগ্রামে 'শিক্ষাই আলো'(১৯৭২-৭৩) এবং 'শিক্ষাই আলো' লেখা সম্বলিত নতুন ডিজাইনের তৃতীয় মনোগ্রাম অদ্যবধি ব্যবহার করা হচ্ছে। লোগোটি এঁকেছেন শিল্পী সমরজিৎ রায়চৌধুরী।

আবাসিক পরিবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন হল ৩টি। যথা- সলিমুল্লাহ, জগন্নাথ ও শহীদুল্লাহ হল। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০টি আবাসিক হল এবং ৪টি হোস্টেল আছে।

ছাত্রদের হল	ছাত্রীদের হল	হোস্টেল
জগন্নাথ হল	রোকেয়া হল	ড. কুদরত ই খুদা হোস্টেল
ফজলুল হক মুসলিম হল	বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল	শাহনেয়াজ হোস্টেল
স্যার এ.এফ রহমান হল	শামসুন্নাহার হল	আইবিএ হোস্টেল
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল	বেগম ফজিলাতুন্নেছা হল	কহিদ অ্যাথলেট সুলতানা কামাল হোস্টেল
স্যার পি জে হার্টজ ইন্টারন্যাশনাল হল	বেগম সুফিয়া কামাল হল	
কবি জসীমউদ্দীন হল	নবার ফয়জুন্নেসসা ছাত্রীনিবাস	
অমর একুশে হল		
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল		
জহুরুল হক হল		
হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল		
মুক্তিযোদ্ধ জিয়াউর রহমান হল		
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হল		
সূর্যসেন হল		
বিজয় একাত্তর হল		

শিক্ষক

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সাহিত্যিক ড. মুনির চৌধুরী, ড. গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব, ড. হুমায়ুন আজাদ প্রমুখ।

প্রাক্তন কৃতি শিক্ষার্থী

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, নোবেলজয়ী ড. মুহম্মদ ইউনুস, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, কথা সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হুমায়ুন আহমেদ, হুমায়ূন আজাদ প্রমুখ।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মনোগ্রাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে রয়েছে একটি বৃত্ত, একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ এবং গ্রন্থের মাঝখানে একটি আকাশদৃষ্টি শাপলা ফুল। বৃত্ত ও মূল গ্রন্থের রং কোবাল্ট ব্লু। গ্রন্থটি রক্তলাল ও সোনালী রং বিশিষ্ট দুটি বহিঃরেখা দ্বারা আবৃত।

জাদুঘর

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি। সোসাইটির উদ্যোগে একই বছর রাজশাহী শহরে স্থাপিত হয় 'বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর'। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর। ১৯৬৪ সালে জাদুঘরটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়।

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মারক হিসেবে ১৯৭৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'শহিদ স্মৃতি সংগ্রহশালা'।

পত্রিকা

'সাহিত্যিকী' পত্রিকা রাবি'র বাংলা বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি)

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রথম এবং বৃহত্তম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। এটি ময়মনসিংহে অবস্থিত। বাকৃবি ক্যাম্পাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশের প্রথম কৃষি জাদুঘর।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের প্রথম ও শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রথম ক্ষুদ্রাকৃতির কৃত্রিম উপগ্রহ বা ন্যানো স্যাটেলাইট ব্রাক অন্বেষা। ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে এবং জাপানের কিউশু ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি এর শিক্ষা ও প্রযুক্তি সহায়তায় এই কৃত্রিম উপগ্রহটি তৈরি করা হয়। ৪ জুন, ২০১৭ স্যাটেলাইটটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অবস্থিত নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে স্পেস এক্স ফ্যালকন-৯ রকেটের মাধ্যমে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়। ব্রাক অন্বেষার গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯০১ খ. ১৯১১
গ. ১৯২১ ঘ. ১৯৩১ উত্তর: গ

২. কি কারণে স্যাডলার কমিশন ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়?
ক. ছাত্রদের আন্দোলন
খ. ঢাকায় কোন বিশ্ববিদ্যালয় না থাকা
গ. এতদঞ্চলের জনগনের দাবি
ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: গ

৩. নাথান কমিশন যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে যুক্ত?
ক. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খ. মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়
গ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: ঘ

৪. নাথান কমিশন কবে গঠিত হয়?
ক. ১৯১২ খ. ১৯১৪
গ. ১৯১৫ ঘ. ১৯২১ উত্তর: ক

৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?
ক. নওয়াব লাবদুল লতিফ খ. স্যার সৈয়দ আহমেদ
গ. নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ঘ. খাজা নাজিমুদ্দিন উত্তর: গ

৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল?
ক. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খ. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
গ. আবুল হাশিম ঘ. নওয়াব আলী চৌধুরী উত্তর: ঘ

৭. কোন ব্রিটিশ ভাইসরয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনা করেন?
ক. লর্ড মিন্টো খ. লর্ড কার্জন
গ. লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ. লর্ড চেমসফোর্ড উত্তর: গ

৮. ঢাকার সবচেয়ে পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় কোনটি?
ক. বুয়েট খ. রাজশাহী
গ. ঢাকা ঘ. জাহাঙ্গীর নগর উত্তর: গ

৯. 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' কোন তারিখে পালিত হয়?
ক. ৩০ জুন খ. ১ জুলাই
গ. ১৭ সেপ্টেম্বর ঘ. ১১ ডিসেম্বর উত্তর: খ

১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য কে?
ক. প্রধানমন্ত্রী খ. রাষ্ট্রপতি
গ. স্পিকার ঘ. প্রধানবিচারপতি উত্তর: খ

১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন কবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক. ১৯২৩ খ. ১৯২১
গ. ১৯২০ ঘ. ১৯৭২ উত্তর: ক

১২. নিচের কোন প্রতিষ্ঠান 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেছে?
ক. বাংলা একাডেমি খ. এশিয়াটিক সোসাইটি
গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উত্তর: গ

১৩. যে প্রতিষ্ঠানকে ২০১১ সালে শিক্ষায় স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার দেয়া হয়?
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ. বারডেম
গ. বাংলা একাডেমি ঘ. এশিয়াটিক সোসাইটি উত্তর: ক

১৪. ১৯২১ সালে কয়টি অনুষদ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ১২ উত্তর: খ

১৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান লোগো এঁকেছেন?
ক. হাশেম খান খ. সমরজিৎ রায় চৌধুরী
গ. কাইয়ুম চৌধুরী ঘ. নিতুন কুণ্ডু উত্তর: খ

১৬. বাংলাদেশের একমাত্র খাদ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ. ঢাকার সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে
গ. গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা
ঘ. গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, রাজশাহী উত্তর: ক

১৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদ যে এলাকায় অবস্থিত একে বলা হয়?
ক. শহীদুল্লাহ হল খ. এস এম হল
গ. কার্জন হল ঘ. লালবাগ কেল্লা উত্তর: গ

১৮. কোনটি ব্রিটিশ আমলে স্থাপত্য?
ক. জাতীয় সংসদ ভবন খ. আঙ্গিনা মসজিদ
গ. কার্জন হল ঘ. লালবাগ কেল্লা উত্তর: গ

১৯. লর্ড কার্জন কবে 'কার্জন হল' এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন?
ক. ১৯০৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি
খ. ১৯০৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৯১৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি
ঘ. ওপরের কোনোটিই নয় উত্তর: ঘ

২০. ঢাকা কার্জন হল কত সালে নির্মিত হয়েছিল?
ক. ১৯১১-১২ খ. ১৯৪৬-৪৭
গ. ১৯০৪-০৫ ঘ. ১৯৫২-৫৩ উত্তর: গ

২১. কার্জন হল কোন সালে নির্মিত হয়?
ক. ১৯০৪ খ. ১৯০৫

গ. ১৯০৬ ঘ. ১৯০৭ উত্তর: ক

২২. রাজু ভাস্কর্যের স্থপতির নাম কী?
ক. শামীম সিকদার খ. শ্যামল চৌধুরী
গ. ভাস্কর রাশা ঘ. হামিদুর রহমান উত্তর: খ

২৩. 'মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ' কোথায় নির্মিত হবে?
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
গ. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: ক

২৪. স্যার পি জে হার্টজ ইন্টারন্যাশনাল হল অবস্থিত?
ক. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে খ. হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তর: ঘ

২৫. যে মহিলার নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্রী নিবাস স্থাপিত হয়?
ক. শামসুন নাহার মাহমুদ খ. বেগম ফয়জুন্নেসা
গ. বেগম রোকেয়া ঘ. কেহই নন উত্তর: গ

২৬. কোন কবির নামানুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়েছে?
ক. জসীমউদ্দীন খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. বেগম সুফিয়া কামাল ঘ. গোলাম মোস্তফা উত্তর: ক

২৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে কোন বছর নির্মিত হয়?
ক. ১৯২১ খ. ১৯২২৫
গ. ১৯২২৭ ঘ. ১৯২৯ উত্তর: ক

২৮. উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর-
ক. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার খ. ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
গ. ড. মাহমুদ হাসান ঘ. স্যার এ. এফ. রহমান উত্তর: ঘ

২৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে?
ক. রমেশ চন্দ্র মজুমদার খ. স্যার আজিজুল হক
গ. সন্তোষ গুপ্ত ঘ. স্যার এ এফ রহমান উত্তর: ঘ

৩০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম উপাচার্য কে?
ক. ড. মাহমুদ হাসান খ. স্যার এ এফ রহমান
গ. ড. ওসমান গণি ঘ. ড. মোয়াজ্জেম হোসেন উত্তর: খ

৩১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি উপাচার্য কে ছিলেন?
ক. স্যার এ এফ রহমান খ. ড. আর সি মজুমদার
গ. ড. মাহমুদ হাসান ঘ. বিচারপতি মো: ইব্রাহিম উত্তর: ক

৩২. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন?
ক. আর সি মজুমদার খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উত্তর: ক

৩৩. '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কে ছিলেন?
ক. ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
খ. ড. মাহমুদ হাসান
গ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ঘ. ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী উত্তর: ক

৩৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রাক্তন উপাচার্য ভারতের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ভাই?
ক. ড. মাহমুদ হুসাইন
খ. স্যার এ এফ রহমান
গ. ড. আর সি মজুমদার
ঘ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী উত্তর: ক

৩৫. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে ছিলেন?
ক. নুরুল আমিন
খ. অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী
গ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ঘ. অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী উত্তর: গ

৩৬. ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর প্রতিবাদে কোন উপাচার্য পদত্যাগ করেছিলেন?
ক. নুরুল আমিন খ. রমেশচন্দ্র মজুমদার
গ. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঘ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী উত্তর: ঘ

৩৭. কোন ব্যক্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?
ক. অর্মত্য সেন খ. জ্যোতি বসু
গ. সত্যজিৎ রায় ঘ. বুদ্ধদেব বসু উত্তর: ঘ

৩৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম-এ ব্যবহৃত বৃত্তের রং-
ক. কোবাল্ট ব্লু খ. ব্লু
গ. কালো ঘ. সাদা উত্তর: ক

৩৯. বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কোথায় এবং কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. দিনাজপুর জেলায় ১৯৩৫ সালে
খ. রংপুর জেলায় ১৮৭২ সালে
গ. রাজশাহী জেলায় ১৯১০ সালে
ঘ. রাজশাহী জেলায় ১৯৬৫ সালে উত্তর: গ

ইমেরিটাস অধ্যাপক

শিক্ষা কার্যক্রমে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান অধ্যাপকের চাকরির নির্দিষ্ট বয়সসীমা শেষে ইমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। ইমেরিটাস অধ্যাপক মর্যাদা সাধারণত আজীবনের জন্য দেয়া হয়। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমেরিটাস অধ্যাপকদের বয়সসীমা ৭৬ বছর নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

জাতীয় অধ্যাপক

জাতীয় অধ্যাপক বাংলাদেশের বিশেষ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা যা শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার জন্যে দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত, চিন্তাবিদ এবং শিক্ষকগণকে প্রদান করা হয়। এটি সাধারণত ৫ বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'ইমেরিটাস প্রফেসর' এর মেয়াদ কত বছর?
ক. পাঁচ বছর খ. চার বছর
গ. আট বছর ঘ. আজীবন উত্তর: ঘ

২. জাতীয় শিক্ষক দিবস হলো?
ক. ১৯ জানুয়ারি খ. ২০ জানুয়ারি
গ. ২১ জানুয়ারি ঘ. ২২ জানুয়ারি উত্তর: ক

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ: (International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh-ICDDR,B) ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত। ১৯৭৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি 'কলেরা হাসপাতাল' নামেও পরিচিত। আইসিডিডিআর,বি 'খাবার স্যালাইন' উদ্ভাবন করে- যা ডায়রিয়া রোগীর দেহে পানি ও লবণের স্বল্পতা পূরণে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের উদরাময় রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'বেবি জিঙ্ক ট্যাবলেট' উদ্ভাবন করে- যা শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আইসিডিডিআর,বি 'বিল গেটস' (২০০১ খ্রি.) পদক লাভ করেন।

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট: (National Institute of Population Research and Training- NIPORT) আজিমপুর, ঢাকা। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর জাতীয় সদস্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা নীতির একটি রূপরেখা প্রণীত হয়। জনসংখ্যা নীতিকে আরও যুগোপযোগী করে প্রণীত হয় বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২। প্রতি বছর ২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে 'জাতীয় জনসংখ্যা দিবস' পালন করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা কবে প্রণীত হয়েছে?
ক. ২০১০ সালে খ. ২০১১ সালে
গ. ২০১২ সালে ঘ. ২০১৩ সালে উত্তর: খ

২. কোন সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯২৪ খ. ১৯৩০
গ. ১৯৪৬ ঘ. ১৯৫৬ উত্তর: গ

৩. বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালের নাম?
ক. সরকারি হাসপাতাল খ. স্বাস্থ্যকেন্দ্র
গ. পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র ঘ. ডাক্তার খানা উত্তর:
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালের নাম ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র।

৪. দেশে কয়টি সরকারি মানসিক হাসপাতাল আছে?
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি উত্তর: ক

৫. ট্রমা সেন্টার কী?
ক. দুর্ঘটনাজনিত কারণে আহতদের চিকিৎসার্থে মহাসড়কের পাশে নির্মিত চিকিৎসা কেন্দ্র
খ. খেলাধুলার উন্নয়নকল্পে নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
গ. শিশুদের জন্য নির্মিত ভুবন কেন্দ্র
ঘ. বয়স্ক বৃদ্ধ নর-নারীর জন্য আশ্রয় কেন্দ্র উত্তর: ক

৬. নিচের কোনটি একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঠিক নাম?
ক. icddr'b খ. icddr,b
গ. icddr.b ঘ. iccdr,b উত্তর: খ

৭. আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?
ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৭
গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৭৯ উত্তর: গ

৮. ICDDR,B কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. খুলনা ঘ. ময়মনসিংহে উত্তর: ক

৯. আইসিডিডিআরবি হাসপাতালে কোন রোগের চিকিৎসা হয়?
ক. ম্যালেরিয়া খ. যক্ষ্মা
গ. নিউমোনিয়া ঘ. কলেরা উত্তর: ঘ

১০. 'খাবার স্যালাইন'- এর উদ্ভাবক প্রতিষ্ঠান?
ক. ব্রাক খ. গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
গ. আইসিডিডিআরবি ঘ. বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল উত্তর: গ

স্বাস্থ্য সেবায় বেসরকারি উদ্যোগ

বারডেম: ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম এর উদ্যোগে 'বাংলাদেশ বহুমুত্র সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'বারডেম' যাত্রা শুরু করে। 'বারডেম' ঢাকার শাহবাগে অবস্থিত। 'বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি' ২৮ ফেব্রুয়ারি ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস উদযাপন করে।

সূর্যের হাসি ক্লিনিক: মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার প্রতীক। এটি যুক্তরাষ্ট্র এনজিও ইউএসএইড এর অর্থায়নে পরিচালিত।

জীবন তরী: বাংলাদেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতাল। ভাসমান হাসপাতাল হলো জাহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য হাসপাতাল। ১৯৯৯ সালে বেসরকারি সংস্থা ইমপ্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক 'জীবন তরী' চালু হয়।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র: স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা হাসপাতাল। ১৯৭১ সালে ডা. মো. জাফরুল্লাহ চৌধুরী কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বারডেম বলতে কি বুঝায়?
ক. স্টেডিয়াম খ. ক্লাব
গ. হাসপাতাল ঘ. হোটেল উত্তর: গ

২. BIRDEM হাসপাতালের পূর্ণরূপ কী?
ক. Bangladesh International Research Diabetes Examination Method
খ. Bangladesh International Research for Diabetes and Examination Methodology
গ. Bangladesh Institute for Research of Diabetes Endocrine and Metabolic Disorder
ঘ. Bangladesh Institute for Research of Diabetes Examination Method উত্তর: গ

৩. বাংলাদেশ বহুমূত্র সমিতির প্রতিষ্ঠাতা?
ক. আলমগীর কবীর খ. নুরুল ইসলাম
গ. ড. মুহম্মদ ইউনুস ঘ. ড. মোহাম্মদ ইব্রাহিম উত্তর: ঘ

৪. বাংলাদেশে ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় খ্যাত বারডেম যে শহরে গড়ে উঠেছে?
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. গাজীপুর উত্তর: ক

৫. ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস কোনটি?
ক. ২৮ জানুয়ারি খ. ২৮ ফেব্রুয়ারি

গ. ২৮ মার্চ ঘ. ২০ মার্চ উত্তর: খ

৬. বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল হাসপাতালের নাম কী?

ক. জীবন তরী খ. রটেক

গ. শান্তি ঘ. কোনোটিই নয় উত্তর: ক

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (EPI)

EPI (Expanded Programme on Immunization) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্যা কর্তৃক পরিচালিত একটি চলমান টিকাদান কর্মসূচী। ৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ বাংলাদেশে প্রথম সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি চালু হয়। EPI -এ বর্তমানে ১০টি রোগের টিকা দেওয়া হয়। যথা- যক্ষ্মা, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, পোলিও, হাম, হেপাটাইটিস-বি, মেনিনজাইটিস, রুবেলা এবং নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া। ২১ মার্চ, ২০১৫ বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচিতে যুক্ত হয় নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন।

ইপিআই কর্মসূচিতে ব্যবহৃত টিকাসমূহ

টিকার নাম	রোগ প্রতিরোধ করে
বিসিজি	যক্ষ্মা
ওপিভি (ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন)	পোলিও
পেন্টাভ্যালেন্ট	ডি.পি.টি	ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, ধনুষ্টংকার
	হেপাটাইটিস-বি	হেপাটাইটিস-বি
	হিব	হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি জনিত রোগ সমূহ
পিসিভি	নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া
এমআর	হাম, রুবেলা
টিটি (টিটেনাস টক্সয়েড)	ধনুষ্টংকার

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি প্রকল্পে সাহায্যদানকারী সংস্থা নিচের কোনটি?

ক. WHO খ. UNICEF

গ. CARE ঘ. Save The Children উত্তর: ক

২. বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি শুরু হয়?

ক. ১৯৭৮ সালে খ. ১৯৭৯ সালে

গ. ১৯৮১ সালে ঘ. ১৯৮৯ সালে উত্তর: খ

৩. ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিরোধযোগ্য রোগের সংখ্যা কয়টি?

ক. ৭টি খ. ৬টি

গ. ৯টি ঘ. ১০টি উত্তর: ঘ

৪. কোন রোগ প্রতিরোধের জন্য বি.সি.জি টিকা ব্যবহার করা হয়?

ক. কলেরা খ. যক্ষ্মা

গ. ধনুষ্টংকার ঘ. টাইফয়েড উত্তর: খ

৫. পোলিও রোগের টিকার নাম কী?

ক. DPT খ. OPV

গ. BCG ঘ. TT উত্তর: খ

৬. পেন্টা Vaccine এ কয়টি রোগের টিকা থাকে?

ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৬টি উত্তর: গ

নারী ও শিশু শিক্ষা

শিশু

সাবালকত্ব প্রাপ্তি পূর্ব পর্যন্ত মানব সন্তানকে শিশু বলা হয়। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শিশু আইন প্রণীত হয়। ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশ অনুসমর্থন করে। সনদটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণীত হয় এবং শিশু আইন, ১৯৭৪ রহিত করা হয়। শিশু অধিকারের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০১-২০১০ সালকে 'শিশু অধিকার দশক' ঘোষণা করে।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি

বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এর ঢাকার পুরাতন হাইকোর্ট এলাকায় অবস্থিত। শিশুদের শরীরিক, মানসিক, সংস্কৃতিক এবং সুস্থ প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। একাডেমি প্রাঙ্গনে 'দুরন্ত' নামক ভাস্কর্য রয়েছে।

নারী

নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত পদক্ষেপ-

- সন্তানের পরিচয়ে মায়ের নাম ব্যবহার
  ২০০০ (আগস্ট) বাবার নামের পাশে মায়ের নাম লেখা বাধ্যতামূলক করে পরিপত্র জারি করা হয়।
  ২০০৪ (২৪ আগস্ট) জন্ম নিবন্ধনে বাবার নামের পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে ৬০% পদ নারীদের জন্য সংরক্ষিত। দেশের সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহরাঞ্চলের জন্য কমপক্ষে ৪০% এবং গ্রামাঞ্চলের জন্য ২০% নারী শিক্ষক নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
- মহিলা চাকুরিজীবীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস নির্ধারণ করেছে।
- দ্বাদশ বা সমমান শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে।

নারী ও শিশু বিষয়ক আইন ও বিধি

- যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ প্রবর্তনের মাধ্যমে যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ রহিত করা হয়। যৌতুক নেয়া বা দেয়া উভয়ই অপরাধ। যৌতুক দেয়া-নেয়ার সর্বোচ্চ শাস্তি পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড হতে পারে।
- নারী-শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০।
- এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ অনুযায়ী, এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ প্রবর্তনের মাধ্যমে বিবাহের নূন্যতম বয়স মেয়েদের জন্য ১৮ বছর ও ছেলেদের জন্য ২১ বছর নির্ধারণ করা হয় এবং ব্রিটিশ আমলে প্রণীত বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯ রহিত করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'দুরন্ত' ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?
ক. গাজীপুর চৌরাস্তায়
খ. সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে
গ. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে
ঘ. রংপুর কারমাইকেল কলেজ
উত্তর: গ

২. কোন সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৪
গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৬
উত্তর: ঘ

৩. বাংলাদেশে সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে বাবার পাশাপাশি মায়ের নাম লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কবে?
ক. ২২ আগস্ট, ২০০৪ খ. ২৪ আগস্ট, ২০০৪
গ. ২৩ জুলাই, ২০০৪ ঘ. ২১ জুলাই, ২০০৪
উত্তর: খ

৪. প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক পদের শতকরা কত ভাগ মহিলাদের নিয়োগ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে?
ক. ৮০% খ. ৫০%
গ. ৬০% ঘ. ৭০%
উত্তর: গ

৫. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের সবচেয়ে শক্তিশালী পদক্ষেপ হল?
ক. বিভিন্ন উচ্চপদে নারীর নিয়োগদান
খ. ইউনিয়ন পরিষদে জনগণের সরাসরি ভোটে নারী প্রতিনিধি নির্বাচন
গ. সন্তানের পরিচয় দানে মায়ের নাম উল্লেখের নিয়ম প্রবর্তন করে
ঘ. সামরিক বাহিনীতে নারীর নিয়োগদানের বিধান প্রণয়ন
উত্তর: গ

৬. প্রাথমিক স্কুলে ৬০% বা আরো অধিক হারে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের পক্ষে প্রধান যুক্তি কোনটি?
ক. মহিলারা শিশুদের প্রতি বেশি স্নেহশীল
খ. শিক্ষক হিসেবে মহিলারা বেশি দক্ষ
গ. স্কুল সময়ে মহিলারা স্কুলে ছেড়ে যান না
ঘ. মহিলারা রাজনীতিতে কম জড়িত থাকেন
উত্তর: ক

৭. বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারিভাবে মাতৃত্বকালীন ছুটি কত মাস?
ক. ৪ মাস খ. ৫ মাস
গ. ৬ মাস ঘ. ৮ মাস
উত্তর: গ

৮. কোন শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক নারী শিক্ষা চালু করা হয়েছে?
ক. নবম শ্রেণি পর্যন্ত খ. দশম শ্রেণি পর্যন্ত
গ. একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ঘ. দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত
উত্তর: ঘ

৯. জাতীয় কন্যাশিশু দিবস বাংলাদেশে কবে পালন করা হয়?
ক. ১ সেপ্টেম্বর খ. ১৫ সেপ্টেম্বর
গ. ৩০ সেপ্টেম্বর ঘ. ৩১ সেপ্টেম্বর
উত্তর: গ

১০. যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে?
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৬১
গ. ১৯৫৫ ঘ. ১৯৪৮
উত্তর: ক

১১. যৌতুক দেওয়া ও নেওয়ার সর্বোচ্চ শাস্তি?
ক. ১০ বছর কারাদণ্ড খ. মৃত্যুদণ্ড
গ. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ঘ. পাঁচ বছর কারাদণ্ড
উত্তর: ঘ

১২. বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন চালু হয়?
ক. ২০০০ সালে খ. ২০০২ সালে
গ. ২০০৩ সালে ঘ. কোনোটিই নয়
উত্তর: ক

১৩. এসিড নিক্ষেপেজনিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধের লক্ষ্যে গৃহীত অপরাধ দমন আইন পাস হয় কবে?
ক. ১৩ মার্চ, ২০০২ খ. ১৫ মার্চ, ২০০৩
গ. ১৫ আগস্ট, ২০০৪ ঘ. ১৭ আগস্ট, ২০০৫
উত্তর: ক

১৪. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি কী?
ক. মৃত্যুদণ্ড খ. যাবজ্জীবন
গ. সশ্রম কারাদণ্ড ঘ. ক্ষতিপূরণ
উত্তর: ক

১৫. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স কত বছর?
ক. ১৮ ও ২১ খ. ১৮ ও ২০
গ. ১৮ ও ১৮ ঘ. ১৮ ও ২৫
উত্তর: ক

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

- সমাজসেবা অধিদপ্তর
ঢাকা শহরের বস্তি এলাকায় জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শহর উন্নয়ন কার্যক্রম এবং পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম চালু করে।
সমাজসেবা অধিদপ্তর ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র পরিচালনা করে।
১. জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর: বাংলাদেশের প্রথম শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র
২. জাতীয় কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্র, কোনাবাড়ী, গাজীপুর
৩. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, পুলেরহাট, যশোর
বাংলাদেশে ৭ থেকে ১৬ বছর বয়সী শিশুদের অপরাধমূলক কাজকে কিশোর অপরাধ বলে। কিশোর অপরাধের বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে সাজা দেয়া নয় বরং তারা যেন তাদের ভুলগুলো উপলব্ধি করে এবং সংশোধন হওয়ার সুযোগ পায়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির নাম কী?
ক. বার্ড খ. বিআরডিবি
গ. আরডিএ ঘ. আরএসএস
উত্তর: ঘ

২. বাংলাদেশের প্রথম কিশোর সংশোধন কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?
ক. চাঁদপুর খ. টঙ্গী, গাজীপুর
গ. গোদনাইল ঘ. মোরাপাড়া
উত্তর: খ

৩. বাংলাদেশের একমাত্র কিশোরী সংশোধন প্রতিষ্ঠানটি কোথায় অবস্থিত?
ক. টঙ্গি খ. কোনাবাড়ি
গ. যশোর ঘ. গাজীপুর
উত্তর: খ

৪. বাংলাদেশে কিশোর অপরাধী হিসেবে গণ্য হওয়া বয়স কত?
ক. ৬-১৮ বছর খ. ৭-১৬ বছর
গ. ৯-১৫ বছর ঘ. ৮-১২ বছর
উত্তর: খ

৫. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করা হয় কবে?

ক. ১৯৬১ সালে খ. ১৯৬২ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৮০ সালে উত্তর: ক

৬. **বাংলাদেশে বর্তমানে রক্তদান কার্যক্রমে কোন প্রতিষ্ঠানটি শীর্ষস্থানে রয়েছে?**
ক. কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন খ. রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি
গ. সন্ধানী ঘ. ঢাকা মেডিকেল কলেজ উত্তর: গ

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা/নারী

প্রধানমন্ত্রী	বেগম খালেদা জিয়া
স্পীকার	ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী
মন্ত্রিসভার সদস্য	নূরজাহান মুর্শিদা
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	ডা. দীপু মনি
শিক্ষামন্ত্রী	ডা. দীপু মনি
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন
তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা	ড. নাজমা চৌধুরী
বিরোধী দলীয় নেতা	শেখ হাসিনা
সংসদ উপনেতা	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী
হুইপ	সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি
সচিব	জাকিয়া আকতার
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি	মেহের আফরোজ চুমকি
রাষ্ট্রদূত	তাহমিনা খান ডলি (রাজনৈতিক বিবেচনায়) ১৯৮০-৮১ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীলঙ্কায়
জাতিসংঘে নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি	ইসমত জাহান
জাতিসংঘে নিযুক্ত আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল	আমিরাহ হক
সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি	নাজমুন আরা সুলতানা
পাবলিক প্রসিকিউটর	রেহানা খানম বিউটি
বীরপ্রতীক	ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম
মেজর জেনারেল	ডা. সুসানে গীতি
বিগ্রেডিয়ার	সুরাইয়া রহমান
প্যারেড কমান্ডার	এলিজা শারমিন
'সোর্ড অব অনার' প্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা	মারজিয়া ইসলাম
পাইলট	কানিজ ফাতেমা রোকসানা
অল. উইমেন ফ্লাইট পরিচালনাকারী	ক্যাপ্টেন তানিয়া
অ্যাডিশনাল ডি.আই.জি	ফাতেমা বেগম
সিটি কর্পোরেশনের মেয়র	ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী
বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গর্ভনর	বেগম নাজনীন সুলতানা
বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক	অধ্যাপক হান্নানা বেগম
উপ-মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	মনোয়ারা হাবীব
নির্বাচন কমিশনার	বেগম কবিতা খানম
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এর উপাচার্য (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়)	ড. ফারজানা ইসলাম
বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান	ড. জেড. এন তাহমিনা বেগম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি	
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন	বেগম আজিজুন্নেছা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী	লীলা নাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রী	ফজিলাতুন্নেছা
জাতীয় অধ্যাপক	ড. সুফিয়া আহমেদ
ভাস্কর	নভেরা আহমদ
বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক	ফেরদৌস আরা বেগম
বাংলাদেশ টেলিভিশনের শিল্পী	ফেরদৌসি রহমান
বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক	হোসনে আরা তালুকদার
অভিনেত্রী	পুর্ণিমা সেন গুপ্তা
মুসলিম অভিনেত্রী	বনানী চৌধুরী
আলোকচিত্রী	সাইদা খানম
বনরক্ষী	দিলরুবা আক্তার মিলি
বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক	নীলিমা ইব্রাহিম
উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম নারী চিকিৎসক	ডা. জোহরা বেগম কাজী
ব্রিটেনে কাউন্সিলর	পলা মনজিল উদ্দিন
ব্রিটেনে 'হাউস অব কমন্স' এর এম.পি	রুশনারা আলী

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পীকার কে?**
ক. শিরিন শারমিন খ. সুলতানা কামাল
গ. নাসরিন আহমেদ ঘ. সাজেদা চৌধুরী উত্তর: ক

২. **ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী বাংলাদেশের প্রথম নারী স্পিকার হন কবে?**
ক. ৩০ এপ্রিল, ২০১৩ খ. ২৫ মে, ২০১
গ. ৩ মে, ২০১৩ ঘ. ৩০ জুন, ২০১৩ উত্তর: ক

৩. **বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত কে?** [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (সুরমা)ক: ১৩]
ক. তাহমিনা হক ডলি খ. জাকিয়া আকতার
গ. সুরাইয়া বেগম ঘ. মাহমুদা হক চৌধুরী উত্তর: ক

৪. **বাংলাদেশের প্রথম মহিলা বিচারপতি কে?**
ক. জাকিয়া আকতার খ. মাহমুদা আকতার
গ. নাজমুন আরা সুলতানা ঘ. তাহমিনা হক ডলি উত্তর: গ

৫. **বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের প্রথম নারী বিচারপতি কে?**
ক. সুরাইয়া রহমান খ. তারামন বিবি
গ. রাবেয়া ভূঁঞা ঘ. নাজমুন আরা সুলতানা উত্তর: ঘ

৬. **বাংলাদেশ হাইকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারক কে?**
ক. তাহমিনা বেগম খ. আনিসা হামিদ
গ. নাজমুন আরা সুলতানা ঘ. জাকিয়া সুলতানা উত্তর: গ

৭. **কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা সর্বপ্রথম বীরপ্রতীক খেতাব পান?**
ক. জাহানারা ইমাম খ. তারামন বিবি
গ. ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম
ঘ. পাইলট ফারিয়া লারা উত্তর: গ

৮. **বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম নারী জেনারেল হলেন?**
ক. গীতি আরা খ. সুসানে গীতি
গ. গীতি আরা সুসানে ঘ. গীতি সুসানে উত্তর: খ

৯. বাংলাদেশের পুলিশের প্রথম নারী কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন?
ক. শমী কায়সার খ. আয়েশা খাতুন
গ. কোহিনুর বেগম ঘ. এলিজা শারমিন উত্তর: ঘ

১০. বাংলাদেশের 'সোর্ড অব অনার' পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম নারী কে?
ক. মারজিয়া ইসলাম খ. রাজিয়া সুলতানা
গ. তারামন বিবি ঘ. রহিমা বেগম উত্তর: ক

১১. বাংলাদেশের প্রথম নারী পাইলট কে?
ক. তাহমিনা হক ডলি খ. নাজমুন আরা সুলতানা
গ. বনানী চৌধুরী ঘ. কানিজ ফাতেমা রোকসানা উত্তর: ঘ

১২. বাংলাদেশের প্রথম 'অল উইমেন্স ফ্লাইট' এর ক্যাপ্টেন কে?
ক. তানিয়া খ. শাহানা
গ. সেতারা ঘ. শাহনেওয়াজ উত্তর: ক

১৩. প্রথম মহিলা জাতীয় অধ্যাপকের নাম?
ক. ড. নীলিমা ইব্রাহিম খ. ড. সুফিয়া আহমেদ
গ. ড. শায়লা হাসান ঘ. ড. খালেদা খানম উত্তর: খ

১৪. বাংলাদেশের প্রথম নারী ভাস্করের নাম?
ক. নভেরা আহমেদ খ. শামীম শিকদার
গ. নাজমা আক্তার ঘ. রেবেকা সুলতানা উত্তর: ক

১৫. বাংলাদেশের প্রথম নারী মেয়র কে?
ক. সেলিনা হায়াত আইভি খ. মেহের আফরোজ চুমকি
গ. পান্না কায়ষার ঘ. কবরী সারোয়ার উত্তর: ক

১৬. বাংলা একাডেমির প্রথম নারী মহাপরিচালক কে?
ক. নীলিমা ইব্রাহিম খ. বেগম সুফিয়া কামাল
গ. লিলি ইসলাম ঘ. সনজিদা খাতুন উত্তর: ক

১৭. বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে প্রথম নারী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে?
ক. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
খ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
গ. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: ক

১৮. বাংলাদেশে প্রথম মহিলা উপচার্যের নাম কী?
ক. ড. ফারজানা ইসলাম খ. খালেদা একরাম
গ. রাশেদা কে চৌধুরী ঘ. ড. শিরিন শারমিন চৌধুরী উত্তর: ক

১৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডিন কে ছিলেন?
ক. বেগম আজিজুন্নেছা খ. ড. নীলিমা ইব্রাহিম
গ. ড. আমিনা রহমান ঘ. ড. তাজমেরী ইসলাম উত্তর: ক

২০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী?
ক. বেগম আজিজুন্নেছা খ. ফজীলাতুন্নেছা
গ. লীলা নাগ ঘ. হামিদা বেগম উত্তর: গ

মহিলা দার্শনিক

মিসেস আখতার ইমাম (১৯১৭-২০০৯): ছিলেন একজন সমাজকর্মী, নারীবাদী, লেখক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান।

অধ্যাপক হাসনা বেগম (১৯৩৫-২০২০): একজন বাংলাদেশি দার্শনিক ও নারীবাদী লেখক।

১. বাংলাদেশে মহিলা দার্শনিকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন?
ক. অধ্যাপক মিসেস আখতার ইমাম
খ. অধ্যাপক হাসনা বেগম
গ. মিসেস জাহান আরা ইমাম
ঘ. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত উত্তর: ক,খ

বাংলাদেশের প্রথম ব্যক্তিবর্গ

- প্রথম রাষ্ট্রপতি- শেখ মুজিবুর রহমান
- প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি- সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দিন আহমদ
- প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী- বেগম খালেদা জিয়া
- প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী- খন্দকার মোস্তাক আহমদ
- প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী- এ.এইচ. এম কামরুজ্জামান
- প্রথম অর্থমন্ত্রী- ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
- প্রথম স্পিকার (গণপরিষদ)- শাহ আব্দুল হামিদ
- প্রথম স্পিকার (জাতীয় সংসদ)- মোহাম্মদ উল্লাহ
- প্রথম সেনাবাহিনীর প্রধান- জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী
- প্রথম নির্বাচন কমিশনার- বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস
- প্রথম বিচারপতি- এ.এস.এম সায়েম
- প্রথম মহিলা পাইলট- কানিজ ফাতেমা রোকসানা
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গর্ভনর- এ.এন. হামিদুল্লাহ
- প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত- মাহমুদা হক চৌধুরী
- প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার- মিসেস রাবেয়া ভূঁইয়া
- প্রথম বিরোধী দলীয় নেত্রী- শেখ হাসিনা
- প্রথম এটর্নি জেনারেল- এম.এইচ.খন্দকার
- প্রথম মহিলা সচিব- জাকিয়া আক্তার
- প্রথম মহিলা কর কমিশনার- ফেরদৌস আরা বেগম
- প্রথম মহিলা বিচারপতি- নাজমুন আরা সুলতানা
- প্রথম বিগ্রেডিয়ার- সুমাইয়া বেগম
- প্রথম মহিলা এস.পি- বেগম রওশন আরা
- প্রথম মহিলা কাস্টমস অফিসার- হাসিনা খাতুন
- প্রথম মহিলা নোটারি পাবলিক- কামরুন নাহার লাইলী
- প্রথম মহিলা মুসলিম অভিনেত্রী- বনানী চৌধুরী
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম মহিলা মহাব্যবস্থাপক- নাজনীন সুলতানা
- ব্যাংকের প্রথম মহিলা পরিচালক- আনিসা হামেদ
- বাংলা সিনেমার প্রথম অভিনেত্রী- পূর্ণিমা সেনগুপ্তা
- পিএসসি'র প্রথম মহিলা চেয়ারম্যান- অধ্যা. জিন্নাতুন্নেছা তাহমিদা বেগম
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভিসি- স্যার পি. জে. হার্টস
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম ভিসি- স্যার এ. এফ. রাহমান
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা প্রো ভিসি- অধ্যা. জিন্নাতুন্নেছা তাহমিদা বেগম
- প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী- আ স ম আব্দুর রব
- প্রথম বিদেশী প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর- শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র- ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত
- ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নির্বাচিত মেয়র- মোহাম্মদ হানিফ
- প্রথম গ্যান্ড মাস্টার- নিয়াজ মোর্শেদ
- হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি- সৈয়দ মাহমুদ
- সারদা পুলিশ একাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ- মেজর চেলসি
- জাতীয় ফুটবল দলের প্রথম অধিনায়ক- জাকারিয়া পিন্টু
- সুপ্রিম কোর্টের প্রথম নারী বিচারপতি- নাজমুল আরা সুলতানা
- ঢাবি প্রথম বাঙ্গালী ভিসি- স্যার এ এফ রহমান
- প্রথম আইজিপি- এম. এ খালেক
- প্রথম আইন সচিব- ড. এফ. কে এস এম মুমিন
- পিএসসির প্রথম চেয়ারম্যান- ড. একিউএম বজলুল করিম
- ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম বাঙালি- ব্রজেন দাশ
- প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- প্রথম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়- নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
- প্রথম নৌ-রণতরী- বিএনএস পদ্মা
- প্রথম বাণিজ্য জাহাজ- বাংলার দূত
- প্রথম ক্যাডেট কলেজ- ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজ

- প্রথম বাংলা ছায়াছবি- মুখ ও মুখোশ
- বেতারে প্রচারিত প্রথম নাটক- একতলা দোতলা
- প্রথম ট্যালয়েড দৈনিক- মানবজমিন
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম ভবন- ডিআইটি ভবন
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রথম অংশগ্রহণ- সপ্তম বিশ্বকাপ
- বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইয়ে প্রথম অংশ নেয়- ১৯৮৬ সালের বিশ্বকাপে
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ- ভুটান
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আরব দেশ- ইরাক
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ- সেনেগাল
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম অনারব মুসলিম দেশ- মালয়েশিয়া
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ- পোল্যান্ড
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী পঞ্চশক্তির প্রথম দেশ- রাশিয়া
- প্রথম বিমান চালু- ৪ মার্চ ১৯৭২
- প্রথম জাদুঘর- বরেন্দ্র জাদুঘর (১৬১০)
- পাঁচ টাকার ধাতব মুদ্রা প্রথম চালু হয়- ১ অক্টোবর ১৯৯৫
- ঢাকা প্রথম বাংলার রাজধানী হয়- ১৯১০ সালে
- প্রথম পতাকা উত্তোলন- ২ মার্চ ১৯৭১
- প্রথম আদমশুমারি- ১৯৭৪ সালে
- প্রথম আন্তঃনগর ট্রেন চালু- ১৯৮৬ সালে
- প্রথম টেলিভিশন চালু- ১৯৬৪ সালে
- প্রথম রঙ্গিন টেলিভিশন চালু- ১ ডিসেম্বর ১৯৮০
- প্রথম ডিজিটাল টেলিফোন চালু- ৪ জানুয়ারি ১৯৯০
- প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন- ২৬ জুলাই ১৯৭২
- প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন- ৭ মার্চ ১৯৭৩
- প্রথম অস্থায়ী সরকার- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়- ১৯৭৮ সালে
- গণ-পরিষদের অধিবেশন বসে- ১০ এপ্রিল ১৯৭২
- প্রথম সিনেমা হল- গুলিস্থান, ঢাকা
- ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র- ঢাকা প্রকাশ
- ইংরেজি সাহিত্যে পিএইচডি অর্জনকারী প্রথম বাঙালি মুসলমান- ড. সাজ্জাদ হোসেন
- বাংলাদেশের মানচিত্র প্রথম আঁকেন- মেজর জেমস রেনেল ।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ

- শ্রেষ্ঠ কবি- কাজী নজরুল ইসলাম
- শ্রেষ্ঠ পল্লী কবি- জসিম উদ্দীন
- শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি- আল মাহমুদ ও শামসুর রহমান
- শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
- শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি- বেগম সুফিয়া কামাল
- শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী- ড. কুদরাত-ই-খুদা
- শ্রেষ্ঠ স্থপতি- ফজলুর রহমান খান
- শ্রেষ্ঠ ভবন নির্মাতা- জহুরুল ইসলাম
- শ্রেষ্ঠ ভাস্কর- শামীম শিকদার
- শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী- শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন
- শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী- অলক রায়
- শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট- রফিকুন্নবী
- শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সাধক- ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ
- শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী- বারীন মজুমদার
- শ্রেষ্ঠ আধুনিক গানের শিল্পী- রুনা লায়লা
- শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার- জহির রায়হান
- শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি- মুসা বিন শমসের
- শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র- কক্সবাজার
- শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু- নিয়াজ মোর্শেদ
- শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু- রানী হামিদ
- শ্রেষ্ঠ সাঁতারু- ব্রজেন দাশ
- শ্রেষ্ঠ ফুটবলার- জাদুকর সামাদ

বাংলাদেশের বৃহত্তম

- বৃহত্তম জেলা- রাঙ্গামাটি ৬,১১৬ কি.মি
- বৃহত্তম শহর- ঢাকা
- বৃহত্তম বাণিজ্যিক শহর- চট্টগ্রাম
- বৃহত্তম উপজেলা (জনসংখ্যার দৃষ্টিতে) - সাভার
- বৃহত্তম উপজেলা (আয়তনে)- শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
- বৃহত্তম ইউনিয়ন- বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)
- বৃহত্তম গ্রাম (এশিয়ার)- বানিয়াচং (হবিগঞ্জ)
- বৃহত্তম নদ- ব্রহ্মপুত্র
- বৃহত্তম বিল- চলনবিল
- বৃহত্তম দ্বীপ- ভোলা (৩৮৬ বর্গ কি.মি)
- বৃহত্তম বাঁধ- কাপ্তাই বাঁধ
- বৃহত্তম বনভূমি (একক)- সুন্দরবন
- বৃহত্তম হাওর- হাকালুকি (সিলেট)
- বৃহত্তম সেচ- প্রকল্প-তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প
- বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত- কক্সবাজার
- বৃহত্তম রেল স্টেশন- কমলাপুর রেল স্টেশন, ঢাকা
- বৃহত্তম বিমান বন্দর- জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর
- বৃহত্তম রেল জংশন- ঈশ্বরদী, পাবনা
- বৃহত্তম বাস স্টেশন- সায়েদাবাদ বাস স্টেশন
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম জেলা- ঢাকা
- বৃহত্তম মসজিদ- বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ
- বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- আয়তনে বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
- বৃহত্তম গ্রন্থাগার- কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা
- বৃহত্তম জাদুঘর- বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর
- ঢাকা বৃহত্তম হাসপাতাল- ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
- বৃহত্তম চক্ষু হাসপাতাল– চক্ষু হাসপাতাল, চট্টগ্রাম
- বৃহত্তম হোটেল- হোটেল সোনারগাঁ, ঢাকা
- বৃহত্তম চিড়িয়াখানা- মিরপুর চিড়িয়াখানা, ঢাকা
- বৃহত্তম স্টেডিয়াম- বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
- বৃহত্তম সিনেমা হল- মনিহার, যশোর
- বৃহত্তম পার্ক- রমনা পার্ক
- বৃহত্তম উদ্যান- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, ঢাকা
- বৃহত্তম চিনিকল- কেরু এন্ড কোং, দর্শনা, কুষ্টিয়া
- বৃহত্তম পাটকল- আদমজী জুট মিল, নারায়ণগঞ্জ
- বৃহত্তম কাগজকল- কর্ণফুলী পেপার মিল, চন্দ্রঘোনা
- বৃহত্তম সার কারখানা- যমুনা সার কারখানা, জামালপুর
- বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র
- বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র- তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র, বি.বাড়িয়া
- বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র- ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুষ্টিয়া
- বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কেন্দ্র- খুলনা শিপইয়ার্ড
- বৃহত্তম রেলসেতু- হর্ডিঞ্জ ব্রিজ
- বৃহত্তম বাণিজ্যিক শহর- চট্টগ্রাম
- বৃহত্তম সড়ক সেতু- পদ্মা সেতু (৬.১৫ কি.মি)
- বৃহত্তম তফসিলী ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক
- বৃহত্তম ভবন- শিল্প ব্যাংক ভবন
- বৃহত্তম ঘন্টা- রামুর বৌদ্ধবিহার ঘন্টা

➢ বৃহত্তম বাতিঘর- মহেশখালী বাতিঘর

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম

➢ আয়তনে ক্ষুদ্রতম বিভাগ- ময়মনসিংহ
➢ আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা- নারায়ণগঞ্জ
➢ জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম বিভাগ- বরিশাল
➢ জনসংখ্যায় ক্ষুদ্রতম জেলা- বান্দরবান
➢ আয়তনে ক্ষুদ্রতম থানা- সূত্রাপুর, কোতোয়ালী, ঢাকা (২ বর্গ কি.মি)
➢ আয়তনে ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন- হাজীপুর, ভোলা
➢ ক্ষুদ্রতম পাখি- টুনটুনি

বাংলাদেশের দীর্ঘতম

➢ দীর্ঘতম সড়ক সেতু- পদ্মা সেতু (৬.১৫ কি.মি.)
➢ দীর্ঘতম রেল সেতু- হার্ডিঞ্জ ব্রিজ
➢ দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত- কক্সবাজার (১২০ কি.মি)
➢ দীর্ঘতম নদ- ব্রহ্মপুত্র
➢ দীর্ঘতম নদী- মেঘনা

বাংলাদেশের উচ্চতম

➢ উচ্চতম শৃঙ্গ- তাজিংডং (৩১৮৫ ফুট), (বিজয়)
➢ উচ্চতম পাহাড়- গারো পাহাড়
➢ উচ্চতম ভবন- বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ভবন (৩২তলা)
➢ উচ্চতম বৃক্ষ- বৈলাম বৃক্ষ (২৪০ ফুট)

উষ্ণতম ও শীতলতম স্থান

➢ উষ্ণতম স্থান- লালপুর, নাটোর
➢ উষ্ণতম জেলা- রাজশাহী
➢ শীতলতম স্থান- লালখান, শ্রীমঙ্গল
➢ শীতলতম জেলা- সিলেট

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ

প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে?
উত্তর: শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পল্লীকবি কে?
উত্তর: জসিমউদ্দীন।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি কে?
উত্তর: বেগম সুফিয়া কামাল।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ কে?
উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী কে?
উত্তর: অলক রায়।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কার্টুনিস্ট কে?
উত্তর: রফিকুন্নবী।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধক কে?
উত্তর: ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গচিত্র অংকনকারী কে?
উত্তর: রফিকুন্নবী।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী কে?
উত্তর: বারীণ মজুমদার।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার কে?
উত্তর: জহির রায়হান।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ স্থপতি কে?
উত্তর: ফজলুর রহমান খান (এফ আর খান)।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র কোথায়?
উত্তর: কক্সবাজার।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি কে?
উত্তর: শামসুর রহমান।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কে?
উত্তর: ড. কুদরাত-ই-খুদা
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু কে?
উত্তর: নিয়াজ মোর্শেদ।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু কে?
উত্তর: রানী হামিদ।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সাতারু কে?
উত্তর: ব্রজেন দাস।
প্রশ্ন: বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কে?
উত্তর: শামীম শিকদার।

Teacher's Work

১. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকগণ 'বাংলাদেশী' বলে পরিচিত হবেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. ৮ খ. ৭ (১)
গ. ৬ (১) ঘ. ৬ (২) **উত্তর: ঘ**

২. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার ব্যক্ত আছে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ক. ১৪ খ. ১৫
গ. ১৬ ঘ. ১৭ **উত্তর: ঘ**

৩. বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দান করেন কে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০২]
ক. রাষ্ট্রপতি খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. আইনমন্ত্রী ঘ. স্পীকার **উত্তর: ক**

৪. সাধারণ নির্বাচনের কতদিনের মধ্যে সংসদ আহ্বান করতে হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৭]
ক. ১৫ দিন খ. ৩০ দিন
গ. ৬০ দিন ঘ. ৯০ দিন **উত্তর: খ**

৫. কোন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. দুর্নীতি দমন কমিশন
খ. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন
গ. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
ঘ. জাতীয় তথ্য কমিশন **উত্তর: গ**

৬. বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কোন ধরনের? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ফেডারেল সরকার খ. লিবারের সরকার
গ. মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ঘ. রাষ্ট্রপতি শাসিত **উত্তর: গ**

৭. **বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. জেলা খ. উপজেলা
গ. ইউনিয়ন ঘ. থানা **উত্তর: গ**

৮. **বাংলাদেশের প্রথম EPZ কোথায় গড়ে উঠেছে?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. নারায়ণগঞ্জ খ. খুলনা
গ. ঢাকা ঘ. চট্টগ্রাম **উত্তর: ঘ**

৯. **'UCEP' কার্যক্রম কিসের সাথে জড়িত?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৭]
ক. শিক্ষা খ. স্বাস্থ্য
গ. বিচার বিভাগ ঘ. স্থানীয় শাসন **উত্তর: ক**

১০. **বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (BCS) ক্যাডার কতটি?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. ২৯টি খ. ২৬টি
গ. ১৯টি ঘ. ১৩টি **উত্তর: খ**

১১. **'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে'– গানটির রচয়িতা কে?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. লালন শাহ খ. হাসন রাজা
গ. পাগলা কানন ঘ. রাধারমণ দত্ত **উত্তর: ক**

১২. **'আমার দেখা নয়াচীন' কে লিখেছেন?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. শঙ্খ ঘোষ খ. শেখ মুজিবুর রহমান
গ. শওকত আলী ঘ. মমতাজউদ্দিন আহমেদ **উত্তর: খ**

১৩. **'প্রাণের বান্ধবরে বুড়ি হইলাম তোর কারণে'–গানটির গীতিকার–**[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. শেখ ওয়াহিদ খ. কিরণ রায়
গ. শাহ আবদুল করিম ঘ. কাঙ্গালিনী সুফিয়া **উত্তর: ক**

১৪. **নাটোরের দিঘাপতিয়ার জমিদার বাড়িটি এখন কী নামে পরিচিত?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. গণভবন খ. বঙ্গভবন
গ. উত্তরা গণভবন ঘ. উত্তরবঙ্গ সংসদ ভবন **উত্তর: গ**

১৫. **'বৈসাবি' কোন অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ময়মনসিংহ খ. রংপুর
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট **উত্তর: গ**

১৬. **২০৩১ সালে বাংলাদেশ ও ভারতে কততম ওয়ানডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হবে?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ১৩ খ. ১৪
গ. ১৫ ঘ. ১৬ **উত্তর: গ**

১৭. **বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী' বলেছেন–**
ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ. মাওলানা ভাসানী
গ. তাজউদ্দিন আহমেদ ঘ. শেখ হাসিনা **উত্তর: ঘ**

১৮. **'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের লেখক–** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. রফিক আজাদ ঘ. শেখ হাসিনা **উত্তর: ক**

১৯. **'স্টপ জেনোসাইড' প্রামাণ্য চলচ্চিত্রের মূল বিষয়বস্তু–** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. মুক্তিযুদ্ধ খ. গণ অভ্যুত্থান
গ. আগরতলামামলা ঘ. ভাষা আন্দোলন **উত্তর: ক**

২০. **পদ্মা সেতুর উদ্বোধন হবে কত তারিখে?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ০১ জুলাই ২০২২ খ. ১৬ ডিসেম্বর ২০২২
গ. ২৫ জুন ২০২২ ঘ. ৩০ জুন ২০২২ **উত্তর: গ**

২১. **৭৫তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে নিচের কোন কোন চলচ্চিত্রটির ট্রেলার উদ্বোধন করা হয়?**[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. চিরঞ্জীব মুজিব খ. মুজিব একটি জাতির রূপকার
গ. ছিলমহল ঘ. টুঙ্গিপাড়ার মিয়া ভাই **উত্তর: খ**

২২. **'ভাস্কর্য জননী ও গর্বিত বর্ণমালা'–এর স্থপতি কে?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. মর্তুজা বশীর খ. মৃণাল হক
গ. হামিদুজ্জামান খান ঘ. অখিল পাল **উত্তর: খ**

২৩. **"বাউল গানকে" হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে–** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ইউনেস্কো খ. ইউনিসেফ
গ. ইউএনডিপি ঘ. ইউএনফপিও **উত্তর: ক**

২৪. **শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম কে?** [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. মা খ. বাবা
গ. আত্মীয়-স্বজন ঘ. শিক্ষক **উত্তর: ক**

২৫. **মহাস্থানগড়ের পুরাতন নাম কী?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৬]
ক. সিংহজানী খ. সুবর্ণগ্রাম
গ. পুণ্ড্রবর্ধন ঘ. চন্দ্রদ্বীপ **উত্তর: গ**

২৬. **মহাস্থানগড় কোন নদীর তীরে অবস্থিত?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. করতোয়া খ. মহানন্দা
গ. গঙ্গা ঘ. পদ্মা **উত্তর: ক**

২৭. **উত্তরা গণভবন কোথায় অবস্থিত?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ক. বগুড়া খ. নাটোর
গ. রাজশাহী ঘ. নওগাঁ **উত্তর: খ**

২৮. **ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেছিলেন-** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. নবাব সলিমুল্লাহ খ. মির্জা আহমদ জান
গ. মির্জা গোলাম পীর ঘ. শায়েস্তা খান **উত্তর: খ ও গ**

২৯. **বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বিহার কোনটি?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৪]
ক. সোমপুর বিহার খ. শালবন বিহার
গ. সীতাকোট বিহার ঘ. আনন্দ বিহার **উত্তর: গ**

৩০. **উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'বিরিশিরি' কোন জেলায় অবস্থিত?**[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৯]
ক. নেত্রকোণা খ. ময়মনসিংহ
গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট **উত্তর: ক**

৩১. **'খাসিয়া উপজাতি' কোন জেলায় অধিক বাস করে?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. রাঙ্গামাটি খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বান্দরবান **উত্তর: খ**

৩২. **বাংলাদেশের কোন নৃ-গোষ্ঠীর উৎসব 'সাংগ্রাই'?** [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. সাঁওতাল খ. মারমা
গ. চাকমা ঘ. গারো **উত্তর: খ**

৩৩. ঢাকায় নির্মিত প্রথম বাংলা ছায়াছবি কোনটি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০২]
ক. মুখ ও মুখোশ খ. আনোয়ারা
গ. জোয়ার এলো ঘ. আয়না ও অবশিষ্ট **উত্তর: ক**

৩৪. বাংলাদেশ কত তারিখে টেষ্ট ক্রিকেটের মর্যাদা লাভ করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ২০ জুন, ২০০০ খ. ২২ জুন, ২০০০
গ. ২৪ জুন, ২০০০ ঘ. ২৬ জুন, ২০০০ **উত্তর: ঘ**

৩৫. বাংলাদেশ কোন সালে বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৭]
ক. ১৯৮০ সালে খ. ১৯৮২ সালে
গ. ১৯৮৪ সালে ঘ. ১৯৮৫ সালে **উত্তর: ক**

৩৬. নিচের কোনটি শিশুর সামাজিকীকরণের একটি মাধ্যম?
ক. শিশুর পরিবার খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
গ. সংস্কৃতি ঘ. উল্লিখিত সব কয়টি **উত্তর: ঘ**

৩৭. বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি?
ক. ছেড়া দ্বীপ খ. নিঝুম দ্বীপ
গ. মহেশখালী ঘ. সেন্টমার্টিন **উত্তর: গ**

৩৮. দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ শিক্ষক : ১৩]
ক. সন্দ্বীপ খ. সোনাদিয়া
গ. পূর্বাশা দ্বীপ ঘ. কুতুবদিয়া **উত্তর: গ**

৩৯. গম্ভীরা গানের উৎপত্তি কোথায়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৫]
ক. রংপুর খ. মালদহ
গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. দিনাজপুর **উত্তর: খ**

৪০. 'ম্যাডোনা-৪৩' কী? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৪]
ক. প্রখ্যাত মডেল খ. একটি চিত্রকর্ম
গ. একটি বিখ্যাত ভাস্কর্য ঘ. অস্কার বিজয়ী ফিল্ম **উত্তর: খ**

৪১. বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কী ছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৩]
ক. বাংলা ভবন খ. চামেলি হাউস
গ. বর্ধমান হাউস ঘ. বাংলা একাডেমি **উত্তর: গ**

৪২. এসডিজি (SDG) এর কোন অভীষ্টটি প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)-২০২২]
ক. ৪ খ. ৫
গ. ৬ ঘ. ৭ **উত্তর: ক**

৪৩. নিচের কোন জেলাগুচ্ছ সুন্দরবন সংলগ্ন? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)-২০২২]
ক. পিরোপুর, মাদারীপুর ও বাগেরহাট
খ. সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও খুলনা
গ. বাগেরহাট, নড়াইল ও ঝিনাইদহ
ঘ. বরিশাল, খুলনা ও সাতক্ষীরা **উত্তর: খ**

৪৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কত সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হতে বিনামূল্যে পাঠপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]
ক. ২০১০ খ. ২০১১
গ. ২০০৯ ঘ. ২০১২ **উত্তর: গ**

৪৫. 'উইকিপিডিয়া' কী? [প্রাথমিক সহ. শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]
ক. উন্মুক্ত সফটওয়্যার খ. ডেটাবেইজ
গ. মুক্ত বিশ্বকোষ ঘ. স্মার্ট ফোন **উত্তর: গ**

৪৬. শিশুর সহায়তায় হট লাইন নম্বরটি কত? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)-২০২২]
ক. ৩৩৩১ খ. ১০৯০
গ. ১০৯৮ ঘ. ৯৯৯ **উত্তর: গ**

৪৭. নিচের কোন সূচকটি প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের পরিমাপক? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]
ক. পঠন ও গণিতের দক্ষতা
খ. ছেলে ও মেয়ে শিশুর অনুপাত
গ. বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার
ঘ. অসমর্থ্য শিক্ষার্থীদের অভিযোজন উপকরণ **উত্তর: গ**

৪৮. 'সকল ক্ষেত্রে সঠিক কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন সৃজনশীল ও মেধাবী নেতৃত্ব। প্রয়োজন সৃষ্টিশীল মেধাবী মানুষ'। কথাটি বলেছেন– [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. শেখ হাসিনা
গ. তাজউদ্দিন আহমেদ
ঘ. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক **উত্তর: খ**

৪৯. শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম কে? [প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)-২০২২]
ক. মা খ. বাবা
গ. আত্মীয়-স্বজন ঘ. শিক্ষক **উত্তর: ক**

৫০. নিচের কোনটি শিশুর সামাজিকীকরণের একটি মাধ্যম? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৩]
ক. শিশুর পরিবার খ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
গ. সংস্কৃতি ঘ. উল্লিখিত সব কয়টি **উত্তর: ঘ**

৫১. যে ভাষা থেকে Education শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. গ্রিক খ. ফরাসি
গ. জার্মান ঘ. ল্যাটিন **উত্তর: ঘ**

৫২. প্রাথমিক শিক্ষার গুণমান উন্নয়নে কোনটির ভূমিকা সবচেয়ে বেশি? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ৯৯]
ক. উন্নত কারিকুলাম খ. কঠোর বিদ্যালয় পরিদর্শন
গ. উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক ঘ. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক **উত্তর: ঘ**

৫৩. এ দেশে প্রথম কোন শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক, সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার জন্য সুপারিশ করে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ৯৭]
ক. স্যাডলার কমিশন, ১৯৯৭
খ. সার্জেন্ট কমিশন, ১৯৪৪
গ. শরীফ কমিশন, ১৯৫৯
ঘ. কুদরত-ই-কুদা কমিশন, ১৯৭৪ **উত্তর: ঘ**

৫৪. বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কখন থেকে চালু করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. ১ জানুয়ারি, ১৯৮৯ খ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯০
গ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯১ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯২ **উত্তর: ঘ**

৫৫. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কত সালে সৃষ্টি হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ৯৭]
ক. ১৯৭৪ সালে খ. ১৯৯০ সালে
গ. ১৯৯২ সালে ঘ. ১৯৯৪ সালে **উত্তর: গ**

৫৬. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৭]
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৫
গ. ১৯৮১ ঘ. ১৯৯৫ **উত্তর: গ**

৫৭. 'BANBEIS' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৭]
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭৫
গ. ১৯৭৭ ঘ. ১৯৮০ **উত্তর: গ**

৫৮. জাতীয় শিক্ষক দিবস হলো- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৭]
ক. ১৯ জানুয়ারি খ. ২০ জানুয়ারি
গ. ২১ জানুয়ারি ঘ. ২২ জানুয়ারি **উত্তর: ক**

৫৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৫]
ক. ১৮৯৭ সালে খ. ১৯০২ সালে
গ. ১৯০৫ সালে ঘ. ১৯২১ সালে **উত্তর: ঘ**

৬০. প্রতি বছর কোন তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় জনসংখ্যা দিবস উদযাপন করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ৮ মার্চ খ. ২ ফেব্রুয়ারি
গ. ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ. ১ মে **উত্তর: খ**

Student's Work

১. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি– [৪৪তম বিসিএস]
ক) এককেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ) রাজতন্ত্র ঘ) রাষ্ট্রপতিশাসিত

২. তথ্য অধিকার আইন কোন সালে চালু হয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক) ২০০২ খ) ২০০৬
গ) ২০০৯ ঘ) ২০১১

৩. বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন– [৪৩তম বিসিএস]
ক) আইনমন্ত্রী খ) আইন সচিব
গ) অ্যাটার্নি জেনারেল ঘ) প্রধান বিচারপতি

৪. দেশের কোন এলাকাতেই ভোটার হননি এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে– [৪১তম বিসিএস]
ক) নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
খ) আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
গ) সংশ্লিষ্ট দলীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
ঘ) কোনোক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না

৫. বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক) ৭ মার্চ ১৯৭৩ খ) ১৭ মার্চ ১৯৭৩
গ) ২৭ মার্চ ১৯৭৩ ঘ) ৭ মার্চ ১৯৭৪

৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে? [৪১তম বিসিএস]
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) মোহাম্মদউল্লাহ
গ) তাজউদ্দীন আহমদ ঘ) এম মনসুর আলী

৭. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে হয়? [৪০তম বিসিএস/৩৪তম বিসিএস]
ক) ৭ই মার্চ, ১৯৭৩ খ) ৫ই মার্চ, ১৯৭৩
গ) ৬ এপ্রিল, ১৯৭৩ ঘ) ১১ই এপ্রিল, ১৯৭৩

৮. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন? [৩৯তম বিসিএস]
ক) প্ল্যানেট ৫০-৫০ খ) এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০
গ) জাতিসংঘ শান্তি পুরস্কার ঘ) সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী

৯. মাত্র ১টি সংসদীয় আসন রয়েছে– [৩৭তম বিসিএস]
ক) লক্ষ্মীপুর জেলায় খ) মেহেরপুর জেলায়
গ) ঝালকাঠী জেলায় ঘ) রাঙ্গামাটি জেলায়

১০. বাংলাদেশের কোন জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়? [৩৭তম বিসিএস]
ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) সপ্তম ঘ) অষ্টম

১১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসেস (BCS) ক্যাডার কতটি? [৩৭তম বিসিএস/ ২৩তম বিসিএস]
ক) ২৬টি খ) ২৭টি
গ) ২৮টি ঘ) ৩১টি

১২. বাংলাদেশের আপিল বিভাগের মোট বিচারক কতজন? [৩৩তম বিসিএস]
ক) ১১ খ) ২১
গ) ৯ ঘ) ৭

১৩. বাংলাদেশধ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হয়– [৩০তম বিসিএস]
ক) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ) ১ নভেম্বর, ২০০৭
গ) ১ ডিসেম্বর, ২০০৭ ঘ) ১৬ এপ্রিল, ২০০৮

১৪. বেসরকারি বিল কাকে বলে? [২৬তম বিসিএস]
ক) স্পীকার যে বিলকে বেসরকারি বলে ঘোষণা দেন
খ) সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল
গ) বিরোধী দলের সদস্যদের উত্থাপিত বিল
ঘ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত কোনো বিল

১৫. বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদে কোন সদস্য নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন? [৩৫তম বিসিএস]
ক) বেগম খালেদা জিয়া খ) শেখ হাসিনা
গ) জমির উদ্দিন সরকার ঘ) আবদুল হামিদ

১৬. জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জমির ওপর নির্মিত? [২১তম বিসিএস]
ক) ৩২০ একর খ) ২১৫ একর
গ) ১৮৫ একর ঘ) ১২২ একর

১৭. জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে? [২১তম বিসিএস]
ক) লুই আই কান খ) মাজাহারুল হক
গ) এফ রহমান খান ঘ) এফ আর খান

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	গ	৪	ঘ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	গ

১১	ক	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	ক						

১. বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে মনোনিত করেন–
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি
গ) মন্ত্রিপরিষদ ঘ) জাতীয় সংসদ

২. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) স্পীকার
গ) রাষ্ট্রপতি ঘ) প্রধান বিচারপতি

৩. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান-
ক) রাষ্ট্রপতি খ) স্পীকার
গ) প্রধান বিচারপতি ঘ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার

৪. এডভোকেট জনাব আবদুল হামিদ বাংলাদেশের-
ক) ১৯তম রাষ্ট্রপতি খ) ২০ ও ২১তম রাষ্ট্রপতি
গ) ২১তম রাষ্ট্রপতি ঘ) ২২তম রাষ্ট্রপতি

৫. বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর 'সুপ্রিম কমান্ডার' কে?
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘ) সেনাবাহিনী প্রধান

৬. বাংলাদেশে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা কার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয়?
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘ) সেনাবাহিনী প্রধান

৭. বাংলাদেশের ন্যাশনাল ট্যুরিজম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কে?
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) স্পীকার ঘ) কোনটিই নয়

৮. কে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন?
ক) জনগণ খ) জাতীয় সংসদ
গ) রাষ্ট্রপতি ঘ) মন্ত্রিসভা

৯. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন–
ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ) তাজউদ্দিন আহমেদ
গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ঘ) শাহ আব্দুল হামিদ

১০. বাংলাদেশের বর্তমান সরকার প্রধান কে?
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) স্পিকার ঘ) প্রধান বিচারপতি

১১. বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজকর্মের জন্য কার কাছে দায়ী?
ক) রাষ্ট্রপতির কাছে খ) জনগণের কাছে
গ) জাতিসংঘের কাছে ঘ) জাতীয় সংসদের কাছে

১২. Which Ministry has the responsibility of price controls in Bangladesh?
ক) Commerce খ) Planning
গ) Finance ঘ) LGRD

১৩. 'গ্রাম আদালত আইনে পরিণত হয়' কত সালে?
ক) ২০০৬ সালে খ) ১৯৭৬ সালে
গ) ২০০০ সালে ঘ) ২০০২ সালে

১৪. বাংলাদেশে ভূমি রেজিস্ট্রেশন নতুন আইন কোন সময়ে কার্যকর হয়?
ক) ২০০৬ সালে খ) ২০১২ সালে
গ) ২০০৮ সালে ঘ) ২০০৯ সালে

১৫. পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স কবে জারি করা হয়?
ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৮৫ সালে
গ) ১৯৯৯ সালে ঘ) ২০০০ সালে

১৬. যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন কত সালে হয়?
ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৯০ সালে
গ) ১৯৯৫ সালে ঘ) ১৯৯৬ সালে

১৭. বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন কে জারী করেন?
ক) আবু সাঈদ চৌধুরী খ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ
গ) জিয়াউর রহমান ঘ) হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ

১৮. বাংলাদেশে গৃহীত এস্টেট একুইজিশন এন্ড টিন্যান্সি অ্যাক্ট কোন সালে পাস হয়?
ক) ১৯৫০ সালে খ) ১৯৫১ সালে
গ) ১৯৯৫ সালে ঘ) ১৯৯০ সালে

১৯. তৎকালীন পূর্ব বাংলার আইনসভা অবস্থিত ছিল?
ক) শেরে বাংলা নগরে খ) জগন্নাথ হলে
গ) তেজগাঁওয়ে ঘ) জগন্নাথ কলেজে

২০. বর্তমান প্রধান বিচারপতি কততম প্রধান বিচারপতি?
ক) ২৩ তম খ) ২০ তম
গ) ২১ তম ঘ) ২২ তম

২১. কোন সালে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করা হয়?
ক) ২০০৫ খ) ২০০৬
গ) ২০০৭ ঘ) ২০০৮

২২. সংবিধানের কত ধারা অনুযায়ী দ্রুত বিচার ট্রাইবুনাল অধ্যাদেশ ২০০২ করা হয়েছে?
ক) ৯২ ধারা খ) ৯৪ ধারা
গ) ৯৩ (১) ধারা ঘ) ৯৬ ধারা

২৩. কোন সালে বাংলাদেশ নিজ সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে?
ক) ১৯৭৪ সালে খ) ১৯৭৫ সালে
গ) ১৯৭৭ সালে ঘ) ১৯৮২ সালে

২৪. কিসের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসংগতি বৃদ্ধি পায়?
ক) রাজনীতির খ) ন্যায়বিচারের
গ) গণতন্ত্রের ঘ) অন্যান্য বিচারের

২৫. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির নাম কী?
ক) এস কে সিনহা খ) এ বি এম খায়রুল ঘশ
গ) হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী ঘ) ফজলুল করিম

২৬. তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে–
ক) ৩ এপ্রিল খ) ৫ এপ্রিল
গ) ৪ এপ্রিল ঘ) ৬ এপ্রিল

২৭. বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেন কত বছর বয়সে?
ক) ৬০ বছর খ) ৬৫ বছর
গ) ৬২ বছর ঘ) ৬৭ বছর

২৮. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল নিষ্পত্তির জন্য গঠিত বেঞ্চের বিচারক সংখ্যা–
ক) ৫জন খ) ৪জন
গ) ৩জন ঘ) ৬জন ।

২৯. আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন জাতীয় সংসদে পাস হয় কোন সালের কত তারিখে?
ক) ১৭ এপ্রিল ২০০২ খ) ৯ এপ্রিল ২০০২
গ) ১৮ মার্চ ২০০২ ঘ) ৩ এপ্রিল ২০০২

৩০. বাংলাদেশ সরকার কবে 'পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ'আইন প্রণয়ন করে?
ক) ১৯৯৮ সালে খ) ২০০০ সালে
গ) ২০০২ সালে ঘ) ২০০৪ সালে

৩১. 'গ্রাম আদালত আইনে' প্রণীত হয়েছে কোন সনে?
ক) ১৯৭৬ সালে খ) ১৯৮৫ সালে
গ) ২০০২ সালে ঘ) ২০০৬ সালে

৩২ বাংলাদেশের আইনে এসিড নিক্ষেপকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি কি?
ক) মৃত্যুদন্ড খ) যাবজ্জীবন কারাদন্ড
গ) সশ্রম কারাদন্ড ঘ) ক্ষতিপূরণ

৩৩. বাংলাদেশ ভূমি রেজিস্ট্রেশন নতুন আইন কোন সময়ে কার্যকর হয়েছে?
ক) ১৩ অক্টোবর, ২০০৭ খ) ১৫ অক্টোবর, ২০০৭
গ) ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ঘ) ২০ অক্টোবর, ২০০৭

৩৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'উপজেলা বাতিল' বিলটি কত সালে পাস করা হয়েছিল?
ক) ১৯৯০ সালে খ) ১৯৯১ সালে
গ) ১৯৯২ সালে ঘ) ১৯৯৩ সালে

৩৫. বিশেষ ক্ষমতা আইন কোন সালে প্রণীত হয়?
ক) ১৯৯৮ সালে খ) ১৯৯১ সালে
গ) ১৯৭৫ সালে ঘ) ১৯৭৪ সালে

৩৬. বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতের আওতায় পড়ে না–
ক) বিবাহ বিচ্ছেদ খ) শিশুর অভিভাবকত্ব
গ) দেনমোহর ঘ) নারী ও শিশু পাচার

৩৭. অ্যাসিড নিক্ষেপন জনিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড বন্ধের লক্ষে গৃহীত অপরাধ দমন আইন পাস হয় কবে?
ক) ১৭ মার্চ ২০০২ খ) ১৫ মার্চ ২০০৩
গ) ১৫ আগষ্ট ২০০৪ ঘ) ১৭ আগষ্ট ২০০৫

৩৮. পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স কবে জারি করা হয়?
ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৮৫ সালে
গ) ১৯৮১ সালে ঘ) ১৯৯১ সালে

৩৯. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয় কবে?
ক) ১৯৪৮ সালে খ) ১৯৮২ সালে
গ) ১৯৫৮ সালে ঘ) ১৯৬১ সালে

৪০. নারীর ক্ষমতায়নের একধাপ বাবার নামের পরেই মায়ের নাম লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কবে?
ক) আগষ্ট, ২০০০ সালে খ) জুলাই ২০০২ সালে
গ) আগষ্ট ২০০৪ সালে ঘ) নভেম্বর ২০০৪ সালে

৪১. ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন বাংলাদেশে কবে থেকে কার্যকর হয়?
ক) ১ জুলাই ২০০৫ সালে খ) ১৫ আগষ্ট ২০০৫
গ) আগষ্ট ২০০৪ সালে ঘ) নভেম্বর ২০০৪ সালে

৪২. ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবারিক আইন কোন ক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখছে?
ক) নারী কল্যাণ খ) শিশুকল্যাণ
গ) বৈবাহিক সংস্কার ঘ) পূর্বের তিন ক্ষেত্রেই

৪৩. যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে?
ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৬১ সালে
গ) ১৯৯৫ সালে ঘ) ১৯৪৮ সালে

৪৪. বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন কে জারি করেন?
ক) আবু সাইদ চৌধুরী খ) খোন্দকার মোশতাক আহমেদ
গ) জিয়াউর রহমান ঘ) মোহাম্মদ উল্লাহ

৪৫. বাংলাদেশে গৃহীত এস্টেট একুইজিশন এন্ড টেনালি অ্যাক্ট কোন সালে পাস হয়?
ক) ১৯৫০ সালে খ) ১৯৫১ সালে
গ) ১৯৫২ সালে ঘ) ১৯৬১ সালে

৪৬. বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর লক্ষ্য-
ক) সরকারের গোপন বিষয়াদি জানা
খ) ব্যক্তির গোপন বিষয়াদি জানা
গ) সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
ঘ) প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোপনীয়তা রক্ষা করা

৪৭. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন কোন সাল থেকে কার্যকর করা হয়?
ক) ২০০৫ সালে খ) ২০০৬ সালে
গ) ২০০৭ সালে ঘ) ২০০৯ সালে

৪৮. সংশোধিত আইনের চূড়ান্ত খসড়া অনুসারে ইভটিজিং-এর সর্বোচ্চ শাস্তি কত বছরের কারাদন্ড?
ক) ১ বছর খ) ৫ বছর
গ) ৭ বছর ঘ) ১০ বছর

৪৯. বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণীত হয়–
ক) ১৯৭০ সালে খ) ১৯৭২ সালে
গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ২০০৬ সালে

উত্তরমালা

১	খ	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	ক	৬	খ	৭	খ	৮	গ	৯	খ	১০	খ
১১	ঘ	১২	ক	১৩	ক	১৪	খ	১৫	খ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ক
২১	গ	২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	খ	৩০	গ
৩১	ঘ	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	গ	৩৫	ঘ	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	গ
৪১	ক	৪২	ঘ	৪৩	ক	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	ক	৪৯	গ		

১. সরকারি পরীক্ষা (অপরাধ) আইন কবে প্রণীত হয়?
ক) ১৯৮১ সালে খ) ১৯৮০ সালে
গ) ১৯৮৫ সালে ঘ) ১৯৮২ সালে

২. জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহবান করেন?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি
গ) স্পিকার ঘ) প্রধান বিচারপতি

৩. জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জমির উপর নির্মিত?
ক) ২০০ একর খ) ২২০ একর
গ) ২১৫ একর ঘ) ৩০০ একর

৪. জাতীয় সংসদের প্রতীক কী?
ক) পাটগাছ খ) শাপলা
গ) কাঁঠাল ঘ) চারিদিকে ধান গাছ বেষ্টিত নৌকা

৫. জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা কত?
ক) ৫৫ টি খ) ৪৫ টি
গ) ৬০ টি ঘ) ৫০ টি

৬. কোন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ভাষণ দেন?
ক) রিচার্ড নিক্সন খ) মার্শাল জোসেফ টিটো
গ) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ঘ) জওহর লাল নেহেরু

৭. জাতীয় সংসদ কয় কক্ষ বিশিষ্ট?
ক) এক খ) দুই
গ) তিন ঘ) চার

৮. ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা কত?

ক) ৭ টি খ) ৯ টি
গ) ১৩ টি ঘ) ১৫ টি

৯. বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সংসদে কতজন নির্বাচিত মহিলা সদস্য আছে?
ক) ৫ জন খ) ৭ জন
গ) ৮ জন ঘ) ২২ জন

১০. জাতীয় সংসদের ১ নং আসন কোনটি?
ক) পঞ্চগড় খ) বান্দরবান
গ) নারায়ণগঞ্জ ঘ) দিনাজপুর

১১. অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য মন্ত্রীসভা কার নিকট দায়ী থাকে?
ক) জনগনের কাছে খ) রাষ্ট্রপতির কাছে
গ) সংসদের কাছে ঘ) প্রধানমন্ত্রীর কাছে

১২. জাতীয় সংসদ কবে উদ্বোধন করা হয়?
ক) ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮০ খ) ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮২
গ) ২৮ জানুয়ারি ১৯৮৪ ঘ) ২৯ জানুয়ারি ১৯৮৫

১৩. সংসদের অধিবেশন সমাপ্ত হবার কতদিন পর আবার ডাকা বাধ্যতামূলক?
ক) ৩০ খ) ৮
গ) ৬০ ঘ) ৭০

১৪. বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে কবে?
ক) ৬ আগস্ট ১৯৯১ খ) ৬ আগস্ট ১৯৯৯
গ) ৭ আগস্ট ১৯৯০ ঘ) ৮ আগস্ট ১৯৯৬

১৫. বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় সংসদ হলো–
ক) ৪র্থ খ) দ্বাদশ
গ) ১০ম ঘ) একাদশ

১৬. নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের আইনজীবীদের তালিকাভুক্তি করণের সাথে সম্পর্কিত?
ক) বার কাউন্সিল খ) জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন
গ) আইন কমিশন ঘ) সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালত

১৭. বিচার বিভাগের কাজ কি?
ক) আইন প্রণয়ন খ) বাজেট পাস
গ) দন্ড বিধান ঘ) আইনসভা আহবান

১৮. বিচার বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?
ক) আইন প্রণয়ন খ) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
গ) সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান ঘ) সরকারকে পরামর্শ দেয়া

১৯. দোষী ও অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য রাষ্ট্র কি স্থাপন করেছে?
ক) আইন বিভাগ খ) পুলিশ বিভাগ
গ) বিচারালয় ঘ) সেনাবাহিনী

২০. কিসের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসংগতি বৃদ্ধি পায়?
ক) রাজনীতির খ) ন্যায় বিচারের
গ) গণতন্ত্রের ঘ) অন্যান্য বিচারের

২১. অপরাধ বলতে কি বুঝায়?
ক) আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন
খ) অপরের জন্য ক্ষতিকর কর্ম
গ) পূর্ব পরিকল্পিত ক্ষতিকর কর্ম সম্পাদন
ঘ) সবগুলো সঠিক

২২. কোনটি বিচার বিভাগের কাজ নয়?
ক) আইন প্রয়োগ খ) আইনের ব্যাখ্যা
গ) সংবিধানের ব্যাখ্যা ঘ) সংবিধান প্রণয়ন

২৩. বর্তমানে বাংলাদেশের আপিল বিভাগের মোট বিচারক কত জন?
ক) ৭ খ) ২১
গ) ৯ ঘ) ১৫

২৪. সংবিধানের ৯৪ (২) ধারা মোতাবেক বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির সংখ্যা কত?
ক) ৫জন খ) ৭জন
গ) ৯ জন ঘ) ১১জন

২৫. তিন পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান) জেলা ও দায়রা জজ আদালত চালু হয় কবে?
ক) ১ জানুয়ারি ২০০৮ খ) ১ জুলাই ২০০৮
গ) ১ জানুয়ারি ২০০৯ ঘ) ১ জুলাই ২০০৯

২৬. নিম্নে উল্লিখিত ফৌজদারি আদালতের যে তালিকা দেয়া হলো তার মধ্যে কোনটির অবস্থান প্রথম হওয়া উচিত বলে মনে করেন?
ক) দায়রা জজ আদালত
খ) মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত
গ) দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট
ঘ) প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

২৭. যৌতুক দেওয়া ও নেওয়ার সর্বোচ্চ শাস্তি–
ক) ১০ বছর কারাদন্ড খ) মৃত্যুদণ্ড
গ) যাবজ্জীবন কারাদন্ড ঘ) পাঁচ বছর কারাদণ্ড

২৮. Constitutional Law of Bangladesh-এর রচয়িতা হলেন–
ক) মাহমুদুল ইসলাম খ) সাহাবুদ্দীন আহমেদ
গ) ব্যারিস্টার আ. আলিম ঘ) মোঃ জসিম আলী

২৯. বাংলাদেশে স্বাধীন বিচার বিভাগ গঠিত হয় কখন?
ক) ১ নভেম্বর ২০০৭ খ) ২ নভেম্বর ২০০৭
গ) ১ ডিসেম্বর ২০০৭ ঘ) ২ ডিসেম্বর ২০০৭

৩০. বাংলাদেশ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হয়–
ক) ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৬ খ) ১ নভেম্বর ২০০৭
গ) ১৬ মার্চ ২০০৭ ঘ) ১৬ এপ্রিল ২০০৮

৩১. সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মামলার রায় দেয়া হয় কোন সালে?
ক) ১৯৯৬ খ) ১৯৯৭ গ) ১৯৯৮ ঘ) ১৯৯৯

৩২. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মামলার বাদী–
ক) মোস্তফা কামাল খ) আমিরুল ইসলাম
গ) মাজদার হোসেন ঘ) ড. কামাল হোসেন

৩৩. মাজদার হোসেন মামলার পরিণতি–
ক) স্বাধীন নির্বাচন কমিশন
খ) প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল প্রতিষ্ঠা
গ) বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ
ঘ) স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

৩৪. যে বহুল আলোচিত মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন সেটি হলো–
ক) মাজদার হোসেন বনাম বাংলাদেশ
খ) হালিমা খাতুন বনাম বাংলাদেশ
গ) আকবর হোসেন বনাম বাংলাদেশ
ঘ) আয়োনার হোসেন বনাম বাংলাদেশ

৩৫. কততম সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়?
ক) ৪র্থ সাংবিধানিক সংশোধন
খ) ৮ম সাংবিধানিক সংশোধন
গ) ৬ষ্ঠ সাংবিধানিক সংশোধন
ঘ) ৭ম সাংবিধানিক সংশোধন

৩৬. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ দায়িত্ব নেন–
ক) হাইকোর্টের

খ) লেবার কোর্টের
গ) নিম্ন দেওয়ানি আদালতের
ঘ) নিম্ন ফৌজদারি আদালতের

৩৭. বাংলাদেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতসমূহ কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত?
ক) জনপ্রশাসন
খ) আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ) স্বাররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে
ঘ) কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয়

৩৮. নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগের কার্যাবলী যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তা হলো–
ক) পাবলিক সার্ভিস কমিশন
খ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ) জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন
ঘ) সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ

৩৯. জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য আইন কোনটি?
ক) সালিশি আইন খ) বেসরকারি আইন
গ) দেওয়ানী আইন ঘ) ফৌজদারী আইন

৪০. দায়রা আদালত কোন অপরাধের বিচার করতে পারে না?
ক) হত্যা খ) ডাকাতি
গ) অবৈধ অস্ত্র দখলে রাখা ঘ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা

৪১. কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ কোন ধারায় যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে?
ক) ৫৪ ধারা খ) ১৪৪ ধারা
গ) ৪২০ ধারা ঘ) ১৬৪ ধারা

৪২. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কোন ধারায় 'বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা' সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক) ৫০ ধারা খ) ৫৩ ধারা
গ) ৫৫ ধারা ঘ) ৫৭ ধারা

৪৩. দন্ডবিধির কোন ধারায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার বেশি আটক রাখা যাবে না উল্লেখ আছে?
ক) ৬০ ধারায় খ) ৬১ ধারায়
গ) ১৬৭ ধারায় ঘ) ৬২ ধারায়

৪৪. মানুষের চলাচল, আচরণ ও কর্মকাণ্ডের ওপর বিধি নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য জারী করা হয়–
ক) ১৪৪ ধারা খ) ৫৪ ধারা
গ) ৪২০ ধারা ঘ) ১৬৪ ধারা

৪৫. কোন ব্যক্তির জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়–
ক) ১৫৪ ধারা খ) ১৬৪ ধারা
গ) ১৫৮ ধারা ঘ) ১০১ ধারা

৪৬. Penal code অনুযায়ী কোন ধারার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় না?
ক) ৩০২ খ) ৩০৩
গ) ৩০৪ ঘ) ৩৯৬

৪৭. Cheating- এর সংজ্ঞা পেনাল কোর্ডের কোন ধারায় আছে?
ক) ৪২০ খ) ৪১৭
গ) ৪১৯ ঘ) ৪১৫

৪৮. দণ্ডবিধির কত ধারায় জালিয়াতির অপরাধের শাস্তির বিধান উল্লেখ আছে?
ক) ৪৫৬ ধারা খ) ৪৬৪ ধারা
গ) ৪৬৫ ধারা ঘ) ৪৫৮ ধারা

৪৯. FIR এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কি?
ক) First Information Report
খ) First Investigation Report
গ) Fist Intelligence Report
ঘ) Federal Investigation Report

৫০. FIR কার নিকট দায়ের করা যায়?
ক) স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট খ) বিচারকারী আদালত
গ) স্থানীয় থানা ঘ) কোনোটিই নয়

৫১. 'প্যারোল' অর্থ-
ক) মামলা বাতিল ও মুক্তি খ) আদালতের আদেশে মুক্তি
গ) নির্বাহী আদেশে মুক্তি ঘ) জামিনে মুক্তি

৫২. Adverse witness হলো–
ক) প্রতিকূল সাক্ষী
খ) যে পক্ষ সাক্ষী আহবান করেন এবং সাক্ষী তার বিরুদ্ধে বলে
গ) হোস্টাইল সাক্ষী ঘ) সবগুলো সঠিক

৫৩. যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয় কত সালে?
ক) ১৯৮০ খ) ১৯৬১
গ) ১৯৫৫ ঘ) ১৯৮০

৫৪. Judicial Confession হলো–
ক) আদালতে চার্জ গঠনের সময় দোষ স্বীকার
খ) জনগণের নিকট দোষ স্বীকার
গ) পুলিশের নিকট দোষ স্বীকার
ঘ) ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ আসামীর দোষ স্বীকার

৫৫. Peadings -এর অর্থ কি?
ক) আরজী খ) লিখিত জবাব
গ) আরজী বা লিখিত জবাব ঘ) উকিলের বক্তব্য

56. The mening of *Amicus* Curiae is-
ক) Friend of Courts
খ) Advisor of the Coun
গ) Solicitor of the Court
ঘ) Justice of the Coun

৫৭. Transfer of foreign fugitive to his home countey is _
ক) Extratition খ) Asylum
গ) Enterte ঘ) Detente

৫৮. সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য কতজন?
ক) চার জন খ) সাত জন
গ) তিন জন ঘ) এগার জন

৫৯. বাংলাদেশ কোড-
ক) ফোন কোড খ) আইন সংকলন
গ) ইন্টারনেট ডোমেন ঘ) আইএসপি

৬০. বাংলাদেশের দণ্ডবিধি প্রণীত হয়–
ক) ১৮৭০ সালে খ) ১৮৬০ সালে
গ) ১৯৮০ সালে ঘ) ২০০৬ সালে

৬১. ১৪৪ ধারা সর্বাধিক পরিচিত কোন আইনে?
ক) দণ্ডবিধি খ) সাক্ষ্য আইনে
গ) ফৌজদারী কার্যবিধি ঘ) কোনটিতেই নয়

৬২. বাংলাদেশের ফৌজদারী কার্যবিধি প্রণীত হয়–
ক) ১৯৯০ সালে খ) ১৮৯৮ সালে
গ) ১৯৪৭ সালে ঘ) ১৭৭৩ সালে

৬৩. ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন কোন ক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখছে?
ক) নারী কল্যাণ খ) শিশু কল্যাণ
গ) বৈবাহিক সংস্কার ঘ) পূর্বের তিন ক্ষেত্রেই

৬৪. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ এবং পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ প্রণীত হয় যথাক্রমে–
ক) ১৯৬১ এবং ১৯৮৫ খ) ১৯৬২ এবং ১৯৮০
গ) ১৮২৯ এবং ১৯৮৩ ঘ) ১৯৬০ এবং ১৯৭৪

৬৫. বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতের আওতায় পড়ে না–
ক) বিবাহ বিচ্ছেদ খ) নারী ও শিশু পাচার
গ) শিশুর অভিভাবকত্ব ঘ) দেন মোহার

৬৬. বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারি হয়–
ক) ১৯৭৪ সালে খ) ১৯৭৬ সালে
গ) ১৯৭৮ সালে ঘ) ১৯৮০ সালে

৬৭. কোন নীতি অনুসারে পিতা মাতার নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সন্তানের নাগরিকতা নির্ধারিত হয়?
ক) জন্মনীতি খ) জন্মস্থান
গ) অনুমোদন নীতি ঘ) কোনটিই নয়

৬৮. মুসলিম আইন অনুসারে পিতামাতার সম্পদে একজন কন্যার অংশ পুত্রের অংশের কত শতাংশ
ক) ২০% খ) ৫০%
গ) ৩০% ঘ) ২৩%

৬৯. বাংলাদেশে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' কত সালে প্রণীত হয়েছিল?
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৪
গ) ১৯৭৫ ঘ) ১৯৭৭

৭০. বাংলাদেশে শিশু আইন প্রণীত হয়–
ক) ১৯৭৪ সনে খ) ১৯৭৬ সনে
গ) ১৯৭৮ সনে ঘ) ১৯৮০ সনে

৭১. ২০১৩ সালের শিশু আইনানুযায়ী বাংলাদেশের শিশুদের বয়স কত পর্যন্ত?
ক) ১২ খ) ১৪
গ) ১৬ ঘ) ১৮

৭২. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কত বছরের নিচে শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না?
ক) ১২ বছর খ) ১৪ বছর
গ) ১৬ বছর ঘ) ১৮ বছর

৭৩. বাংলাদেশের উত্তরাধিকার নীতি–
ক) পিতৃসূত্রীয় খ) মাতৃসূত্রীয়
গ) মাতৃতান্ত্রিক ঘ) পিতৃতান্ত্রিক

৭৪. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স কত?
ক) ১৮ ও ২১ খ) ১৮ ও ২০
গ) ১৮ ও ১৮ ঘ) ১৮ ও ২৫

৭৫. বাংলাদেশের মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স?
ক) ১৪ বছর খ) ১৮ বছর
গ) ১৬ বছর ঘ) ২২ বছর

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	গ	৪	খ	৫	ঘ	৬	খ	৭	ক	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	ক
১১	গ	১২	খ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	গ	২০	খ
২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	খ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	ক	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	খ	৩৬	ঘ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	গ
৪১	ক	৪২	গ	৪৩	খ	৪৪	ক	৪৫	খ	৪৬	গ	৪৭	ঘ	৪৮	গ	৪৯	ক	৫০	গ
৫১	গ	৫২	ঘ	৫৩	ক	৫৪	ঘ	৫৫	গ	৫৬	ক	৫৭	ক	৫৮	গ	৫৯	খ	৬০	খ
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	ঘ	৬৪	ক	৬৫	খ	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	খ	৭০	ক
৭১	ঘ	৭২	খ	৭৩	ক	৭৪	ক	৭৫	খ										

১. বাংলাদেশের সংবিধানে কোন অনুচ্ছেদে 'বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি' -এর কথা উল্লেখ্য করা হয়েছে? [৪৪তম বিসিএস]
ক) ৮১ খ) ৮৫
গ) ৮৭ ঘ) ৮৮

২. বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় কী ছিল? [৪১তম বিসিএস]
ক) বহুদলীয় ব্যবস্থা খ) বাকশাল
গ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার* ঘ) সংসদে মহিলা আসন

৩. প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা কার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয়? [৩৯তম বিসিএস]
ক) রাষ্ট্রপতি খ) মন্ত্রী
গ) সচিব ঘ) প্রধানমন্ত্রী

৪. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন কে? [৩৯তম বিসিএস]
ক) জাতীয় সংসদ খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) স্পীকার ঘ) রাষ্ট্রপতি

৫. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবার ন্যূনতম বয়স কত? [৩৯তম বিসিএস/ ১৮তম বিসিএস]
ক) ২৫ বছর খ) ১৮ বছর
গ) ৩০ বছর ঘ) ৩৫ বছর

৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার ন্যূনতম বয়স- [৩৮তম বিসিএস]
ক) ৩০ বছর খ) ৩৫ বছর
গ) ৪০ বছর ঘ) ৪৫ বছর

৭. আইন প্রণয়নের ক্ষমতা- [৩৮তম বিসিএস]
ক) আইন মন্ত্রণালয়ের খ) রাষ্ট্রপতির
গ) স্পীকারের ঘ) জাতীয় সংসদের

৮. জাতীয় সংসদে 'কাস্টিং ভোট' কি? [৩৭তম বিসিএস]

ক) সংসদ নেতার ভোট খ) হুইপের ভোট
গ) স্পীকারের ভোট ঘ) রাষ্ট্রপতির ভোট

৯. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (BCS) ক্যাডার কতটি?
[৩৭তম বিসিএস/ ২১তম বিসিএস/ ২৩তম বিসিএস]
ক) ২৬টি খ) ২৭টি
গ) ২৮টি ঘ) ৩১টি

১০. মাত্র ১ টি সংসদীয় আসন- [৩৭তম বিসিএস]
ক) লক্ষ্মীপুর জেলায় খ) মেহেরপুর জেলায়
গ) ঝালকাঠী জেলায় ঘ) রাঙ্গামাটি জেলায়

১১. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কয় কক্ষ বিশিষ্ট? [৩৬তম বিসিএস]
ক) এক কক্ষ খ) দুই বা দ্বিকক্ষ
খ) তিন কক্ষ ঘ) বহুকক্ষ বিশিষ্ট

১২. বাংলাদেশের সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি কোন অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত হয়েছে? [৩৫তম বিসিএস]
ক) ১১০ খ) ১১৫
গ) ১১৭ ঘ) ১১২

১৩. বাংলাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা কত? [৩৫তম বিসিএস]
ক) ৪৫৫৪ খ) ৪৫৫০
গ) ৪৫৭১ ঘ) ৪৬০০

১৪. বাংলাদেশের সংবিধানে (Constitution) এ পর্যন্ত কতবার সংশোধন (Amendment) করা হয়েছে? [৩৩তম বিসিএস]
ক) ১৭ খ) ১৫
খ) ২০ ঘ) ১৯

১৫. বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট ইউনিয়ন কোনটি?
[২৯তম বিসিএস/ ২৮তম বিসিএস/ চবি (বি ইউনিট)]
ক) সেন্ট মার্টিন খ) লালপুর
গ) হিলি ঘ) লালমোহন

১৬. প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপ্রতি প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ এককভাবে করতে পারেন? [২১তম বিসিএস]
ক) প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
খ) প্রধান নির্বাচন কমিশন নিয়োগ
গ) অডিটর জেনারেল নিয়োগ
ঘ) পাবলিক সার্ভিসেস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ

১৭. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা কয়টি? [২০তম/ ১৫তম বিসিএস]
ক) ২৫ খ) ৩০
গ) ৪৫ ঘ) কোনোটিই নয়

১৮. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে?
[বাতিলকৃত ২৪তম বিসিএস]
ক) President
খ) The members of the parliament
গ) Prime Minister
ঘ) Speaker

১৯. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে কোরাম হয় কত সদস্যের উপস্থিতিতে?
[২৫তম বিসিএস/ ২১ তম বিসিএস]
ক) ৫৭ খ) ৬০
গ) ৬২ ঘ) ৬৫

২০. জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জমির উপর নির্মিত? [২১তম বিসিএস]
ক) ৩২০ একর খ) ২১৫ একর
গ) ১৮৫ একর ঘ) ১২২ একর

২১. জাতীয় সংসদ ভবনের স্থাপতি কে? [২১তম বিসিএস]
ক) মাজহারুল হক খ) লুই আই কান
গ) এফ আর খান ঘ) নভেরা আহমেদ

২২. বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ সালে কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? [১৩তম বিসিএস]
ক) ১৬ ফেব্রুয়ারি খ) ২৭ ফেব্রুয়ারি
গ) ২ মার্চ ঘ) ৪ মার্চ

২৩. বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা চালু হয় সংবিধানের কত নম্বর সংশোধনীয় মাধ্যমে?
[২০তম বিসিএস/ ১৬তম বিসিএস/ বেপজা'র সহকারী ম্যানেজার: ২১]
ক) ১০ খ) ১১
গ) ১২ ঘ) ১৩

২৪. ১৯৯০ এর গণঅভ্যুত্থানে কোন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
ক) শ্রমিক পরিষদ খ) কর্মচারী পরিষদ
গ) শ্রমিক-কর্মচারী পরিষদ ঘ) শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ

২৫. বাংলাদেশে প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?
ক) জেলা খ) উপজেলা
গ) থানা ঘ) ইউনিয়ন

২৬. কোনটি সক্রিয় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান?
ক) জেলা পরিষদ খ) উপজেলা পরিষদ
গ) ইউনিয়ন পরিষদ ঘ) গ্রাম পরিষদ

২৭. কোনটি স্থানীয় প্রশাসনের অঙ্গ নয়?
ক) জেলা খ) উপজেলা
গ) ইউনিয়ন ঘ) বিভাগ

২৮. খাদ্য অধিদপ্তর কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
ক) কৃষি খ) অর্থ
গ) খাদ্য ও দুর্যোগ ঘ) স্থানীয় সরকার

২৯. মন্ত্রিপরিষদের প্রধান কে?
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) মন্ত্রিপরিষদ সচিব ঘ) মুখ্য সচিব

৩০. বাংলাদেশের বর্তমান সরকার প্রধান কে?
ক) Prime Minister খ) Preseident
গ) Speaker ঘ) Chief of Justice

৩১. কয়টি শাখা নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসন গঠিত?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৩২. বাংলাদেশের সর্বশেষ মন্ত্রণালয় কোনটি?
ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
খ) মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়
গ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ঘ) রেলপথ মন্ত্রণালয়

৩৩. অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত কে থাকেন?
ক) সচিব খ) মন্ত্রী
গ) মহাপরিচালক ঘ) পরিচালক

৩৪. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি–
ক) এককেন্দ্রিক খ) রাজতন্ত্র
গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ঘ) রাষ্ট্রপতি শাসিত

৩৫. সচিব কার অধীনে কাজ করে?
ক) মন্ত্রীর খ) রাষ্ট্রপতির
গ) সরকার প্রধানের ঘ) প্রধানমন্ত্রীর

৩৬. মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী প্রধান কে?

ক) রাষ্ট্রপতি খ) সচিব
গ) মন্ত্রী ঘ) প্রধানমন্ত্রী

৩৭. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের কততম সংশোধনীর মাধ্যমে রদ করা হয়েছে?
ক) ১২তম খ) ১৩তম
গ) ১৪তম ঘ) ১৫তম

৩৮. সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কবে?
ক) ২৯ অক্টোবর ২০০৬ খ) ২২ নভেম্বর ২০০৬
গ) ১১ জানুয়ারি ২০০৭ ঘ) ১৭ জানুয়ারি ২০০৭

৩৯. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নিচের কোনটির কার্যক্রমকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে?
ক) আইন বিভাগ খ) শাসন বিভাগ
গ) বিচার বিভাগ ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

৪০. ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ বিষয়ের উপদেষ্টা কে ছিলেন?
ক) হাফিজ উদ্দিন খান খ. সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী
গ) ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ ঘ. আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী

৪১. In Bangladesh what is one-eleven mostly known for—
ক) attack on twin-towers in New York
খ) tokeover by army-led cartaker government
গ) unleashing of attack by Yahia Khan
ঘ) arrest of sheikh Hasian & Khaleda Zia

৪২. বাংলাদেশের দেশরক্ষা বাহিনীর সংগঠন বিভক্ত-
ক) দুভাগে খ) পাঁচ ভাগে
গ) চার ভাগে ঘ) তিন ভাগে

৪৩. Which one is a Defence Service in Bangladesh?
ক) Army খ) Police
গ) BDR ঘ) Fire Brigade

৪৪. Which one is not a defense Service in Bangladesh?
ক) Army (সেনাবাহিনী) খ) Navy (নৌবাহিনী)
গ) BGB (বিজিবি) ঘ) None of these

৪৫. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদরদপ্তর কোথায়?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
গ) যশোর ঘ) খুলনা

৪৬. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদ-
ক) জেনারেল খ) লেফটেন্যান্ট জেনারেল
গ) ফিল্ড মার্শাল ঘ) ভাইস-এডমিরাল

৪৭. সেনাবাহিনীতে নিচের চারটি পদের কোনটি সর্বোচ্চ?
ক) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খ) লেফটেন্যান্ট জেনারেল
গ) মেজর জেনারেল ঘ) লেফটেনেন্ট কর্নেল

৪৮. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহনীর কোন পর্যায়ের উপাধি অ্যাডমিরাল?
ক) সেনাবাহিনী খ) পুলিশ বাহিনী
গ) নৌ-বাহিনী ঘ) বিমান বাহিনী

৪৯. জাহনাবাদ সেনানিবাস কোন জেলায়?
ক) রাজশাহী খ) চট্টগ্রাম
গ) সিলেট ঘ) খুলনা

৫০. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম রণতরীর নাম কি?
ক) বিএনএস পদ্মা খ) বিএনএস হাজী মহসীন
গ) বিএনএস বাশার ঘ) বিএনএস ঈশা খা

৫১. বাংলাদেশের প্রথম নৌবহরের নাম-
ক) ঈসা খান খ) মোয়জ্জেম
গ) বঙ্গবন্ধু ঘ) তিতুমীর

৫২. বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
ক) পতেঙ্গা খ) মংলা
গ) কক্সবাজার ঘ) কুয়াকাটা

৫৩. বাংলাদেশ 'মিলিটারি একাডেমি' কোথায় অবস্থিত?
ক) চট্টগ্রামের জলদিয়াতে খ) চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে
গ) ঢাকার কুর্মিটোলায় ঘ) রাজশাহীর সারদায়

৫৪. বাংলাদেশের এয়ারফোর্স ট্রেনিং সেন্টার কোথায়?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
গ) যশোর ঘ) রাজশাহী

৫৫. নিচের কোথায় বাংলাদেশের একমাত্র মেরিন একাডেমি অবস্থিত?
ক) ঢাকার সাভারে খ) খুলনার রূপসার
গ) চট্টগ্রামের জলদিয়ায় ঘ) কক্সবাজারে

৫৬. 'সোর্ড অব অনার' সম্মান প্রদান উল্লিখিত কোন শ্রেণির সাথে সম্পর্কিত?
ক) সেনাবাহিনী খ) নৌ-বাহিনী
গ) বিমান বাহিনী ঘ) সব কয়টি

৫৭. বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন কে জারি করেন?
ক) আবু সাঈদ খ) খোন্দকার মোশতাক আহমেদ
গ) জিয়াউর রহমান ঘ) মোহাম্মদ উল্লাহ

৫৮. সামরিক শাসন জারি হলে জনগণের–
ক) সার্বভৌমত্ব থাকে না খ) সার্বভৌমত্ব সংরক্ষিত হয়
গ) সার্বভৌমত্ব উহ্য থাকে ঘ) সার্বভৌমত্ব সংরক্ষিত থাকে না

৫৯. যে কারণে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে–
ক) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম
খ) স্থলমাইন উদ্ধার
গ) মানব কল্যাণ কার্যক্রম
ঘ) দেশের বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রমে অংগ্রহণ

৬০. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাত পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান কে ছিলেন?
ক) মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান
খ) মেজর জেনারেল মঞ্জুর
গ) মেজর জেনারেল এ. কে. এম শফিউল্লাহ
ঘ) মেজর জেনারেল এরশাদ

৬১. বাংলাদেশ রাইফেলস্-এর সর্বপ্রথম গঠনকালীন নাম কি ছিল?
ক) বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারস ফোর্স
খ) আসাম বেঙ্গল ফ্রন্টিরারস ফোর্স
গ) ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস
ঘ) রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন

৬২. বাংলাদেশে রাইফেলস এর বর্তমান নাম কি?
ক) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ খ) বর্ডার রাইফেস গার্ড
গ) বর্ডার অপারেশন ফ্রন্ট ঘ) বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড

৬৩. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বাহিনীর নাম কি?
ক) প্রেসিডেন্টস গার্ড রেজিমেন্ট
খ) প্রেসিডেন্টস গার্ড ব্যাটালিয়ন
গ) প্রেসিডেন্টস গার্ড ফোর্স
ঘ) প্রেসিডেন্টস সিকিউরিটি ফোর্স

৬৪. বিডিআর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় কবে?
ক) ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ) ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬
গ) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঘ) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

৬৫. বঙ্গ-ভারত উপমহাদেশের প্রথম পুলিশ ব্যবস্থা কে চালু করেন?

ক) মিবার্ড খ) সম্রাট আকবর
গ) লর্ড ক্যানিং ঘ) সম্রাট শাহজাহান

৬৬. কোনটি সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে?
ক) বিচারকগণ খ) আমলাগণ
গ) আইনশৃঙ্খলাবাহিনী ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

৬৭. র‍্যাব গঠনের লক্ষ্যে আইন পাস হয় কত তারিখে?
ক) ১৬ জুলাই ২০০২ খ) ৬ জুন ২০০৩
গ) ৯ জুলাই ২০০৪ ঘ) ৩০ জুলাই ২০০৫

৬৮. সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব কবে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে?
ক) ২০ মার্চ, ২০০৩ খ) ২৬ মার্চ, ২০০৪
গ) ১৫ জানুয়ারি, ২০০৫ ঘ) ৩০ ডিসেম্বর ২০০৩

৬৯. বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নবগঠিত র‍্যাব এর পূর্ব নাম কি ছিল?
ক) সিআডি খ) র‍্যাট
গ) নিব ঘ) কোনোটিই নয়

৭০. বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি কোথায় অবস্থিত?
ক) ঢাকা জেলার সাভারে
খ) চট্টগ্রাম জেলার ভাটিয়ারীতে
গ) কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে
ঘ) রাজশাহী জেলার সারদায়

৭১. সারদা পুলিশ একাডেমির বর্তমান নাম কী?
ক) বাংলাদেশ পুলিশ খ) পুলিশ ফোর্স
গ) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি ঘ) পুলিশ ইন্টারন্যাশনাল

৭২. পুলিশের ঘুষ ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সেল গঠন করা হয়েছে তার নাম কি?
ক) সেন্টাল ইন্টেলিজেন্স খ) সিকিউরিটি সেল
গ) র‍্যাট ঘ) কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স

৭৩. বাংলাদেশ RAB-এর পূর্ণরূপ কী?
ক) রেড আর্মি ব্রিগেড
খ) র‍্যাপিড আর্মি ব্যাটালিয়ন
গ) র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
ঘ) র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্রিগেড

৭৪. কোন আইন সংস্কার করে র‍্যাব (RAB) গঠন করা হয়?
ক) ডিএমপি এ্যাক্ট ১৯৭৬
খ) র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ান এ্যাক্ট ২০০৩
গ) ডিবি পুলিশ এ্যাক্ট ১৯৮৩
ঘ) আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এ্যাক্ট ১৯৭৯

৭৫. কোনটি সাংবিধানিক পদ নয়?
ক) প্রধান নির্বাচন কমিশনার
খ) চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন
গ) চেয়ারম্যান, মানবাধিকার কমিশন
ঘ) কনট্রোলার ও অডিটর জেনারেল

৭৬. বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স কত?
ক) ১৬বছর খ) ১৮বছর
গ) ২০বছর ঘ) ২১বছর

৭৭. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য কি?
ক) সরকারি স্বার্থ উদ্ধার খ) সম্প্রদায়ের স্বার্থ উদ্ধার
গ) গোষ্ঠী স্বার্থ উদ্ধার ঘ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থ উদ্ধার

৭৮. বাংলাদেশে প্রথম উপজেলা নির্বাচন হয় কোন সালে?
ক) ১৯৮৬ সালে খ) ১৯৮৩ সালে
গ) ১৯৮৪ সালে ঘ) ১৯৮৫সালে

৭৯. নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-
ক) ২৯ডিসেম্বর ২০০৮ খ) ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮
গ) ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ ঘ) ০১ জানুয়ারি ২০০৯

৮০. বহুদলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে কখন বাংলাদেশের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৭৩ খ) ১৯৭৬
গ) ১৯৭৯ ঘ) ১৯৯১

৮১. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালীন শেখ মুজিবুর রহমান নিচের কি ছিলেন?
ক) যুগ্ম সম্পাদক খ) সম্পাদক
গ) সহসভাপতি ঘ) সভাপতি

৮২. ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে?
ক) মুসলিম লীগ খ) আওয়ামী লীগ
গ) পিপলস পার্টি ঘ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

৮৩. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠিত হয়েছিল?
ক) ঢাকায় খ) মেহেরপুর
গ) চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে ঘ) আগরতলায়

৮৪. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কোন সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৪৮ খ) ১৯৪৯
গ) ১৯৫০ ঘ) ১৯৫২

৮৫. ঐতিহাসিক ছয় দফা কে ঘোষণা করেন?
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) এ. কে. ফজলুল হক ঘ) মওলানা ভাসানী

৮৬. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত বছর?
ক) ৪৫ খ) ২৫
গ) ৩০ ঘ) ৩৫

৮৭. বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল কবে?
ক) ২৬মার্চ ১৯৭১ খ) ১১এপ্রিল ১৯৭১
গ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২

৮৮. কৃষক শ্রমিক পার্টি নেতা ছিলেন-
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী খ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
গ) এ কে ফজলুল হক ঘ) মওলানা ভাসানী

৮৯. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন-
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদ্দী
খ) মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
গ) শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ) মওলানা ভাসানী

৯০. বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ঘটনাটি আগে ঘটেছিল-
ক) যুক্তফ্রন্ট গঠন খ) ভাষা আন্দোলন
গ) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
ঘ) আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা

৯১. প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রে 'বিকল্প সরকার' বলা হয়?
ক) মন্ত্রিসভাকে খ) বিরোধী দলকে
গ) শাসন বিভাগকে ঘ) প্রগতিশীল সংস্থাসমূহকে

৯২. বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের অপর নাম হলো-
ক) দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা খ) বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা
গ) দলীয় শাসনব্যবস্থা ঘ) একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা

৯৩. বাংলাদেশের বর্তমান বিরোধী দলের প্রধান কে?

ক) বেগম খালেদা জিয়া খ) এইচ এম এরশাদ
গ) বেগম রওশন এরশাদ ঘ) এডভোকেট কাজী ফিরোজ রশীদ

৯৪. বিরোধী দলের বর্তমান সংসদীয় নেতা কে?
ক) এইচ এম এরশাদ খ) বেগম রওশন এরশাদ
গ) সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী ঘ) বেগম খালেদা জিয়া

৯৫. বিরোধী দলকে রাজা ও রানির দল বলা হয় কোথায়?
ক) আমেরিকায় খ) ব্রিটেনে
গ) থাইল্যান্ডে ঘ) মালয়েশিয়ায়

৯৬. সংসদকে কার্যকর রাখার দায়িত্ব-
ক) ক্ষমতাসীন দলের খ) বিরোধী দলের
গ) ক ও খ উভয়ের ঘ) স্পিকারের

৯৭. সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা যায় অন্যতম কাজ-
ক) ক্ষমতাসীন দলের খ) বিরোধী দলের
গ) প্রধান বিচারপতির ঘ) রাষ্ট্রপতির

৯৮. বাংলাদেশের সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা মূলত-
ক) কার্যকর খ) অকার্যকর
গ) প্রশংসনীয় ঘ) অন্যান্য দেশের ন্যায়

৯৯. পদমর্যাদা অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হলেন-
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি
গ) বিরোধী দলীয় নেতা ঘ) কূটনীতিবিদগণ

১০০. দশম জাতীয় সংসদের বিরোধী দলের নাম কি?
ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
খ) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
গ) জাতীয় পার্টি ঘ) জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

১০১. স্বৈরশাসক এরশাদের পতন হয়েছিল-
ক) ব্যক্তিগত অক্ষমতার কারণে
খ) সাময়িক বাহিনী সহায়তা না করার কারণে
গ) বিরোধী দলগুলোর আন্দোলনের কারণে
ঘ) সাংবিধানিক কারণে

১০২. দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় গৌরব অর্জন করেন কে?
ক) শেখ হাসিনা খ) খালেদা জিয়া
গ) ক ও খ উভয়ই ঘ) কেউই নন

১০৩. আমাদের দেশে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক কেমন?
ক) চা-চিনি খ) দা-কুমড়া
গ) রুই-কাতলা ঘ) দেশপ্রেমিক

১০৪. ওয়াকআউট কি?
ক) বিরোধী দল কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের নাম
খ) সাময়িক সময়ের জন্য বিরোধী দলের সংসদ অধিবেশন ত্যাগ
গ) চিফ হুইপের ভাষণ
ঘ) স্পিকার কর্তৃক রুল জারি

১০৫. কে রাজনৈতিক দলের নেতা নন?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) বিরোধী দলীয় নেতা
গ) রাষ্ট্রপতি ঘ) চিপ হুইপ

১০৬. জাতীয় সংসদে নিরপেক্ষতার প্রতীক কে?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) বিরোধী দলীয় নেতা
গ) স্পিকার ঘ) মন্ত্রীবর্গ

১০৭. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী দেশের কোন ঘটনাপ্রবাহের ওপর প্রভাব বিস্তার করে?
ক) অর্থনৈতিক খ) সাংস্কৃতিক
গ) রাজনৈতিক ঘ) সামাজিক

১০৮. শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট কোন ধরনের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী?
ক) উন্নয়নমূলক খ) পরিবর্তনমূলক
গ) সংরক্ষণমূলক ঘ) পরিবর্ধনমূলক

১০৯. উন্নয়নমূলক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে কি হিসেবে ভূমিকা পালন করে?
ক) ওভারসিয়ার খ) ওয়াচম্যান
গ) ওয়াচডগ ঘ) লিংক ব্রিজ

উত্তরমালা

১	গ	২	গ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	ঘ	৮	গ	৯	ক	১০	ঘ
১১	ক	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	ক	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	খ	২০	খ
২১	খ	২২	খ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	গ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ক
৩১	গ	৩২	গ	৩৩	গ	৩৪	ক	৩৫	ক	৩৬	গ	৩৭	ঘ	৩৮	গ	৩৯	খ	৪০	ক
৪১	খ	৪২	ঘ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	ক	৪৬	ক	৪৭	খ	৪৮	গ	৪৯	ঘ	৫০	ক
৫১	গ	৫২	ক	৫৩	খ	৫৪	গ	৫৫	গ	৫৬	ঘ	৫৭	খ	৫৮	ক	৫৯	ক	৬০	গ
৬১	ঘ	৬২	ক	৬৩	ক	৬৪	ঘ	৬৫	গ	৬৬	ঘ	৬৭	খ	৬৮	খ	৬৯	খ	৭০	ঘ
৭১	গ	৭২	ঘ	৭৩	গ	৭৪	ঘ	৭৫	গ	৭৬	খ	৭৭	গ	৭৮	ঘ	৭৯	ক	৮০	গ
৮১	ক	৮২	খ	৮৩	খ	৮৪	খ	৮৫	ক	৮৬	খ	৮৭	গ	৮৮	গ	৮৯	ঘ	৯০	ঘ
৯১	খ	৯২	খ	৯৩	গ	৯৪	খ	৯৫	খ	৯৬	গ	৯৭	খ	৯৮	খ	৯৯	খ	১০০	গ
১০১	গ	১০২	ক	১০৩	খ	১০৪	খ	১০৫	গ	১০৬	গ	১০৭	গ	১০৮	ক	১০৯	গ		

১. 'সুজন' কি?
ক) একজন বিখ্যাত ব্যক্তি নাম খ) সুশাসনের জন্য নাগরিক
গ) এক প্রকার আম ঘ) রাজনৈতিক দল

২. TIB এর পূর্ণরূপ কি?
ক) Transparency International Bangladesh
খ) Transparent International Bangladesh
গ) Transparency of Intelligence Branch
ঘ) Transparency of Intelligence Bureau

৩. বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ হলো-
ক) সমন্বিত গোষ্ঠী খ) ধর্মীয় গোষ্ঠী
গ) রাজনৈতিক গোষ্ঠী ঘ) আন্তর্জাতিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

৪. দুর্নীতি হ্রাসের লক্ষ্যে কাজ করে কোন সংগঠন?
ক) Greenpeace

খ) Transparency International
গ) Amnesty International
ঘ) Interpol

৫. **'Amnesty International' কি ধরনের সংস্থা?**
ক) অর্থনীতি সম্পর্কিত খ) সাহিত্য সম্পর্কিত
গ) মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘ) আইন সম্পর্কিত

৬. **'আইন ও সালিশ কেন্দ্র' কি ধরনের সংস্থা?**
ক) অর্থনৈতিক খ) মানবাধিকার
গ) ধর্মীয় ঘ) খেলা

৭. **বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে?**
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) সেনাবাহিনী প্রধান
গ) রাষ্ট্রপতি ঘ) নৌবাহিনী প্রধান

৮. **জাতীয় সংসদের ১নং আসনটি বাংলাদেশের কোন জেলায়?**
ক) কক্সবাজার খ) পঞ্চগড়
গ) সিলেট ঘ) বরগুনা

৯. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা-**
ক) ৩০টি খ) ২৫টি
গ) ৪৫টি ঘ) ৫০টি

১০. **বাংলাদেশে কোন ধরনের সরকার?**
ক) সংসদীয় গণতন্ত্র খ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
গ) রাজতন্ত্র ঘ) সমাজতন্ত্র

১১. **বাংলাদেশে ভূমি রেজিস্ট্রেশন নতুন আইন কোন সময়ে কার্যকর হয়েছে?**
ক) ১৩অক্টোবর ২০০৭ খ) ১৫অক্টোবর ২০০৭
গ) ১৮ অক্টোবর ২০০৭ ঘ) ২০ অক্টোবর ২০০৭

১২. **জাতীয় সংসদের প্রতীক কি?**
ক) চারিদিকে ধান গাছবেষ্টিত নৌকা
খ) শাপলা
গ) পাটগাছ
ঘ) কোনো প্রতীক নেই

১৩. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে আসন সংখ্যা কত?**
ক) ৩০০ খ) ৩৩০
গ) ৩৪৫ ঘ) ৩৫০

১৪. **বাংলাদেশের আইনসভার নাম কি?**
ক) জাতীয় সংসদ খ) মন্ত্রিপরিষদ
গ) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ঘ) পার্লামেন্ট

১৫. **কোন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান প্রথম বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন?**
ক) পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু খ) মার্শাল জোসেফ টিটো
গ) লালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘ) রিচার্ড নিক্সন

১৬. **সর্বোচ্চ কতটি কার্যদিবসে একাধারে অনুপস্থিত থাকলে বাংলাদেশে একজন সংসদ সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হয়ে যায়?**
ক) ৭০দিন খ) ৭৫ দিন
গ) ৮০ দিন ঘ) ৯০ দিন

১৭. **বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সভাপতি কে?**
ক) সংসদবিষয়ক সচিব খ) মাননীয় স্পিকার
গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি

১৮. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কয় কক্ষবিশিষ্ট?**
ক) এক (খ) দুই
গ) তিন (ঘ) চার

১৯. **বাংলাদেশের বর্তমান একাদশ জাতীয় সংসদে কত জন নির্বাচিত মহিলা সদস্য আছেন?**
ক) ২২জন খ) ৭জন
গ) ৮জন ঘ) ৯জন

২০. **ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জাতীয় সংসদের মোট কয়টি আসন আছে?**
ক) ৪টি খ) ৫টি
গ) ৭টি ঘ) ১৫টি

২১. **৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয় কবে?**
ক) ২৬মার্চ ১৯৯৬ খ) ২৭ মার্চ ১৯৯৬
গ) ২৯ মার্চ ১৯৯৬ ঘ) ৩০ মার্চ ১৯৯৬

২২. **অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য বাংলাদেশের কেবিনেট দায়ী থাকে-**
ক) জনগণের কাছে খ) রাষ্ট্রপতির কাছে
গ) জাতীয় সংসদের কাছে ঘ) প্রধানমন্ত্রীর কাছে

২৩. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবন কবে উদ্বোধন করা হয়?**
ক) ২৮জানুয়ারি, ১৯৮০ খ) ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮২
গ) ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮৪ ঘ) ২৯ জানুয়ারি, ১৯৮৪

২৪. **বাংলাদেশের আইনে এসিড নিক্ষেপকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি কি?**
ক) মৃত্যুদণ্ড খ) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
গ) সশ্রম কারাদণ্ড ঘ) ক্ষতিপূরণ

২৫. **বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটে কখন?**
ক) ৬ আগষ্ট ১৯৯১ খ) ৬ আগস্ট ১৯৯৯
গ) ৭ আগস্ট ১৯৯৯ ঘ) ৮ আগস্ট ১৯৯৯

২৬. **বাংলাদেশে বর্তমান জাতীয় সংসদ হলো-**
ক) সপ্তম খ) ষষ্ঠ
গ) অষ্টম ঘ) একাদশ

২৭. **প্রথম জাতীয় সংসদের স্থায়িত্ব কত ছিল?**
ক) ৩বছর ৭মাস খ) ২বছর ২মাস
গ) ৩বছর ৪মাস ঘ) ২বছর ৬মাস

২৮. **১৯৭৮ সালে কোন রাজনৈতিক দলটির আত্মপ্রকাশ ঘটে?**
ক) ন্যাপ খ) জাসদ
গ) জাতীয় পার্টি ঘ) বিএনপি

২৯. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনটি কত তলা বিশিষ্ট?**
ক) ৭তলা খ) ৮ তলা
গ) ৯তলা ঘ) ১০ তলা

৩০. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?**
ক) লুই আই কান খ) নভেরা আহমেদ
গ) এ আর খান ঘ) শামীম সিকদার

৩১. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মোট আসন কতটি?**
ক) ৩৩০টি খ) ৩৪৫টি
গ) ৩৫০টি ঘ) ৩৭৫টি

৩২. **বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার কে ছিলেন?**
ক) মোহাম্মদ উল্লাহ
খ) মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ

গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ) এ এইচ এম কামারুজ্জামান

৩৩. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার কে?
ক) ফজলে রাব্বি মিয়া খ) রিয়াজউদ্দীন আহমদ
গ) আলী আশরাফ ঘ) শফিক আহমদ

৩৪. একজন সংসদ সদস্য স্পিকারের অনুমতি ছাড়া কত দিন সংসদের বাইরে থাকতে পারবে?
ক) ৩০ দিন খ) ৪৫দিন
গ) ৬০দিন ঘ) ৯০দিন

৩৫. মো. জিল্লুর রহমান বাংলাদেশের কততম রাষ্ট্রপতি ছিলেন?
ক) ১৯তম খ) ২০তম
গ) ১৬তম ঘ) ১৮তম

৩৬. 'গ্রাম আদালত আইন' প্রণীত হয়েছে কোন সনে?
ক) ১৯৭৬ খ) ১৯৮৫
গ) ২০০২ ঘ) ২০০৬

৩৭. বাংলাদেশে কার উপর আদালতের এখতিয়ার নেই?
ক) বিচারপতি খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) সেনাপ্রধান ঘ) রাষ্ট্রপতি

৩৮. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) তাজউদ্দীন আহমদ
গ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৩৯. সরকার রাষ্ট্র গঠনের কততম উপাদান?
ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) চতুর্থ ঘ) তৃতীয়

৪০. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির কমপক্ষে কত বছর হতে হবে?
ক) ৩০ বছর খ) ৩৫বছর
গ) ৪০ বছর ঘ) ৪৫বছর

৪১. রাষ্ট্র কয়টি উপাদান নিয়ে গঠিত?
ক) চারটি খ) তিনটি
গ) দুইটি ঘ) পাঁচটি

৪২. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনের নাম কী?
ক) বঙ্গভবন খ) রাষ্ট্রপতি ভবন
গ) গণভবন ঘ) উত্তরা ভবন

৪৩. সংসদে গৃহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার কত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দান করবেন?
ক) ৭দিন খ) ১০দিন
গ) ১৫দিন ঘ) ৩০দিন

৪৪. বাংলাদেশের বর্তমান সরকারপ্রধান কে?
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) স্পিকার ঘ) প্রধান বিচারপতি

৪৫. বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে কে নিয়োগ দান করেন?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) প্রেসিডেন্ট
গ) স্পিকার ঘ) সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল

৪৬. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ কততম রাষ্ট্রপতি?
ক) ১৬তম খ) ১৭তম
গ) ১৮তম ঘ) ১৯তম

৪৭. বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে মনোনীত করেন-
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) রাষ্ট্রপতি
গ) মন্ত্রিপরিষদ ঘ) জাতীয় সংসদ

৪৮. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহবান করেন?
ক) প্রধানমন্ত্রী খ) স্পিকার
গ) রাষ্ট্রপতি ঘ) প্রধান বিচারপতি

৪৯. বাংলাদেশের অষ্টম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
ক) বিচারপতি এ এস এম সায়েম
খ) বিচারপতি আব্দুস সাত্তার
গ) জিয়াউর রহমান
ঘ) মোহাম্মদ উল্লাহ

৫০. যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম কী?
ক) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গ) পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গ) সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়
ঘ) পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রণালয়

৫১. অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত কে থাকেন?
ক) সচিব (খ) মন্ত্রী
গ) মহাপরিচালক (ঘ) পরিচালক

৫২. খাদ্য অধিদপ্তর কোন মন্ত্রণালয়ের অধীন?
ক) কৃষি খ) অর্থ
গ) খাদ্য ও দুর্যোগ ঘ) স্থানীয় সরকার

৫৩. বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রীদের বয়স কমপক্ষে কত হতে হবে?
ক) ১৮ বছর খ) ২৫বছর
গ) ৩০বছর ঘ) ৩৫বছর

৫৪. বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রথম প্রধান উপদেষ্টা কে ছিলেন?
ক) ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
খ) লতিফুর রহমান
গ) মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান
ঘ) সাহাবুদ্দীন আহমদ

৫৫. বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কতগুলো Ordinance জারি করেছিলেন?
ক) ১১৫ খ) ১২২
গ) ১৩৪ ঘ) ১৪২

৫৬. বর্তমান (সর্বশেষ) তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন কবে?
ক) ২৯ অক্টোবর ২০০৬ খ) ২২ নভেম্বর ২০০৬
গ) ১১ জানুয়ারি ২০০৭ ঘ) ১৭ জানুয়ারি ২০০৭

৫৭. সংবিধানের কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১০ সদস্যের বেশি হবে না?
ক) ৫৮ (ক) খ) ৫৮ (খ)
গ) ৫৮ (গ) ঘ) ৫৮ (ঙ)

৫৮. জাতীয় সংসদে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস হয়-
ক) ২৫ মার্চ ১৯৯৬ খ) ২৬ মার্চ ১৯৯৬
গ) ২৭ মার্চ ১৯৯৬ ঘ) ২৮ মার্চ ১৯৯৬

৫৯. বাংলাদেশে পলিথিন ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয় কবে থেকে?
ক) ২-১-২০০২ খ) ১-৮-২০০২
গ) ১-৯-২০০২ ঘ) ১-১০-২০০২

৬০. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান-
ক) রাষ্ট্রপতি খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

৬১. বাংলাদেশে তৈরি Patrol Craft কোন ধরনের বাহক?
ক) সাবমেরিন খ) যুদ্ধজাহাজ
গ) উড়োজাহাজ ঘ) রেল ইঞ্জিন

৬২. বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদর দপ্তর কোথায়?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম গ) যশোর ঘ) খুলনা

৬৩. 'সোর্ড অব অনার' সম্মান প্রদান উল্লিখিত কোন শ্রেণির সাথে সম্পর্কিত?
ক) সেনাবাহিনী খ) নৌবাহিনী
গ) বিমানবাহিনী ঘ) পুলিশ বাহিনী

৬৪. বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কোন পর্যায়ের উপাধি 'অ্যাডমিরাল'?
ক) সেনাবাহিনী খ) পুলিশ বাহিনী
গ) নৌবাহিনী ঘ) বিমানবাহিনী

৬৫. সম্প্রতি বাংলাদেশের ১৫ জন সামরিক অফিসার প্লেন দুর্ঘটনায় কোথায় মারা যান?
ক) সিয়েরালিওন খ) বেনিন
গ) লাইবেরিয়া ঘ) লেবানন

৬৬. যে কারণে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বিশ্বের সুনাম অর্জন করেছে-
ক) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম
খ) স্থলমাইন উদ্ধার
গ) মানব কল্যাণ কার্যক্রম
ঘ) দেশের বন্যাকবলিত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

৬৭. বাংলাদেশের প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ) জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান
গ) জেনারেল এম এ জি ওসমানী
ঘ) জনাব তাজউদ্দীন আহমদ

৬৮. বাংলাদেশের একমাত্র পুলিশ একাডেমিটি কোথায় অবস্থিত?
ক) সারদা খ) নীলফামারী
গ) ঠাকুরগাঁও ঘ) ঈশ্বরদী

৬৯. সারদা পুলিশ একাডেমী কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক) পদ্মা খ) যমুনা গ) করতোয়া ঘ) আত্রাই

৭০. ঢাকা মহানগরীতে মেট্রোপলিটন পুলিশ চালু হয়-
ক) ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৫ খ) ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৬
গ) ১ জানুয়ারি, ১৯৭৭ ঘ) ১ জানুয়ারি, ১৯৭৮

৭১. বাংলাদেশ রাইফেলস-এর বর্তমান নাম কি?
ক) বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড খ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ
গ) বাংলাদেশ গার্ড ঘ) গার্ড বাংলাদেশ

৭২. পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহ সংঘটিত হয় কবে?
ক) ২২ ফেব্রুয়ারি খ) ২৫ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৭ ফেব্রুয়ারি ঘ) ২৯ ফেব্রুয়ারি

৭৩. সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব কবে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে?
ক) ২০ মার্চ, ২০০৩ খ) ২৬ মার্চ, ২০০৪
গ) ১৫ জানুয়ারি, ২০০৫ ঘ) ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৩

৭৪. বাংলাদেশ রাইফেলসের সর্বপ্রথম দেয়া নাম কি ছিল?
ক) স্পেশাল রিজার্ভ কোম্পানি
খ) রাইফেলস বাংলাদেশ
গ) সীমান্ত বাহিনী
ঘ) রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন

৭৫. বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নবগঠিত র‍্যাব-এর পূর্বনাম কি ছিল?
ক) সিআইডি খ) র‍্যাট
গ) নিব ঘ) কোনোটিই নয়

৭৬. বাংলাদেশে 'র‍্যাব'-এর প্রতিশব্দ কি?
ক) রেড আর্মি ব্রিগেড
খ) র‍্যাপিড আর্মি ব্যাটালিয়ন
গ) র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
ঘ) র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্রিগেড

৭৭. 'কোস্ট গার্ড' (Coast Guard) প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে?
ক) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় খ) নৌ-পরিবহন ও জাহাজ চলাচল মন্ত্রণালয়
গ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘ) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

৭৮. সংবিধানের কত ধারা অনুযায়ী দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যাল অধ্যাদেশ ২০০২ করা হয়েছে?
ক) ৫৫ (৬) খ) ৯৩ (১)
গ) ৯৩ (২ক) ঘ) ৫৬ (৩)

৭৯. বর্তমানে ঢাকা হাইকোর্টে যে মহিলা বিচারপতি রয়েছেন তার নাম-
ক) বিচারপতি হাবিবা খ) বিচারপতি নাইমা
গ) বিচারপতি রোকসানা ঘ) বিচারপতি নাজমুন আরা

৮০. ভবন নির্মাণের সময় কি মেনে চলা বাধ্যতামূলক?
ক) বিল্ডিং অধ্যাদেশ খ) বিল্ডিং কোড
গ) ভবন অনুনিয়ম ঘ) ভবন আইন

৮১. অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন কে?
ক) স্পিকার খ) প্রধানমন্ত্রী
গ) রাষ্ট্রপতি ঘ) প্রধান বিচারপতি **উত্তর: গ**

উত্তরমালা

১	খ	২	ক	৩	ঘ	৪	খ	৫	গ	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	ঘ	১০	ক
১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ	১৪	ক	১৫	খ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ঘ
২১	ঘ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	গ	৩০	ক
৩১	গ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	ক	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	ক	৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	গ	৪৭	খ	৪৮	গ	৪৯	গ	৫০	ক
৫১	গ	৫২	গ	৫৩	খ	৫৪	ঘ	৫৫	খ	৫৬	গ	৫৭	গ	৫৮	গ	৫৯	ক	৬০	ক

৬১	খ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	গ	৬৫	খ	৬৬	ক	৬৭	ঘ	৬৮	ক	৬৯	ক	৭০	খ
৭১	খ	৭২	খ	৭৩	খ	৭৪	ঘ	৭৫	খ	৭৬	গ	৭৭	গ	৭৮	খ	৭৯	ঘ	৮০	খ

১. নিপোর্ট (NIPORT) কী ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান [৪৩তম বিসিএস]
ক. জনসংখ্যা গবেষণা খ. নদী গবেষণা
গ. মিঠাপানি গবেষণা ঘ. বন্দর গবেষণা

২. ওরাওঁ জনগোষ্ঠী কোন অঞ্চলে বসবাস করে? [৪৩তম বিসিএস]
ক. রাজশাহী-দিনাজপুর খ. বরগুনা-পটুয়াখালী
গ.রাঙামাটি-বান্দরবান ঘ. সিলেট-হবিগঞ্জ

৩. বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয়? [৪০তম, ৩৮তম, ৩৬তম, ১৬তম বিসিএস]
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

৪. **'গারো উপজাতি' কোন জেলায় বাস করে?** [৪০তম বিসিএস]
ক. পার্বত্য চট্টগ্রাম খ. সিলেট
গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

৫. চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক কোথায়? [৩৮তম বিসিএস]
ক. রাঙামাটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. বান্দরবান ঘ. সিলেট

৬. সরকারি হিসেব মতে বাংলাদেশিদের গড় আয়ু– [৩৭তম বিসিএস]
ক. ৭২.৮ খ. ৭৫.৬ গ. ৭৩.৩ ঘ. ৭২.৯

৭. **২০২২ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশ হাউসহোল্ড জনসংখ্যা–**
ক. ৪.০ খ. ৫.০
গ. ৫.৪ ঘ. ৫.৫

৮. **যে বিভাগে স্বাক্ষরতার হার সর্বাধিক?** [৩৭তম বিসিএস]
ক. ঢাকা খ. রাজশাহী
গ.বরিশাল ঘ. খুলনা

৯. **যে জেলায় হাজংদের বসবাস নেই?** [৩৭তম বিসিএস]
ক. শেরপুর খ. ময়মনসিংহ
গ. সিলেট ঘ. নেত্রকোনা

১০. কোন উপজাতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম? [৩৬তম বিসিএস]
ক. রাখাইন খ. মারমা
গ. পাঙন ঘ. খিয়াং

১১. বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন ২০২২ অনুসারে জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশ কততম? [৩৫তম,২৫তম,১৫তম বিসিএস]
ক. ৭ম খ. ৮ম
গ. ৯ম ঘ. ১০ম

১২. খাসিয়া গ্রামগুলো কী নামে পরিচিত? [৩৫তম বিসিএস]
ক. বারাং খ. পাড়া
গ. পুঞ্জি ঘ. মৌজা

১৩. বাংলাদেশের কয়টি উপজাতীয় প্রতিষ্ঠান আছে? [৩০তম বিসিএস]
ক. ৬টি খ. ৭টি
গ. ৮টি ঘ. ৯টি

১৪. হাজংদের অধিবাস কোথায়? [২৮তম বিসিএস]
ক. ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা
খ. কক্সবাজার ও রাম
গ. রংপুর ও দিনাজপুর
ঘ. সিলেট ও মনিপুর

১৫. কোন বাংলাদেশী উপজাতির পারিবারিক কাঠামো পিতৃতান্ত্রিক? [২৫ ও ১৪তম বিসিএস]
ক. মারমা খ. খাসিয়া
গ. সাঁওতাল ঘ. গারো

১৬. বাংলাদেশের বিখ্যাত মণিপুরী নাচ কোন অঞ্চলের? [২২তম বিসিএস]
ক. রাঙামাটি খ. রংপুর
গ. কুমিল্লা ঘ. সিলেট

১৭. বাংলাদেশে বাস নেইএমন উপজাতির নাম কী? [১৭ ও ১০ম বিসিএস]
ক. সাঁওতাল খ. মাওরি
গ. মুরং ঘ. গারো

উত্তরমালা

১	ক	২	ক	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	গ	৯	গ	১০	গ
১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	ক	১৫	খ,ঘ	১৬	ঘ	১৭	খ						

১. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি– [৪৪তম বিসিএস]
ক) এককেন্দ্রিক খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ) রাজতন্ত্র ঘ) রাষ্ট্রপতিশাসিত

২. তথ্য অধিকার আইন কোন সালে চালু হয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক) ২০০২ খ) ২০০৬
গ) ২০০৯ ঘ) ২০১১

৩. বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন– [৪৩তম বিসিএস]
ক) আইনমন্ত্রী খ) আইন সচিব
গ) অ্যাটার্নি জেনারেল ঘ) প্রধান বিচারপতি

৪. দেশের কোন এলাকাতেই ভোটার হননি এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে– [৪১তম বিসিএস]
ক) নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
খ) আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
গ) সংশ্লিষ্ট দলীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
ঘ) কোনোক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না

৫. বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? [৪১তম বিসিএস]
ক) ৭ মার্চ ১৯৭৩ খ) ১৭ মার্চ ১৯৭৩
গ) ২৭ মার্চ ১৯৭৩ ঘ) ৭ মার্চ ১৯৭৪

৬. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে? [৪১তম বিসিএস]
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) মোহাম্মদউল্লাহ
গ) তাজউদ্দীন আহমদ ঘ) এম মনসুর আলী

৭. বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন কবে হয়? [৪০তম বিসিএস/৩৪তম বিসিএস]

ক) ৭ই মার্চ, ১৯৭৩ খ) ৫ই মার্চ, ১৯৭৩
গ) ৬ এপ্রিল, ১৯৭৩ ঘ) ১১ই এপ্রিল, ১৯৭৩

৮. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন? [৩৯তম বিসিএস]
ক) প্ল্যানেট ৫০-৫০ খ) এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০
গ) জাতিসংঘ শান্তি পুরস্কার ঘ) সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী

৯. মাত্র ১টি সংসদীয় আসন রয়েছে– [৩৭তম বিসিএস]
ক) লক্ষ্মীপুর জেলায় খ) মেহেরপুর জেলায়
গ) ঝালকাঠী জেলায় ঘ) রাঙ্গামাটি জেলায়

১০. বাংলাদেশের কোন জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়? [৩৭তম বিসিএস]
ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) সপ্তম ঘ) অষ্টম

১১. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসেস (BCS) ক্যাডার কতটি? [৩৭তম বিসিএস/ ২৩তম বিসিএস]
ক) ২৬টি খ) ২৭টি
গ) ২৫টি ঘ) ৩১টি

১২. বাংলাদেশের আপিল বিভাগের মোট বিচারক কতজন? [৩৩তম বিসিএস]
ক) ৭ খ) ২১
গ) ৯ ঘ) ৫

১৩. বাংলাদেশধ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হয়– [৩০তম বিসিএস]
ক) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ) ১ নভেম্বর, ২০০৭
গ) ১ ডিসেম্বর, ২০০৭ ঘ) ১৬ এপ্রিল, ২০০৮

১৪. বেসরকারি বিল কাকে বলে? [২৬তম বিসিএস]
ক) স্পীকার যে বিলকে বেসরকারি বলে ঘোষণা দেন
খ) সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল
গ) বিরোধী দলের সদস্যদের উত্থাপিত বিল
ঘ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত কোনো বিল

১৫. বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদে কোন সদস্য নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন? [৩৫তম বিসিএস]
ক) বেগম খালেদা জিয়া খ) শেখ হাসিনা
গ) জমির উদ্দিন সরকার ঘ) আবদুল হামিদ

১৬. জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জমির ওপর নির্মিত? [২১তম বিসিএস]
ক) ৩২০ একর খ) ২১৫ একর
গ) ১৮৫ একর ঘ) ১২২ একর

১৭. জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে? [২১তম বিসিএস]
ক) লুই আইকান খ) মাজাহারুল হক
গ) এফ রহমান খান ঘ) এফ আর খান

১৮. বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? [১৩তম বিসিএস]
ক) ১৬ ফেব্রুয়ারি খ) ২৭ ফেব্রুয়ারি
গ) ২ মার্চ ঘ) ৪ মার্চ

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	গ	৪	ঘ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	খ	৯	ঘ	১০	গ
১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	ক	১৮	খ				

০১. বাংলাদেশে কোন দেশের দূতাবাস নেই?
ক. স্পেন খ. তাইওয়ান
গ. কাতার ঘ. নেপাল

০২. মুসা ইব্রাহিম কোন সালে মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণ করেন?
ক. ২০০৮ খ. ২০০৯
গ. ২০১০ ঘ. ২০১১

০৩. মুসা ইব্রাহিম কিসে খ্যাতি লাভ করেন?
ক. দৌড়ে খ. সাঁতারে
গ. দাবায় ঘ. এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণে

০৪. সুন্দরবনকে কোন সংস্থা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে ঘোষণা করেছে?
ক. ইউনিসেফ খ. ইউনেস্কো
গ. আইএমএফ ঘ. বিশ্ব স্বাস্থ্য

০৫. বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি সর্ব প্রথম এভারেস্ট বিজয় করেন?
ক. শাহ আলম খ. মুসা ইব্রাহিম
গ. নিশাত মজুমদার ঘ. কেউনা

০৬. Right to Information Act sets out its journey in Bangladesh in the year.
ক. ২০০৮ খ. ২০০৯
গ. ২০১০ ঘ. ২০১১

০৭. জাতিসংঘ থেকে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশকে কোন সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়?
ক. নারীর উন্নয়ন খ. অর্থনৈতিক উন্নয়ন
গ. দারিদ্র্য বিমোচন ঘ. শিক্ষা উন্নয়ন

০৮. কত সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে?
ক. ১৯৯৯ খ. ২০০০
গ. ২০০১ ঘ. ২০০২

০৯. বাংলাদেশে The Bay of Bengal Industrial Growth Belt (BIG-B) 'সহযোগিতার উদ্যোক্তা দেশ কোনটি?
ক. চীন খ. ভারত
গ. জাপান ঘ. আমেরিকা

১০. ২০১৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে কতজন জাতীয় সঙ্গীত গেয়েছিল?
ক. ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৮১ জন
খ. ২ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮৬১ জন
গ. ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৬১ জন
ঘ. ২ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৮০ জন

১১. ২০১৩ সালে UNESCO'র ঐতিহ্যের তালিকায় বাংলাদেশের কোন শিল্পকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে?
ক. মসলিন খ. জামদানি
গ. নকশীকাঁথা ঘ. কোনোটিই নয়

১২. কোন দেশটির সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই?
ক. ইসরাইল খ. মিয়ানমার
গ. তাইওয়ান ঘ. উত্তর কোরিয়া

১৩. কাফকো কোন দেশের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে?
ক. কানাডা খ. চীন গ. জাপান ঘ. ফ্রান্স

১৪. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র-
ক. ফ্রান্স খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ. চীন ঘ. ব্রিটেন

১৫. বাংলাদেশ কোন সাল থেকে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে কাজ করছে?
ক. ১৯৮২ খ. ১৯৮৫
গ. ১৯৭৫ ঘ. ১৯৮৮

১৬. বাংলাদেশ কোন সালে কমনওয়েলথ-এর সদস্যপদ লাভ করে?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৫ সালে

১৭. বাংলাদেশ নিচে উল্লিখিত কোন সময়ের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল?
ক. ১৯৭৮-৭৯ খ. ১৯৭৯-৮০
গ. ১৯৮০-৮১ ঘ. ১৯৮১-৮২

১৮. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের কততম সদস্য?
ক. ৩৪তম খ. ৩৩তম
গ. ৩২তম ঘ. ৩১তম

১৯. বাংলাদেশ কবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
ক. ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ খ. ২৩ মার্চ ১৯৭৫
গ. ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ঘ. ১ ডিসেম্বর ১৯৭৬

২০. জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন কে?
ক. জিয়াউর রহমান
খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম
ঘ. হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

২১. বাংলাদেশ সর্বপ্রথম NAM Sumit-এ যোগদান করেছিল-
ক. Lusaka 1970 খ. Algiers 1973
গ. Colombo 1976 ঘ. কোনটিই নয়

২২. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৮৫ খ. ১৯৮৬
গ. ১৯৮৭ ঘ. ১৯৮৮

২৩. বাংলাদেশ কোন সংস্থার সদস্য নয়?
ক. IMF খ. ILO
গ. OIC ঘ. OPEC

২৪. ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ঢাকা খ. দিল্লি
গ. কলকাতা ঘ. সিমলা

২৫. কোন সালে ভারতের সাথে গঙ্গার পানি বন্টনজনিত ৩০ বছর মেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল?
ক. ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ খ. ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭
গ. ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ঘ. ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯

২৬. বাংলাদেশ কত সালে 'হানা' (হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্স নিডস অ্যাসেসমেন্ট) চুক্তি স্বাক্ষর করে?
ক. ১৯৯৬ খ. ১৯৯৭
গ. ১৯৯৮ ঘ. ১৯৯৯

২৭. ১৯৯৭ সলের ২ ডিসেম্বর আমাদের প্রধান স্মরণীয় ঘটনা কি?
ক. যমুনা সেতু উদ্বোধন
খ. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি
গ. পাগুরছড়ায় গ্যাস বিস্ফোরণ
ঘ. কুয়ালালামপুর কেনিয়াকে ক্রিকেট খেলায় পরাজিত করা

২৮. কবে বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড অপরাধী বহিঃসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ১৯৯৭ খ. ১৯৯৬
গ. ১৯৯৯ ঘ. ১৯৯৮

২৯. গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি প্রথম কোন সনে স্বাক্ষরিত হয়?
ক. ১৯৭৬ খ. ১৯৭৭
গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৮০

৩০. বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রচলনের জন্য কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?
ক. সৈয়দ আমীর আলী খ. নওয়াব আবদুল লতিফ
গ. নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ ঘ. স্যার সৈয়দ আহমেদ খান

৩১. অতীশ দীপঙ্কর বর্তমান কোন জেলার অধিবাসী ছিলেন?
ক. মুন্সিগঞ্জ খ. নরসিংদী
গ. মানিকগঞ্জ ঘ. ঢাকা

৩২. উপমহাদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞানী কে ছিলেন?
ক. ডা. জোহরা বেগম কাজী খ. মনজুলা ময়মুন
গ. ডা. মমতাজ বেগম ঘ. ডা. ফিরোজা বেগম

৩৩. পাটের জীবন রহস্য কে উন্মোচন করেন?
ক. ড. মাকসুদুল আলম খ. শহীদুল আলম
গ. মাকসুদুল আলম ঘ. মিজানুর রহমান

৩৪. রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ত্যাগ করেন কোন সালে?
ক. ১৯১৩ খ. ১৯১৫ গ. ১৯১৭ ঘ. ১৯১৯

৩৫. বাংলাদেশের অন্যতম বিজ্ঞান বিষয়ক লেখক কে?
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. রশীদ করিম
গ. হুমায়ূন আজাদ ঘ. আবদুল্লাহ আল-মুতি

৩৬. বাংলায় 'ঋণ সালিশি আইন' কার আমলে প্রণীত হয়?
ক. এইচ এস সোহরাওয়ার্দী খ. এ কে ফজলুল হক
গ. খাজা নাজিম উদ্দীন গ. নূরুল আমিন

৩৭. ড. মোঃ ইউনূসের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ কোনটি?
ক. দারিদ্রহীন বিশ্বের অভিমুখে
খ. সচ্ছল বাংলাদেশের সন্ধানে
গ. স্বনির্ভর স্বদেশের সন্ধানে
ঘ. দারিদ্র্যহীন বিশ্বের সন্ধানে

৩৮. বাংলাদেশের কোন বিজ্ঞানী কলিঙ্গ পুরস্কার লাভ করে?
ক. কুদরত-ই-খুদা খ. মোকররম হোসেন
গ. আবুল কাশেম ঘ. আল মুতি শরফুদ্দিন

৩৯. বাংলায় কার্টুন সিরিজ 'মীনা' কোন শিল্পীর সৃষ্টি?
ক. তানভীর কবীর খ. রফিকুন নবী
গ. মুস্তফা মনোয়ার ঘ. মৃণাল হক

৪০. বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ওপর ছবি এঁকে বিখ্যাত হন কোন শিল্পী?
ক. এস এম সুলতান খ. জয়নুল আবেদিন
গ. কামরুল হাসান ঘ. কাইয়ুম চৌধুরী

৪১. বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কে?
ক. কামরুল হাসান খ. এস এম সুলতান
গ. জয়নুল আবেদিন ঘ. কাইয়ুম চৌধুরী

৪২. বাংলাদেশের বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী-
ক. আবদুল আলীম খ. বারীণ মজুমদার

গ. সোগরার হোসেন ঘ. সৈয়দ আবদুল হাদি

৪৩. অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশের কোন জেলার লোক ছিলেন?
ক. মুন্সিগঞ্জ খ. ফরিদপুর
গ. টাঙ্গাইল ঘ. চট্টগ্রাম

৪৪. বাংলাদেশে মহিলা দার্শনিকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন-
ক. অধ্যাপক মিসেস আকতার ইমাম
খ. অধ্যাপক হাসনা বেগম
গ. মিসেস জাহান আরা ইমাম
ঘ. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত

৪৫. বিজ্ঞান চর্চায় মাতৃভাষাকে সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচনা করতেন–
ক. জগদীশচন্দ্র বসু খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা ঘ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

৪৬. কৃষক প্রজা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা–
ক. মাওলানা ভাসানী খ. এ কে ফজলুল হক
গ. আবুল হাশি ঘ. সোহারাওয়ার্দী

৪৭. সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান প্রথম ভারতীয়–
ক. স্যার ইকবাল খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. কৃষণ চন্দর ঘ. নীরোদ চৌধুরী

৪৮. ২০০২ সালে মাহাত্মা গান্ধী পুরস্কার পেলেন–
ক. ব্র্যাক প্রাণপুরুষ আবেদ খ. হাঙ্গার প্রজেক্টের বদিউল আলম
গ. কবি শামসুর রাহমান ঘ. ড. ইউনূস

৪৯. কোন বাংলাদেশী প্রথম সাঁতারে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন?
ক. শাহ আলম খ. আবদুল মালেক
গ. ব্রজেন দাস ঘ. মিজানুর রহমান

৫০. Poverty and Famines গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. অমর্ত্য সেন খ. গুনার মিরডাল
গ. মাইকেল লিফট ঘ. উইলিয়াম রস্টো

৫১. 'পরার্থপরতার অর্থনীতি'র লেখক কে?
ক. আকবর আলি খান খ. ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গ. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য ঘ. ড. আতিয়ার রহমান

৫২. ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্মস্থান কোনটি?
ক. ব্রাহ্মণবাড়ীয়া খ. পাবনা
গ. কলকাতা ঘ. সিলেট

৫৩. যে বাঙালি বৈজ্ঞানিকের নামের সঙ্গে আইনস্টাইনের নাম জড়িত–
ক. এস এন বোস খ. জগদীশ চন্দ্র ঘোষ
গ. মতিন চৌধুরী ঘ. কেউই নন

৫৪. অমর্ত্য সেন যে বিষয়ে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পান–
ক. দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য খ. উন্নয়নের গতিধারা
গ. মাইক্রোক্রেডিট ঘ. বৈদেশিক সাহায্য

৫৫. ড. ইউনূস যে ব্যাংক স্থাপন করে খ্যাতি অর্জন করেন তার নাম –
ক. ঢাকা ব্যাংক খ. আরবান ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. প্রাইম ব্যাংক

৫৬. সতীদাহ প্রথা প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের রচিত পুস্তক হলো-
ক. দোলন চাঁপা খ. পথে হলো দেখা
গ. পথের পাঁচালী ঘ. প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ

৫৭. বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম কি ছিল?
ক. বর্ধমান হাউস খ. বাংলা ভবন
গ. আহসান মঞ্জিল ঘ. চামেলী হাউস

৫৮. বাংলা পিডিয়া প্রকাশের উদ্যোক্তা-
ক. বাংলা একাডেমি খ. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
গ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঘ. দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.

৫৯. পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (RDA) কোথায় অবস্থিত?
ক. কুমিল্লা খ. বগুড়া
গ. যশোর ঘ. রাজশাহী

৬০. ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক. গাজীপুর খ. সালনা
গ. ঢাক ঘ. ময়মনসিংহ

৬১. 'কেয়ার' একটি–
ক. বাংলাদেশী এনজিও খ. আমেরিকান এনজিও
গ. কানাডিয়ান এনজিও ঘ. যুক্তরাজ্যের এনজিও

৬২. নিচের কোন স্থানটি বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনে জন্য খ্যাত নয়?
ক. শিলাইদহ খ. মহাস্থানগড়
গ. পাহাড়পুর ঘ. ময়নামতি

৬৩. ঢাকার ঐতিহ্যবাহী নবাব পরিবারের সরকারি বাসভবন ছিল–
ক. লালাবাগ কেল্লা খ. কার্জন হল
গ. বঙ্গভবন ঘ. আহসান মঞ্জিল

৬৪. মহাস্থানগড় একসময় বাংলাদেশের রাজধানী ছিল। তখন তার নাম ছিল–
ক. পুণ্ড নগর খ. রামাবতী
গ. কর্ণ সুবর্ণ ঘ. মহাস্থান

৬৫. 'ভারতেশ্বরী হোমস্' এর প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. পি সি সরকার খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. মাদার তেরেসা ঘ. আর পি সাহা

৬৬. বাংলার রাজধানী হিসেবে সোনারগাঁও-এর পত্তন কে করেন?
ক. সম্রাট আকবর খ. ঈসা খান
গ. সুবেদার ইসলাম খান ঘ. শাহজাদা আজম

৬৭. 'শীলাদেবীর ঘাট' কোথায় অবস্থিত?
ক. বগুড়া খ. কুমিল্লা
গ. নওগাঁ ঘ. শিলিগুড়ি

৬৮. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর প্রত্নস্থলটি কে আবিষ্কার করেন?
ক. এডমাউন্ড এস ফিল্পস খ. এনড্রো জেড ফায়ার
গ. জন সি মেথার গোমেজ ঘ. বুকানন হ্যামিলটন

৬৯. আনন্দবিহার কোথায় অবস্থিত?
ক. ময়নামতি খ. পাহাড়পুর
গ. মহাস্থানগড় ঘ. সোনারগাঁও

৭০. বিখ্যাত 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক' রোডটি বাংলাদেশের কোন অঞ্চল থেকে শুরু হয়েছে?
ক. কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি
খ. ঢাকা জেলার বারিধারা
গ. যশোর জেলার ঝিকরগাছা
ঘ. নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও

৭১. ঢাকার ঐতিহাসিক আহসান মঞ্জিল নির্মিত হয় কবে?
ক. ১৭৭২ সালে খ. ১৮৭২ সালে
গ. ১৯৫০ সালে ঘ. ১৯১৭ সালে

৭২. বাংলাদেশের কোথায় মৌর্যযুগের শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে?
ক. লালমাই খ. ময়নামতি
গ. মহাস্থানগড় ঘ. নাটোর

৭৩. ষাটগম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. খুলনা খ. যশোর

গ. বাগের হাট ঘ. নারায়ণগঞ্জ

৭৪. পাহাড়পুর বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. বগুড়া খ. জয়পুর হাট
গ. নওগাঁ ঘ. দিনাজপুর

৭৫. মহামুনি বিহার কোথায় অবস্থিত?
ক. দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে খ. চট্টগ্রামের রাউজানে
গ. জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে ঘ. সিলেটের হবিগঞ্জে

৭৬. আনন্দ বিহার কোথায় অবস্থিত?
ক. কুমিল্লা জেলার ময়নামতিতে
খ. বগুড়া জেলায়
গ. নওগাঁ জেলায়
ঘ. কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড়ে

৭৭. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন বিহার কোনটি?
ক. শালবন বিহার খ. আনন্দ বিহার
গ. সোমপুর বিহার ঘ. সীতাকোট বিহার

৭৮. 'সোমপুর বিহার' কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. রংপুর
গ. কুমিল্লা ঘ. নওগাঁ

৭৯. কোন পাল রাজা পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. গোপাল খ. ধর্মপাল
গ. দেবপাল ঘ. বিগ্রহপাল

৮০. শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
ক. মহাস্থানগড়ে খ. ময়নামতিতে
গ. পাহড়পুরে ঘ. চট্টগ্রামে

৮১. ময়নামতি কোন সভ্যতার নিদর্শন?
ক. বৌদ্ধ খ. হিন্দু
গ. মুসলিম ঘ. খ্রিস্টন

৮২. 'কান্তজির মন্দির' কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. জয়পুরহাট খ. কুমিল্লা
গ. রাঙ্গামাটি ঘ. দিনাজপুর

৮৩. বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ঈদের জামাত সাধারণত কোথায় হয়ে থাকে?
ক. জাতীয় ঈদগাহ, ঢাকা খ. বায়তুল মোকাররম মসজিদ
গ. লালদিঘী ময়দান ঘ. কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়া

৮৪. বাগেরহাটে খান জাহান আলীর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি কত গম্বুজ বিশিষ্ট?
ক. আশি খ. একাশি
গ. ষাট ঘ. চৌষট্টি

৮৫. ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেছিল–
ক. শায়েস্তা খান খ. নবাব সলিমুল্লাহ
গ. মির্জা আহমেদ ঘ. মির্জা গোলাম পীর

৮৬. ষাট গম্বুজ মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
ক. বগুড়া খ. দিনাজপুর
গ. যশোর ঘ. বাগেরহাট

৮৭. ষাট গম্বুজ মসজিদ বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. খুলনা খ. বাগেরহাট
গ. রাজশাহী ঘ. যশোর

৮৮. সাত গম্বুজ মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
ক. বাগেরহাট খ. রাজশাহী
গ. ঢাকা ঘ. সিলেট

৮৯. ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাতগম্বুজ মসজিদটি কবে নির্মিত হয়েছিল?
ক. সপ্তদশ শতাব্দী খ. ষোড়শ শতাব্দী
গ. ঊনবিংশ শতাব্দী ঘ. পঞ্চদশ শতাব্দী

৯০. ঢাকার মোহাম্মদপুরে অবস্থিত সাতগম্বুজ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা –
ক. ৫টি খ. ৪টি গ. ৬টি ঘ. ৭টি

৯১. সোনা মসজিদ কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. নাটোর খ. নওগাঁ
গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. রাজশাহী

৯২. বিনত বিবির মসজিদ কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকার নারিন্দায় খ. রাজশাহীর পুঠিয়ায়
গ. জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ঘ. নওগাঁয় কুসুম্বায়

৯৩. গুরুদুয়ারা শিখ মন্দির কোথায় অবস্থিত?
ক. শাখারী বাজার খ. আরমানিটোলা
গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. নবাবপুর

৯৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদ–
ক. তারা মসজিদ খ. বায়তুল মোকাররম
গ. ষাট গম্বুজ মসজিদ ঘ. শাহ মখদুম মসজিদ

৯৫. মোঘল আমলের ঢাকা শহরের প্রাচীনতম মসজিদ–
ক. সাত গম্বুজ মসজিদ
খ. লালবাগ শাহী মসজিদ
গ. আওলাদ হোসেন জামে মসজিদ
ঘ. চকের মসজিদ

৯৬. বাংলাদেশের লোকশিল্প যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. ময়নামতি খ. সোনারগাঁও
গ. ঢাকা ঘ. পাহাড়পুর

৯৭. বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর কোনটি?
ক. জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর খ. জাতীয় জাদুঘর
গ. বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর ঘ. ঢাকা নগর জাদুঘর

৯৮. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকার কোথায় অবস্থিত?
ক. সেগুন বাগিচা খ. ধানমণ্ডি
গ. মগবাজার ঘ. বনানী

৯৯. বাংলাদেশের বিজ্ঞান জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকার শাহবাগে খ.ঢাকার আগারগাঁওয়ে
গ. সোনারগাঁয়ে ঘ. ঢাকার ইসলামপুরে

১০০. বরেন্দ্র মিউজিয়াম কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. বগুড়া
গ. দিনাজপুর ঘ. ঢাকা

১০১. বাংলাদেশের একমাত্র নৃতাত্ত্বিক জাদুঘর অবস্থিত–
ক. ঢাকা জেলায় খ. চট্টগ্রাম জেলায়
গ. কুমিল্লা জেলায় ঘ. কক্সবাজার জেলায়

১০২. লালন জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. সোনারগাঁও খ. ময়নামতি
গ. রাজশাহী ঘ. কুষ্টিয়া

১০৩. সার্ক ফোয়ারার ভাস্কর কে?
ক. রাশা খ. মৃণাল হক
গ. নিতুন কুণ্ডু ঘ. হামিদুর রহামান

১০৪. কমলাপুর রেল স্টেশনের স্থপতি কে?
ক. এফ আর খান খ. বব বুই

গ. লুই কান ঘ. মাজাহারুল ইসলাম

১০৫. 'বিজয় উল্লাস' ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?
ক. খুলনা খ. কুষ্টিয়া
গ. ফরিদপুর ঘ. যশোর

১০৬. আসাদ গেট কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়?
ক. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
খ. ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলন
গ. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১০৭. সংসদ ভবনের স্থপতি কে?
ক. লুই আই কান খ. মাজহারুল ইসলাম
গ. এফ আর খান ঘ. নভেরা আহমদ

১০৮. বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার-এর নকশাবিদ কে ছিলেন?
ক. হামিদুর রহমান
খ. ফরিদউদ্দিন আহমেদ ও জামি আল সাফি
গ. নিতুন কুণ্ডু ঘ. মৃণাল হক

১০৯. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. মেহেরপুর খ. চুয়াডাঙ্গা
গ. কুষ্টিয়া ঘ. ঢাকা

১১০. ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নাম কি?
ক. বিজয় কেতন খ. স্বাধীনতা সোপান
গ. রক্ত সোপান ঘ. বিজয় স্তম্ভ

১১১. 'বিজয় কেতন' কি?
ক. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর খ. মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য
গ. বাংলাদেশের পতাকা ঘ. স্বাধীনতার প্রতীক বিশেষ

১১২. 'গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার' এর অবস্থান কোথায়?
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. খুলনা

১১৩. 'অপরাজেয় বাংলা' কি?
ক. একটি পুস্তকের নাম
খ. মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবাহী একটি ভাস্কর্য
গ. একটি সড়কের নাম
ঘ. একটি ছায়াছবির নাম

১১৪. জাতীয় স্মৃতিসৌধে ফলকের সংখ্যা–
ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৯টি

১১৫. 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যটি কে নির্মাণ করেন?
ক. হামিদুর রহমান খ. শামীম শিকদার
গ. সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ ঘ. মুস্তফা মনোয়ার

১১৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
ক. শামীম সিকদার খ. অলক রায়
গ. আলাউদ্দীন বুলবুল ঘ. কেউই নয়

১১৭. ১৯৯৪ সালে যে প্রবন্ধকার বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন?
ক. হুমায়ুন আজাদ খ. আহমদ শরীফ
গ. ওয়াকিল আহমদ ঘ. আব্দুল মতিন খান

১১৮. বাংলাদেশের সোর্ড অব অনার পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম নারী কে?
ক. মারজিয়া ইসলাম খ. রাজিয়া সুলতানা
গ. তারামন বিবি ঘ. রহিমা বেগম

১১৯. পরিবেশের উপর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'ম্যাগসেসে' পুরস্কার-২০১২ প্রাপ্ত হন।
ক. অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ
খ. ড. আইনুন নিশাত
গ. সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান
ঘ. ড. হাসান মাহমুদ

১২০. বঙ্গবন্ধু কবে জুলিও কুরি পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১০ অক্টোবর, ১৯৭২ খ. ৭ নভেম্বর, ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২

১২১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব–
ক. বীরউত্তম খ. বীরশ্রেষ্ঠ
গ. বীরবিক্রম ঘ. বীরপ্রতীক

১২২. এশিয়ার নোবেল খ্যাত ম্যাগসেসেইয়ের ২০১২ সালে বাংলাদেশ থেকে পুরস্কৃত হয়েছেন–
ক. প্রখ্যাত লেখ প্রয়াত ড. হুমায়ূন আহমেদ
খ. প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
গ. বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।
ঘ. সাবেক TIB প্রধান মরহুম অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহম্মদ

১২৩. যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল গোল্ড মেডেল লাভকারী প্রথম বাংলাদেশী-
ক. ফজলে হাসান আবেদ খ. ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গ. শেখ হাসিনা ঘ. এ এইচ এম নোমান খান

১২৪. প্রফেসর মো. ইউনূস কোন বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পান?
ক. অর্থনীতি খ. শান্তি
গ. সাহিত্য ঘ. পদার্থবিদ্যা

১২৫. দ্য ফরবিডেন সিটি : কালার অ্যান্ড অলিম্পিক শিল্পকর্মের জন্য কোন বাংলাদেশী চিত্রশিল্পী বেইজিং অলিম্পিকের মেডেল পেয়েছেন?
ক. শিশির ভট্টাচার্য খ. খুরশিদ আলম সেলিম
গ. কাইয়ুম চৌধুরী ঘ. মুস্তফা মনোয়ার

১২৬. বৃক্ষরোপণে জনগণকে উৎসাহিত করতে সরকার যে জাতীয় পুরস্কার প্রচলন করেন তার নাম কি?
ক. রাষ্ট্রপতি পুরস্কার
খ. জাতীয় বৃক্ষরোপণ পুরস্কার
গ. প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পুরস্কার
ঘ. সামাজিক বনায়ন পুরস্কার

১২৭. সম্প্রতি জোবায়ারা রহমান নীলু গিনেস বুক অব রেকর্ডস'-এ স্থান পান কোন খেলায়?
ক. ব্যাডমিন্ট খ. সাঁতার
গ. সুটিং ঘ. টেবিল টেনিস

১২৮. বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন হয় কখন?
ক. ১৯৯০ সালে খ. ১৯৯২ সালে
গ. ১৯৯৩ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে

১২৯. সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র নির্মিত হয় কত সালে?
ক. ১৭৫০ সালে খ. ১৮৫০ সালে
গ. ১৮৭৫ সালে ঘ. ১৮৯৫ সালে

১৩০. বাংলাদেশে প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য ছায়াছবি কোনটি?
ক. সূর্য দীঘল বাড়ি খ. আসিয়া
গ. সিরাজ-উ-দৌলা ঘ. মুখ ও মুখোশ

১৩১. ঢাকায় নির্মিত প্রথম বাংলা ছায়াছবি কোনটি?
ক. মুখ ও মুখোশ খ. আনোয়ারা
গ. জোয়ার এলো ঘ. আয়না ও অবশিষ্ট

১৩২. 'মুখ ও মুখোশ'–
ক. একটি নাটকের নাম খ. একটি চলচ্চিত্রের নাম
গ. একটি উপন্যাসের নাম ঘ. একটিও না

১৩৩. বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হল–
ক. পিকচার হাউস খ. শাবিস্তান

গ. রূপমহল ঘ. গুলিস্তান

১৩৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র কোনটি?
ক. সংগ্রাম খ. অরুণোদয়ের অগ্নিস্বাক্ষী
গ. ওরা ১১ জন ঘ. রক্তাক্ত প্রান্তর

১৩৫. পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য পটভূমি হলো-
ক. জহির রায়হান খ. খান আতাউর রহমান
গ. চাষী নজরুল ইসলাম ঘ. আলমগীর কুমকুম

১৩৬.ওরা এগারজন চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য পটভূমি হলো-
ক. সিপাহী বিদ্রোহ
খ. ৫২-এর ভাষা আন্দোলন
গ. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ. ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ

১৩৭. ধীরে বহে মেঘনা এর পরিচালক–
ক. শেখ নিয়ামত আলী খ. মৃণাল সেন
গ. আলমগীর কবির ঘ. সুভাষ দত্ত

১৩৮. মুক্তিযুদ্ধোত্তর পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র কোনটি?
ক. কলমিলতা খ. মুক্তির কথা
গ. আগামী ঘ. হুলিয়া

১৩৯. The film Guerilla has been adapted from the novel Nishiddo Loban is written by-
ক. Rabindranath Tagor খ. Syed Shamsul Huq
গ. Humayun Ahmed ঘ. Mohammad Zafar Iqbal

১৪০. খেলাঘর চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
ক. তারেক মাসুদ খ. তৌকির আহমেদ
গ. খান আতাউর রহমান ঘ. মোরশেদুল ইসলাম

১৪১. নিচের কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি?
ক. ধীরে বহে মেঘনা খ. কলমিলতা
গ. হুলিয়া ঘ. চিৎকার

১৪২. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি আগামী এর পরিচালক-
ক. জহির রায়হান খ. মোরশেদুল ইসলাম
গ. কাজী জহির ঘ. হুমায়ুন আহমেদ

১৪৩. রানওয়ে চলচ্চিত্রটির পরিচালক কে?
ক. তানভীর মোকাম্মেল খ. মোরশেদুল ইসলাম
গ. হুমায়ূন আহমেদ ঘ. তারেক মাসুদ

১৪৪. কোনটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র?
ক. ওরা ১১জন খ. হুলিয়া
গ. মুক্তির গান ঘ. লেট দেয়ার বি লাইট

১৪৫. আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'চাকা' এর পরিচালক নিচের কে?
ক. জহির রায়হান খ. মোরশেদুল ইসলাম
গ. তানভীর মোকাম্মেল ঘ. তারেক মাসুদ

১৪৬. 'সূর্য দীঘল বাড়ী' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
ক. শেখ নিয়ামত শাকের খ. জহির রায়হান
গ. খান আতা ঘ. সুভাষ দত্ত

১৪৭. পদ্মা নদীর মাঝি চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
ক. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খ. মৃণাল সেন
গ. গৌতম ঘোষ ঘ. সত্যজিত রায়

১৪৮. মনের মানুষ চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?
ক. সুভাষ দত্ত খ. গৌতম ঘোষ
গ. নাসির উদ্দিন ইউসুফ ঘ. চাষী নজরুল ইসলাম

১৪৯. টিয়ার্স অব ফায়ার কি?
ক. পরিমেশ বিষয়ক আন্দোলন
খ. নবগঠিত পুলিশ ব্যাটালিয়ন
গ. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক তথ্যচিত্র
ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

১৫০. Who directed the film named palassy to 32, Dhanmondi?
ক. Zihir Raihan খ. Shamima Akter
গ. Abdul Gaffar Chowdhury ঘ. Amzad Hossain

১৫১. The movie `Third person Singular Number' acclaimed in the different international flim festivals, is directed by-
ক. Amitabh Reza খ. Chasi Nazrul Islam
গ. Mostafa Sarwar Faroqui ঘ. Subahsh Datta

১৫২. জীবনঢুলী কি?
ক. একটি উপন্যাসের নাম খ. একটি কাব্যগ্রন্থের নাম
গ. একটি আত্মজীবনীর নাম ঘ. একটি চলচ্চিত্রের নাম

১৫৩. কোন চলচ্চিত্র ১৯৪৭-এর দেশভাগ নিয়ে নির্মিত?
ক. যুদ্ধশিশু খ. আবার তোরা মানুষ হ
গ. চিত্রা নদীর পাড়ে ঘ. গেরিলা

১৫৪. নিচের কোনটি দেশভাগভিত্তিক চলচ্চিত্র?
ক. কোমল গান্ধার খ. নদীর নাম মধুমতি
গ. ট্রেন টু পাকিস্তান ঘ. গেরিলা

১৫৫. সম্প্রতি কলকাতার মাস্টারদা সূর্যসেনকে নিয়ে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের নাম কী?
ক. মাস্টার ম্যাজিক খ. চিটাগং
গ. হিরো অব বেঙ্গল ঘ. মাস্টারদা

১৫৬. বাসস একটি –
ক. সংবাদ সংস্থার নাম
খ. একটি প্রেস ক্লাবের নাম
গ. একটি খবরের কাগজের না
ঘ. একটি বিদেশী কোম্পানির নাম

১৫৭. বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা কোনটি?
ক. এপি খ. রয়টারস
গ. ইউএনবি ঘ. এএফপি

১৫৮. বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র-
ক. আজাদ খ. সমাচার দর্পণ
গ. বঙ্গদর্শন ঘ. বেঙ্গল গেজেট

১৫৯. বাংলাদেশের প্রধান সংবাদ সংস্থার নাম কি?
ক. এনা খ. ইউএনবি
গ. আবাস ঘ. বাসস

১৬০. জাতীয় প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৫৪ সালে
গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৫৮ সালে

১৬১. কোনটি বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা?
ক. এপিপি খ. এএফপি
গ. ইএনএ ঘ. ইউএনআই

১৬২. বাংলাদেশের সংবাদ সংস্থা–
ক. এপি খ. রয়টার্স
গ. ইউএনবি ঘ. এএফপি

১৬৩. বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র–
ক. আজাদী খ. বঙ্গদর্শন
গ. সমাচার দর্পন ঘ. বেঙ্গল গেজেট

১৬৪. বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র কোনটি–
ক. দিকদর্শন খ. সংবাদ প্রভাকর
গ. তত্ত্ববোধিনী ঘ. বঙ্গদর্শন

১৬৫. বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্রের নাম কি?
ক. আজাদ খ. বঙ্গদর্শন
গ. বেঙ্গল গেজেট ঘ. সমাচার দর্পন

১৬৬. সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়–
ক. ১৮১৮ সালে খ. ১৮১৯ সালে
গ. ১৮২০ সালে ঘ. ১৮২১ সালে

১৬৭. বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র কোনটি?
ক. দিগদর্শন খ. সমাচার দর্পণ
গ. সংবাদ প্রভাকর ঘ. তত্ত্ববোধিনী

১৬৮. কার সম্পাদনায় সংবাদ প্রভাকর প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. প্রমথ নাথ চৌধুরী খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. প্যারীচাঁদ মিত্র ঘ. দীনবন্ধু মিত্র

১৬৯. 'তত্ত্ববোধনী' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়–
ক. ১৮৪১ সালে খ. ১৮৪২ সালে
গ. ১৮৫০ সালে ঘ. ১৮৪৩ সালে

১৭০. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ. অক্ষয়কুমার দত্ত
গ. প্যারিচাঁদ মিত্র ঘ. বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১৭১. বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র কোনটি?
ক. বরিশাল হিতৈষী খ. সমাচার দর্পণ
গ. ঢাকা প্রকাশ ঘ. রংপুর বার্তাবহ

১৭২. ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কোনটি?
ক. সংবাদ খ. ঢাকা প্রকাশ
গ. আজকের কাগজ ঘ. ইত্তেফাক

১৭৩. কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধুমকেতু' কতসালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯৩০ খ. ১৯২০
গ. ১৯২২ ঘ. ১৯৩২

১৭৪. কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত পত্রিকার নাম কি?
ক. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা খ. অমৃতবাজার পত্রিকা
গ. রংপুর বার্তাবহ ঘ. সমাচার দর্পণ

১৭৫. বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সম্পাদক কে ছিলেন?
ক. প্যারীচাঁদ মিত্র খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. প্রমথ চৌধুরী

১৭৬. 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৮৬৫ খ. ১৮৭২
গ. ১৮৭৫ ঘ. ১৮৮১

১৭৭. শেখ আব্দুর রহিম কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা নয়–
ক. মিহির খ. হাফেজ
গ. সুধাকর ঘ. কোহিনুর

১৭৮. সবুজপত্র কি?
ক. উপন্যাস খ. নাটক
গ. সাময়িকপত্র ঘ. গদ্য সংকলন

১৭৯. 'সবুজপত্র' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন-
ক. প্রমথ চৌধুরী খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. মোজাম্মেল হক ঘ. দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

১৮০. সবুজপত্র পত্রিকা প্রকাশিত হয়–
ক. ১৯০৯ সালে খ. ১৯১০ সালে
গ. ১৯১৪ সালে ঘ. ১৯২১ সালে

১৮১. প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবলী' রীতির প্রচার মাধ্যম হিসাবে কোন পত্রিকা ভূমিকা রাখে?
ক. সাহিত্য খ. কল্লোল
গ. সবুজপত্র ঘ. বঙ্গদর্শন

১৮২. বাংলা সাহিত্য কথ্যরীতির প্রচলনে কোন পত্রিকার অবদান বেশি?
ক. কল্লোল খ. সবুজপত্র
গ. কালিকলম ঘ. বঙ্গদর্শন

১৮৩. সওগাত পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
ক. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন খ. আবুল কালাম শামসুদ্দিন
গ. কাজী আব্দুল ওদুদ ঘ. সিকান্দার আবু জাফর

১৮৪. মাসিক 'সওগাত' পত্রিকা ইংরেজি কোন সালে প্রথম প্রকাশিত হয়?
ক. ১৯১৫ সালে খ. ১৯১৮ সালে
গ. ১৯৩০ সালে ঘ. ১৯৪৮ সালে

১৮৫. মোসলেম ভারত নামক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন-
ক. মীর মশাররফ হোসেন
খ. মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
গ. মোজাম্মেল হক
ঘ. রেয়জুদ্দীন আহমদ মাশহাদী

১৮৬. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত পত্রিকার নাম–
ক. সংবাদ রত্নাবলী খ. সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়
গ. সাহিত্য ঘ. আঙুর

১৮৭. সমকাল পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়–
ক. করাচি থেকে খ. কলকাতা থেকে
গ. ঢাকা থেকে ঘ. পাবনা থেকে

১৮৮. সমকাল পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?
ক. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ খ. তফাজ্জল হোসেন
গ. নাসিরুদ্দিন ঘ. সিকান্দার আবু জাফর

উত্তরমালা

০১	খ	০২	গ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	খ	০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	গ	১০	ক
১১	খ	১২	গ	১৩	গ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ
২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	গ	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	ঘ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ক	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	গ	৫০	ক
৫১	ক	৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	ক	৫৫	গ	৫৬	ঘ	৫৭	ক	৫৮	খ	৫৯	খ	৬০	ক
৬১	খ	৬২	ক	৬৩	ঘ	৬৪	ক	৬৫	ঘ	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	ঘ	৬৯	ক	৭০	ঘ
৭১	খ	৭২	গ	৭৩	গ	৭৪	গ	৭৫	খ	৭৬	ক	৭৭	ঘ	৭৮	ঘ	৭৯	খ	৮০	খ
৮১	ক	৮২	ঘ	৮৩	ঘ	৮৪	খ	৮৫	ঘ	৮৬	ঘ	৮৭	খ	৮৮	গ	৮৯	ক	৯০	ঘ

৯১	গ	৯২	ক	৯৩	গ	৯৪	খ	৯৫	গ	৯৬	খ	৯৭	গ	৯৮	ক	৯৯	খ	১০০	ক
১০১	খ	১০২	ঘ	১০৩	গ	১০৪	খ	১০৫	খ	১০৬	ঘ	১০৭	ক	১০৮	খ	১০৯	ক	১১০	ক
১১১	খ	১১২	গ	১১৩	খ	১১৪	গ	১১৫	গ	১১৬	ঘ	১১৭	গ	১১৮	ক	১১৯	গ	১২০	ক
১২১	খ	১২২	গ	১২৩	খ	১২৪	খ	১২৫	খ	১২৬	গ	১২৭	ঘ	১২৮	খ	১২৯	ঘ	১৩০	ঘ
১৩১	ক	১৩২	খ	১৩৩	ক	১৩৪	গ	১৩৫	গ	১৩৬	গ	১৩৭	গ	১৩৮	ক	১৩৯	খ	১৪০	ঘ
১৪১	গ	১৪২	খ	১৪৩	ঘ	১৪৪	গ	১৪৫	খ	১৪৬	ক	১৪৭	গ	১৪৮	খ	১৪৯	গ	১৫০	গ
১৫১	গ	১৫২	ঘ	১৫৩	গ	১৫৪	ক	১৫৫	খ	১৫৬	ক	১৫৭	গ	১৫৮	ক	১৫৯	ঘ	১৬০	খ
১৬১	গ	১৬২	গ	১৬৩	ক	১৬৪	ক	১৬৫	ঘ	১৬৬	ক	১৬৭	গ	১৬৮	খ	১৬৯	ঘ	১৭০	খ
১৭১	ঘ	১৭২	খ	১৭৩	গ	১৭৪	ক	১৭৫	খ	১৭৬	খ	১৭৭	ঘ	১৭৮	গ	১৭৯	ক	১৮০	গ
১৮১	গ	১৮২	খ	১৮৩	ক	১৮৪	খ	১৮৫	গ	১৮৬	ঘ	১৮৭	গ	১৮৮	ঘ				

১. ছয়-দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করা হয়?
ক. ঢাকায় খ. লাহোরে
গ. করাচিতে ঘ. নারায়ণগঞ্জে

২. আওয়ামী লীগের ছয় দফা কোন সালে পেশ করা হয়েছিল?
ক. ১৯৬৫ খ. ১৯৬৬
গ. ১৯৬৭ ঘ. ১৯৫৫

৩. বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'ছয় দফা' ঘোষিত হয় কবে?
ক. ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ. ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
গ. ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ. ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

৪. বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?
ক. ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ খ. ২২ মার্চ, ১৯৫৮
গ. ২০ এপ্রিল, ১৯৬২ ঘ. ২৩ মার্চ, ১৯৬৬

৫. ছয়-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন-
ক. মওলানা ভাসানী
খ. কমরেড মুজফফর আহমদ
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৬. ছয়-দফা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হলো-
ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ
খ. শিক্ষা সংস্কার
গ. অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলন
ঘ. ভাষা আন্দোলনের সফল বাস্তবায়ন

৭. আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক 'ছয় দফা'র প্রথম দফা-
ক. রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা খ. ধর্মনিরপেক্ষতা
গ. স্বতন্ত্র মুদ্রা ঘ. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

৮. বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ হলো-
ক. ছয় দফা খ. এগারো দফা
গ. ৭ মার্চের ভাষণ ঘ. ২১ দফা

৯. ঐতিহাসিক ছয় দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়?
ক. বিল অব রাইটস খ. ম্যাগনাকার্টা
গ. পিটিশন অব রাইটস ঘ. মূখ্য আইন

১০. ছয় দফা আন্দোলনের প্রথম শহীদ কে?
ক. শামসুজ্জোহা খ. মনু মিয়া
গ. রফিক ঘ. সালাম

১১. ছয় দফা দিবস কবে?
ক. ২৩ ফেব্রুয়ারি খ. ৭ মার্চ
গ. ১৭ এপ্রিল ঘ. ৭ জুন

১২. বঙ্গবন্ধু কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক. খুলনা খ. গোপালগঞ্জ
গ. ফরিদপুর ঘ. নড়াইল

১৩. বঙ্গবন্ধুর গ্রাম কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. মধুমতি খ. বাইগার
গ. কুমার ঘ. ভৈরব

১৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেন?
ক. ১ মার্চ, ১৯১৯ খ. ১৭ মার্চ, ১৯২০
গ. ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ ঘ. ২১ জুন, ১৯৪১

১৫. নিম্নের কোন দিবসটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনের সাথে সম্পর্কযুক্ত?
ক. বিশ্ব নারী দিবস খ. জাতীয় শিশু দিবস
গ. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘ. বিশ্ব পরিবেধ দিবস

১৬. জাতীয় শিশু দিবস কবে পালিত হয়?
ক. ১৭ জুন খ. ১৭ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৭ মার্চ ঘ. ১৭ এপ্রিল

১৭. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কার রচিত গ্রন্থ?
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. শেখ হাসিনা
গ. হামিদ খান ভাসানী ঘ. এ. কে ফজলুল হক

১৮. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক. জুন, ২০১১ খ. জুলাই, ২০১১
গ. জুন, ২০১২ ঘ. জানুয়ারি, ২০১৩

১৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত সালে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখা শুরু করেন?
ক. ১৯৬৭ সালের শুরুতে খ. ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি
গ. ১৯৬৭ সালের শেষে ঘ. ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারি

২০. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কত সাল পর্যন্ত?
ক. ১৯৫৫ সাল খ. ১৯৫২ সাল
গ. ১৯৬৬ সাল ঘ. ১৯৬৯ সাল

২১. শেখ মুজিবুর রহমান লিখিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের ভূমিকা কে লিখেছেন?
ক. শেখ হাসিনা খ. আনিসুজ্জামান
গ. ড. মুনতাসির মামুন ঘ. বঙ্গবন্ধু স্বয়ং

২২. বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' অনুবাদ করেন-
ক. জামিলুর রেজা চৌধুরী
খ. ফকরুল আলম
গ. খন্দকার আশরাফ হোসেন
ঘ. ড. আনিসুজ্জামান

২৩. 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

ক. আবদুল হামিদ খান ভাসানী
খ. হোসেন শহীদ সোহারাওয়ার্দী
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ. এ. কে ফজলুল হক

২৪. 'কারাগারের রোজনামচা' রচনাটির নামকরণ করেন কে?
ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ. শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব
গ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরু রহমান
ঘ. শেখ রেহানা

২৫. বঙ্গবন্ধু 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে কোন সময়ের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন-
ক. ১৯৬৯-৭১ খ. ১৯৭০-৭১
গ. ১৯৬৬-৬৮ ঘ. ১৯৬২-৬৮

২৬. মুক্তিযুদ্ধের উপর লিখিত গ্রন্থ 'আমার কিছু কথা' এর লেখক কে?
ক. নালিমা ইব্রাহিম খ. জহির রায়হান
গ. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ঘ. শেখ মুজিবুর রহমান

২৭. When Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman returned of Bangladesh from imprisonment in Pakistan:
ক. January 10, 1972 খ. December 22, 1971
গ. January 12, 1972 ঘ. March 26, 1972

২৮. ভাষা আন্দোলনের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কারাগারে বন্দি ছিলেন?
ক. ঢাকা খ. নারায়ণগঞ্জ
গ. ফরিদপুর ঘ. চট্টগ্রাম

২৯. বঙ্গবন্ধু কত তারিখে মৃত্যুবরণ করেন?
ক. ১৪ আগস্ট খ. ১৫ আগস্ট
গ. ১৬ আগস্ট ঘ. ১৭ আগস্ট

৩০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম কী?
ক. আমার জীবনী খ. সংগ্রাম
গ. অসমাপ্ত আত্মজীবনী ঘ. আমার বাংলাদেশ

৩১. কারাগারের রোজনামচা-
ক. নাটক খ. উপন্যাস
গ. কাব্য ঘ. দিনলিপি

৩২. 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' একটি-
ক. উপন্যাস খ. প্রবন্ধ গ্রন্থ
গ. আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ঘ. নাটক

৩৩. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মস্থান-
ক. টুঙ্গিপাড়া খ. টঙ্গি
গ. টাঙ্গাইল ঘ. টঙ্গিবাড়ী

৩৪. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শৈশবে কোন বিদ্যালয়ে তাঁর পাঠ শুরু করেন?
ক. গোপালগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়
খ. শ্রীরামকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়
গ. টুঙ্গিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়
ঘ. গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়

৩৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন?
ক. প্রেসিডেন্সি কলেজ খ. ইসলামিয়া কলেজ
গ. রিপন কলেজ ঘ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ

৩৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম কোন সালে গ্রেফতার হন?
ক. ১৯৩৬ খ. ১৯৩৮
গ. ১৯৫২ ঘ. ১৯৬২

৩৭. বঙ্গবন্ধুর জেল জীবনের উপর রচিত বইয়ের নাম কী?
ক. ৫০৫৩ দিন খ. ৫০৫০ দিন
গ. ৩০৫৩ দিন ঘ. ৩০৫০ দিন

৩৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' লেখা শুরু করেন কোন জেলে বন্দি অবস্থায়?
ক. ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে খ. গাজীপুর জেলে
গ. আগরতলা জেলে ঘ. লাহোর জেলে

৩৯. বঙ্গবন্ধু আত্মজীবনীর দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম কী?
ক. আমি বিজয় দেখেছি খ. অসমাপ্ত আত্মজীবনী
গ. আমি শেখ মুজিব বলছি ঘ. কারাগারের রোজনামচা

৪০. শান্তিতে অবদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কোন পদকে ভূষিত করা হয়?
ক. নোবেল পদক খ. জুলিও কুরি পদক
গ. ম্যাগসেসে পদক ঘ. মাদাম কুরি পদক

৪১. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখন জুলিও কুরি পুরস্কার লাভ করেন?
ক. ১০ অক্টোবর, ১৯৭২ খ. ৭ নভেম্বর, ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২

৪২. কোন বিখ্যাত ম্যাগাজিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাজনীতির কবি আখ্যা দিয়েছিল?
ক. টাইম খ. নিউজ উইকস
গ. ইকোনোমিষ্ট ঘ. ইকোনোমিক

৪৩. বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. টুঙ্গিপাড়া
গ. বরিশাল ঘ. মেহেরপুর

৪৪. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বেকার হোস্টেলের কত নম্বর কক্ষকে জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়েছে?
ক. ২১ খ. ২২
গ. ২৫ ঘ. ২৪

৪৫. 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিভবন' কোথায় অবস্থিত?
ক. টুঙ্গিপাড়া খ. মেহেরপুর
গ. কলকাতা ঘ. সাভার

৪৬. কোন শহরের একটি সড়কের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে রাখা হয়েছে?
ক. কলকাতা খ. দিল্লি
গ. লন্ডন ঘ. কলম্বো

৪৭. 'সিক্রেট ডকুমেন্ট অফ ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অফ দ্য নেশন বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমান' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন হয় কোন তারিখে?
ক. ২০১৮ সালের, ৬ সেপ্টেম্বর
খ. ২০১৮ সালের, ৭ সেপ্টেম্বর
গ. ২০১৭ সালের, ৬ সেপ্টেম্বর
ঘ. ২০১৮ সালের, ৮ সেপ্টেম্বর

৪৮. 'Mujib Year' has been decided to be celebrated jointly with-
ক. IRCICA খ. UNICEF
গ. UNESCO ঘ. ISESCO

৪৯. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফার ২য় দফাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

ক. বৈদেশিক বাণিজ্য খ. মুদ্রা বা অর্থ
গ. রাজস্ব কর ঘ. কেন্দ্রীয় সরকার

৫০. শান্তির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে জুলিও কুরী পুরস্কার পান?
ক. ১৯৭৩ সালের ২৩ মে
খ. ১৯৭৩ সালের ২৪ মে
গ. ১৯৭৩ সালের ২৩ জুন
ঘ. ১৯৭৩ সালের ২৪ জুন

৫১. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবিতে' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না-
ক. শাসনতান্ত্রিক কাঠামো খ. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ. স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ঘ. বিচার ব্যবস্থা

৫২. মুজিব শতবর্ষের লোগোটির ডিজাইনার কে?
ক. সব্যসাচী হাজরা খ. মুস্তফা মনোয়ার
গ. হামিদুর রহমান ঘ. হাশেম খান

৫৩. ১৯৬৬ সালের ৬ দফার ক'টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল?
ক. ৩টি খ. ৪টি
গ. ৫টি ঘ. ৬টি

৫৪. 'আমার দেখা নয়াচীন' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা কততম প্রকাশিত গ্রন্থ-
ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

৫৫. মুজিববর্ষের ক্ষণগণনা শুরু হয় কত তারিখে?
ক. ১০.১.২০১৯ খ. ১০.১.২০২০
গ. ১০.১.২০২১ ঘ. ১০.২.২০২০

৫৬. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দুইটি পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থা চালুর দাবি ছয় দফার কোন দফাতে ছিল?
ক. ২য় খ. ৩য়
গ. ৪র্থ ঘ. ৫ম

৫৭. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থের ব্রেইল সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে কোন মন্ত্রণালয় হতে?
ক. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
খ. সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ঘ. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

৫৮. মুজিববর্ষের সময়কাল' কত?
ক. ১৭ মার্চ ২০২০-২৬ মার্চ ২০২১
খ. ২৬ মার্চ ২০২০-১৬ ডিসেম্বর ২০২১
গ. ১৭ মার্চ ২০২০-২৬ মার্চ ২০২২
ঘ. ১৭ মার্চ ২০২০-৩১ মার্চ ২০২২

৫৯. কত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়?
ক. ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ. ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯
গ. ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ. ৫ জানুয়ারি, ১৯৬৯

৬০. 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করা হয় কবে?
ক. ১০ জানুয়ারি, ২০১৯ খ. ১১ জানুয়ারি, ২০১৯
গ. ১২ জানুয়ারি, ২০১৯ ঘ. ২০ জানুয়ারি, ২০১৯

৬১. বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির নান্দনিক শিল্পী' বলেছেন-
ক. মাওলানা ভাসানী খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. তাজউদ্দিন আহমেদ ঘ. শেখ হাসিনা

৬২. বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত বেকার হোস্টেল কোথায় অবস্থিত?
ক. টুঙ্গিপাড়া খ. মেহেরপুর
গ. কোলকাতা ঘ. সাভার

৬৩. বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্রী ছিলেন?
ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞান খ. লোকপ্রশাসন
গ. ইংরেজি বিভাগ ঘ. বাংলা বিভাগ

৬৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কতবার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন?
ক. ৮ বার খ. ৫ বার
গ. ৯ বার ঘ. ৭ বার

৬৫. 'ফোর্বস ম্যাগাজিন-২০২১' এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থান হলো-
ক. ১৯তম খ. ৪৩তম
গ. ৪২তম ঘ. ৩০তম

৬৬. 'মাদার অফ হিউমিনিটি' কাকে বলা হয়?
ক. থেরেসা মে খ. হিলারি ক্লিনটন
গ. শেখ হাসিনা ঘ. অং সান সুচি

৬৭. সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ কর্তৃক কোন দুটি পুরস্কারে ভূষিত হন?
ক. প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন এবং এজেন্ট অব চেইঞ্জ অ্যাওয়ার্ড
খ. প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন এবং চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ
গ. এজেন্ট অব চেইঞ্জ অ্যাওয়ার্ড এবং চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ
ঘ. ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ এবং চ্যাম্পিয়ন অব দি আর্থ

৬৮. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কোন সংস্থা পুরস্কৃত করে?
ক. EU খ. IDB
গ. ADB ঘ. IFRC

৬৯. প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন' পুরস্কার কোন বিষয়ে অবদানের জন্য দেয়া হয়?
ক. মহাকাশ বিজ্ঞান খ. সাহিত্য
গ. নারীর ক্ষমতায়ন ঘ. রসায়ন

৭০. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে ক্ষেত্রে অবদানের জন্য জাতিসংঘ পদক পেয়েছেন-
ক. মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন খ. শিশুমৃত্যু হার হ্রাস
গ. প্রাথমকি শিক্ষা উন্নয়ন ঘ. লিঙ্গসমতা আনয়ন

৭১. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা কী অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন?
ক. প্ল্যানেট ৫০-৫০ খ. এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০
গ. জাতিসংঘ শান্তি পুরস্কার ঘ. সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি

৭২. প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন সনে জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ে সর্বোচ্চ সম্মাননা 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' খেতাবে ভূষিত হন?
ক. ২০১৭ খ. ২০১৫
গ. ২০১৮ ঘ. ২০১৯

৭৩. 'শেখ মুজিব আমার পিতা' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়-
ক. ১৯৬৬ সালে খ. ১৯৯৯ সালে
গ. ২০০৯ সালে ঘ. ২০১৭ সালে

৭৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাম্প্রতিক সময়ে কোন সেক্টরে জাতিসংঘ কর্তৃক অ্যাওয়ার্ড পান?
ক. SDG Progress Award খ. MDG Progress Award
গ. নারীর ক্ষমতায়ন ঘ. দারিদ্র্য বিমোচন

৭৫. 'A Daughter Tale' কী?
ক. চলচ্চিত্র খ. নাটক
গ. গান ঘ. গ্রন্থ

৭৬. 'একটি বাড়ি একটি খামার' কার চিন্তা প্রসূত প্রকল্প-
ক. জনাব ফজলে হাসান আবেদ
খ. ড. মুহাম্মদ ইউনূস
গ. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
ঘ. ড. আখতার হামিদ খান

৭৭. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন কোনটি?
ক. পদ্ম ভবন খ. বঙ্গ ভবন
গ. গণভবন ঘ. উত্তরা ভবন

৭৮. শেখ রাসেলকে নিয়ে শেখ হাসিনার লেখা বই কোনটি?
ক. আমাদের ছোট রাসেল সোনা
খ. মমতামাখা একটি নাম রাসেল
গ. রাসেলের দিনগুলি
ঘ. আমাদের ছোট রাজকুমার

৭৯. বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কখন চালু হয়?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৮১ সালে
গ. ১৯৯৮ সালে ঘ. ২০০২ সালে

৮০. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কিসের নাম?
ক. কৃত্রিম উপগ্রহের খ. নৌজাহাজের
গ. মহাকাশ যানের ঘ. যুদ্ধ জাহাজের

৮১. বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইটের নাম-
ক. বাংলা-১ খ. বঙ্গবন্ধু
গ. বঙ্গবন্ধু-১ ঘ. আকাশ-১

৮২. 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' এর মেয়াদকাল কত বছর?
ক. ৩ বছর খ. ৫ বছর
গ. ১৫ বছর ঘ. ২০ বছর

৮৩. কোন দেশের প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' তৈরি করেছে?
ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ. ফ্রান্স
গ. ইংল্যান্ড ঘ. জার্মানি

৮৪. 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' কোন দেশ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়?
ক. রাশিয়া খ. ফ্রান্স
গ. যুক্তরাজ্য ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

৮৫. বঙ্গবন্ধু-১ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ এর মধ্য দিয়ে কততম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যুক্ত হয়?
ক. ৫৫তম খ. ৫৬তম
গ. ৫৭তম ঘ. ৫৮তম

৮৬. বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' কবে উৎক্ষেপণ করা হয়?
ক. ১০ মে, ২০১৮ খ. ৯ জুন, ২০১৮
গ. ১১ মে, ২০১৮ ঘ. ১২ জুন, ২০১৮

৮৭. 'বঙ্গবন্ধু-১' স্যাটেলাইটের তত্ত্বাবধানে থাকবে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান?
ক. STCL খ. SPARRSO
গ. BTRC ঘ. BCSCL

৮৮. বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা কোথায় অবস্থিত?
ক. খুলনা খ. টঙ্গী
গ. পতেঙ্গা ঘ. বগুড়া

৮৯. 'সাবমেরিন ক্যাবল' প্রকল্পটি কোন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম?
ক. অর্থ খ. ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি
গ. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঘ. পররাষ্ট্র

৯০. বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. বিরিশিরি, নেত্রকোনা খ. লাউয়াছেড়া, মৌলভীবাজার
গ. নবীনগর, সাভার ঘ. কালিয়াকৈর, গাজীপুর

৯১. 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. খুলনা
গ. যশোর ঘ. রাজশাহী

৯২. মুজিবনগর সরকারের ডাকটিকিটের ডিজাইনার কে ছিলেন?
ক. কামরুল হাসান খ. জয়নুল আবেদীন
গ. বিমান মল্লিক ঘ. হাশেম খান

৯৩. বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিটের ডিজাইনার কে ছিলেন?
ক. বিপি চিতনিশি খ. বিমান মল্লিক
গ. মইনুল ইসলাম ঘ. এম এ হুদা

৯৪. বাংলাদেশের একমাত্র 'পোস্টাল একাডেমি' কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. ঢাকা
গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা

৯৫. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সিস্টেম চালুর সন-
ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৬
গ. ১৯৯৭ ঘ. ১৯৯৮

৯৬. বাংলাদেশের কোথায় সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়?
ক. চট্টগ্রাম খ. সেন্টমার্টিন
গ. কক্সবাজার ঘ. খুলনা

৯৭. বাংলাদেশে পরমাণু শক্তি কমিশন গণিত হয় কোন সালে?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে

৯৮. বাংলাদেশের বিজ্ঞান জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকার শাহবাগে খ. ঢাকার আগারগাঁওয়ে
গ. সোনারগাঁওয়ে ঘ. ঢাকার ইসলামপুরে

৯৯. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ কোন স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়?
ক. কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস লাঞ্চ সেন্টার
খ. স্টেনিস স্পেস সেন্টার
গ. জন্সন স্পেস সেন্টার
ঘ. কেনেডি স্পেস সেন্টার

১০০. বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ কী ধরনের স্যাটেলাইট হবে?
ক. কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট
খ. ওয়েদার স্যাটেলাইট
গ. আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট
ঘ. ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট

১০১. 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' তৈরি এবং উৎক্ষেপণ করবে কোন প্রতিষ্ঠান?
ক. গ্লাভকসমস (রাশিয়া) খ. রোসাটম (রাশিয়া)
গ. কসমস (রাশিয়া) ঘ. থ্যালেস এলেনিয়া (ফ্রান্স)

১০২. 'গোল্ডেন জুবিলি টাওয়ার' এর অবস্থান কোথায়?
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম
গ. রাজশাহী ঘ. খুলনা

১০৩. দোয়েল চত্বরের স্থপতি কে?
ক. শামীম শিকদার খ. নিতুন কুণ্ডু
গ. রফিক আজম ঘ. আজিজুল জলির পাশা

১০৪. ঢাকা মতিঝিলের শাপলা চত্বরের স্থপতি কে?
ক. লুই আই কান খ. আজিজুল জলির পাশা
গ. মাজহারুল ইসলাম ঘ. হামিদুর রহমান

১০৫. 'শীতল পাটি' তৈরি হয় কী দিয়ে?
ক. বাঁশ গাছের বাকল খ. পৈতার গাছের বাকল
গ. মূর্তা গাছের বাকল ঘ. বেত গাছের বাকল

১০৬. 'স্বাধীনতা স্তম্ভ' কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. সাভার
গ. মুজিবনগর ঘ. গাজীপুর

১০৭. ভাস্কর্য 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা' এর স্থপতি কে?
ক. মর্তুজা বশীর খ. মৃণাল হক
গ. হামিদুজ্জামান খান ঘ. অখিল পাল

১০৮. হামিদুজ্জামান খান কোন ভাস্কর্যের স্থপতি?
ক. সাবাস বাংলাদেশ খ. মিশুক

গ. স্টেপস ঘ. জাতীয় স্মৃতিসৌধ

১০৯. 'বিদ্রোহী' চিত্রটি কার আঁকা?
ক. শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক খ. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন
গ. শিল্পী হাশেম খান ঘ. শিল্পী আমিনুল ইসলাম

১১০. 'সংগ্রাম' চিত্রকর্মের শিল্পী-
ক. এসএম সুলতান খ. জয়নুল আবেদীন
গ. কামরুল হাসান ঘ. যামিনী রায়

১১১. 'নবান্ন' চিত্রকর্মটি কার আঁকা?
ক. জয়নুল আবেদীন খ. কামরুল হাসান
গ. আমিনুল ইসলাম ঘ. আনোয়ারুল হক

১১২. 'মনপুরা-৭০' কী?
ক. একটি উপজেলা খ. একটি নদী বন্দর
গ. একটি উপন্যাস ঘ. একটি চিত্রশিল্প

১১৩. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'মনপুরা-৭০' কোন সালে আঁকা?
ক. ১৯৭২ খ. ১৯৭০
গ. ১৯৭৪ ঘ. ১৯৭৩

১১৪. 'ম্যাডোনা-৪৩' কী?
ক. প্রখ্যাত মডেল খ. একটি ভাস্কর্য
গ. অস্কার জয়ী ফিল্ম ঘ. একটি চিত্রকর্ম

১১৫. বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'ম্যাডোনা-৪৩' এর চিত্রকর কে?
ক. জয়নুল আবেদীন খ. কামরুল হাসান
গ. এসএম সুলতান ঘ. রফিকুন্নবী

১১৬. বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের উপর ছবি এঁকে বিখ্যাত হন কোন শিল্পী?
ক. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন খ. শিল্পী কামরুল হাসান
গ. শিল্পী এস এম সুলতান ঘ. শিল্পী শাহাবুদ্দিন

১১৭. 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এর চিত্র এঁকে বিখ্যাত হয়েছেন কোন শিল্পী?
ক. রশীদ চৌধুরী খ. হাসেম খান
গ. জয়নুল আবেদীন ঘ. শাহাবুদ্দিন

১১৮. শিল্পী জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালাটি কোথায়?
ক. ঢাকায় খ. ময়মনসিংহে
গ. চট্টগ্রামে ঘ. নড়াইলে

১১৯. কোন জন প্রধানত চিত্রশিল্পী হিসেবে খ্যাতিমান?
ক. সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ খ. হামিদুজ্জামান খান
গ. শামীম শিকদার ঘ. কামরুল হাসান

১২০. বাংলাদেশের কোন চিত্রশিল্পী নিজেকে 'পটুয়া' বলেন?
ক. জয়নুল আবেদীন খ. কামরুল হাসান
গ. সফিউদ্দিন আহমেদ ঘ. আবদুল বাসেত

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	খ	৪	ঘ	৫	গ	৬	ক	৭	ঘ	৮	ক	৯	খ	১০	খ
১১	ঘ	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	খ	১৬	গ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	খ	২৩	গ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	খ	৩৬	খ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	ঘ	৪৫	গ	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	গ	৪৯	ঘ	৫০	ক
৫১	ঘ	৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	গ	৫৫	খ	৫৬	খ	৫৭	ক	৫৮	ঘ	৫৯	খ	৬০	ক
৬১	ঘ	৬২	গ	৬৩	ঘ	৬৪	ঘ	৬৫	খ	৬৬	গ	৬৭	ক	৬৮	ঘ	৬৯	গ	৭০	খ
৭১	খ	৭২	খ	৭৩	খ	৭৪	ক	৭৫	ক	৭৬	গ	৭৭	গ	৭৮	ক	৭৯	ঘ	৮০	ক
৮১	গ	৮২	গ	৮৩	খ	৮৪	ঘ	৮৫	গ	৮৬	গ	৮৭	ঘ	৮৮	খ	৮৯	খ	৯০	ঘ
৯১	গ	৯২	গ	৯৩	খ	৯৪	ক	৯৫	খ	৯৬	গ	৯৭	খ	৯৮	খ	৯৯	ঘ	১০০	গ
১০১	ক	১০২	গ	১০৩	ঘ	১০৪	খ	১০৫	গ	১০৬	ক	১০৭	খ	১০৮	গ	১০৯	খ	১১০	খ
১১১	ক	১১২	ঘ	১১৩	ঘ	১১৪	ঘ	১১৫	ক	১১৬	ক	১১৭	গ	১১৮	খ	১১৯	ঘ	১২০	খ

১. ১৯৯৭ সালে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সভাপতি কে?
ক. শামসুল হক খ. মুস্তফা চৌধুরী
গ. আজাদ চৌধুরী ঘ. এ এস এইচ কে সাদেক উত্তর: ক

২. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি- ২০১০ কার নেতৃত্বে প্রণীত হয়?
ক. অধ্যাপক কবীর চৌধুরী খ. অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা
গ. অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
ঘ. অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী উত্তর: ক

৩. বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি কোন সালে গৃহীত হয়?
ক. ২০০৯ খ. ২০১০
গ. ২০১১ ঘ. ২০১২ উত্তর: খ

৪. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ কোন ক্লাস পর্যন্ত?
ক. পঞ্চম শ্রেণি খ. ষষ্ঠ শ্রেণি
গ. সপ্তম শ্রেণি ঘ. অষ্টম শ্রেণি উত্তর: ঘ

৫. ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাধ্যমিক স্তর কোন শ্রেণি পর্যন্ত?
ক. ৬ষ্ঠ-অষ্টম শ্রেণি খ. ৮ম-১০ম শ্রেণি
গ. ৯ম-১০ম শ্রেণি ঘ. ৯ম-দ্বাদশ শ্রেণি উত্তর: ঘ

৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কোনটির অধীনে?
ক. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
খ. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গ. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
ঘ. কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর উত্তর: খ

৭. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মূল লক্ষ্যদল কারা?
ক. কম পারদর্শী শিক্ষার্থী খ. ঝরে পড়া শিক্ষার্থী
গ. প্রতিবন্ধীতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ঘ. অমনোযোগী শিক্ষার্থী উত্তর: খ

৮. উপমহাদেশে প্রথম নৈশ বিদ্যালয় করা হয় কত সালে?
ক. ১৯১৮ সালে খ. ১৮৯৯ সালে
গ. ১৭৭৮ সালে ঘ. ১৮৭২ সালে উত্তর: ক

৯. **বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম শুরু হয় কত সালে?**
ক. ১৯৭৬ সালে খ. ১৯৭৯ সালে
গ. ১৯৯০ সালে ঘ. ১৯৯১ সালে উত্তর: ঘ

১০. **বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে এনজিও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের নাম?**
ক. এনজিও স্কুল খ. শিশু বিদ্যালয়
গ. আনন্দ স্কুল ঘ. প্রি-স্কুল উত্তর: গ

১১. **বাংলাদেশে কোনটি নিরক্ষরমুক্ত জেলা?**
ক. ময়মনসিংহ খ. রংপুর
গ. রাজশাহী ঘ. লালমনিরহাট উত্তর: গ,ঘ

১২. **NAPE কি?**
ক. জাতীয় শিক্ষানীতি
খ. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি
গ. জাতীয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন কেন্দ্র
ঘ. জাতীয় জনশিক্ষা একাডেমি উত্তর: খ

১৩. **National Academy for Primary Education (NAPE) কোথায় অবস্থিত?**
ক. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর খ. ময়মনসিংহ শহরে
গ. গাজীপুরে ঘ. ঢাকা শহরে উত্তর: খ

১৪. **জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক. ঢাকা খ. রাজশাহী
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বগুড়া উত্তর: গ

১৫. **কথকলিপি ডশ?**
ক. বিখ্যাত উপন্যাস খ. বিখ্যাত নাটক
গ. বর্ণমালার ইলেকট্রিক বই ঘ. ধারাবাহিক টিভি নাটক উত্তর: গ

১৬. **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হয় কখন?**
ক. ১৫ মার্চ, ১৯৯৯ খ. ১৫ মার্চ, ২০০০
গ. ১৫ মার্চ, ২০০১ ঘ. ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ উত্তর: গ

১৭. **'JSC' অর্থ কী?**
ক. Jute Survey Commission
খ. Justice Social Council
গ. Junior School Certificate
ঘ. Junior School Council উত্তর: গ

১৮. **উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয় কোন সালে?**
ক. ২০০০ খ. ২০০২
গ. ২০০৩ ঘ. ২০০১ উত্তর: গ

১৯. **বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কতটি?**
ক. একটি খ. দুইটি
গ. পাঁচটি ঘ. সাতটি উত্তর: ক

২০. **বাংলাদেশে প্রথম মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়?**
ক. ১৯৮৫ সালে খ. ১৯৮৬ সালে
গ. ১৯৯৫ সালে ঘ. ১৯৯৬ সালে উত্তর: ক

২১. **কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস-চ্যান্সেলর হলেন?**
ক. অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম
খ. অধ্যাপক ড. গোলাম মওলা
গ. অধ্যাপক ড. ইউসুফ হায়দার
ঘ. অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসেন উত্তর: খ

২২. **ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম কী?**
ক. কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
খ. কাজী জরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
গ. কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ. কবি নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: ক

২৩. **বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়??**
ক. ২০০৮ খ. ২০০৯
গ. ২০০৭ ঘ. ২০০৬ উত্তর: ক

২৪. **বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক. ২০০৮ খ. ২০০৯
গ. ২০১০ ঘ. ২০১১ উত্তর: ঘ

২৫. **'শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়' কোথায় অবস্থিত?**
ক. গোপালগঞ্জ খ. জামালপুর
গ. নেত্রকোণা ঘ. কিশোরগঞ্জ উত্তর: গ

২৬. **বাংলাদেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিল কবে পাস হয়?**
ক. ১৯৯০ খ. ১৯৯১
গ. ১৯৯২ ঘ. ১৯৯৪ উত্তর: গ

২৭. **বাংলাদেশের প্রথম জাদুঘর কোনটি?**
ক. জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর খ. জাতীয় জাদুঘর
গ. বরেন্দ্র গবেষনা জাদুঘর ঘ. ঢাকা নগর জাদুঘর উত্তর: গ

২৮. **বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?**
ক. বগুড়া খ. রাজশাহী
গ. নাটোর ঘ. রংপুর উত্তর: খ

২৯. **বরেন্দ্র জাদুঘর পরিচালনা কর্তৃপক্ষ কোন প্রতিষ্ঠানের?**
ক. ইউনেস্কো খ. সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
গ. বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: ঘ

৩০. **মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রথম জাদুঘর 'শহিদ স্মৃতি সংগ্রহশালা' কোথায় অবস্থিত?**
ক. সেগুন বাগিচা খ. টুঙ্গিপাড়ায়
গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: ঘ

৩১. **'সাহিত্যিকী' পত্রিকাটি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়?**
ক. বাংলা একাডেমি খ. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
গ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: ঘ

৩২. **বাংলাদেশের প্রথম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়টি যে শহরে অবস্থিত?**
ক. দিনাজপুর খ. চট্টগ্রাম
গ. বরিশাল ঘ. ময়মনসিংহ উত্তর: ঘ

৩৩. **বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন এবং সর্ববৃহৎ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঠিক নাম কী?**
ক. শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
খ. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
গ. ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ. হাজী দানেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: খ

৩৪. **বাংলাদেশের একমাত্র কৃষি জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?**
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
খ. বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
গ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর উত্তর: খ

৩৫. **BUET এর পূর্ণরূপ কী?**
ক. Bangladesh University of Engineering & Technology
খ. Bangladesh University of Energy & Trade
গ. Bangladesh University of Engineering & Terminology
ঘ. Bangladesh University of Equity Trust উত্তর: ক

৩৬. **বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইটের নাম কী?**
ক. বিকন অন্বেষা খ. ব্রাক অন্বেষা
গ. নোয়া ১৫ ঘ. নোয়া ১৯ উত্তর: খ

৩৭. বাংলাদেশের প্রথম ন্যানো স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে?
ক. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ. বুয়েট
গ. ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয় ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর: গ

৩৮. CGPA এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Calculated Grade Point Aggregate
খ. Cumulative Grade Point Average
গ. Central Grade Point Average
ঘ. Coro Grade Point Aggregate উত্তর: খ

৩৯. 'বেবি জিংক' ট্যাবলেটের আবিষ্কারক প্রতিষ্ঠানের নাম কী?
ক. FAO খ. icddr,b
গ. WHO ঘ. UNICEF উত্তর: খ

৪০. ২০০১ সালে কোন প্রতিষ্ঠানটি বিল গেটস পদক অর্জণ করেন?
ক. আইসিডিডিআরবি
খ. এটমিক এ্যানার্জি কমিশন
গ. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
ঘ. বিসিএসআইআর উত্তর: ক

৪১. এ দেশে বেসরকারি পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি চালু হয় কবে?
ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৫৩ সালে
গ. ১৯৬০ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে উত্তর: খ

৪২. বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিলের বর্তমান নাম কী?
ক. বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল
খ. বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
গ. বাংলাদেশ সেবা পরিদপ্তর
ঘ. বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর উত্তর: খ

৪৩. বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সামাজিক সমস্যা কোনটি?
ক. খাদ্য সমস্যা খ. নিরক্ষরতা সমস্যা
গ. মাদকাসক্তি সমস্যা ঘ. জনসংখ্যা সমস্যা উত্তর: ঘ

৪৪. জনসংখ্যার আধিক্য রোধকল্পে বাংলাদেশে কবে জাতীয় জনসংখ্যা নীতি প্রণীত হয়?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৯৭৩ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে উত্তর: ঘ

৪৫. NIPORT কী?
ক. জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
খ. পোলট্রি ফার্ম বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
গ. নদীবন্দর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান
ঘ. বন্দর বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান উত্তর: ক

৪৬. 'সূর্যের হাসি' কিসের প্রতীক?
ক. রেড ক্রিসেন্টের খ. পল্লীমঙ্গল সমিতির
গ. মা ও শিশু স্বাস্থ্যের ঘ. হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের উত্তর: গ

৪৭. গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. ফজলে হাসান আবেদ খ. ডা. জাফরুল্লাহ
গ. ড. মুহম্মদ ইউনুস ঘ. রেজওয়ানা হাসান উত্তর: খ

৪৮. নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস?
ক. ২৪ মে খ. ২৬ মে
গ. ২৮ মে ঘ. ৩০ মে উত্তর: গ

৪৯. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে সম্প্রতি কোন টিকা অন্তর্ভুক্ত করায় নিউমোনিয়ার প্রকোপ কমে এসেছে?
ক. IPV খ. DPT
গ. PCV ঘ. BDG উত্তর: গ

৫০. ২১ মার্চ, ২০১৫ বাংলাদেশে টিকাদান কর্মসূচিতে কোন টিকা যুক্ত হয়?
ক. রুবেলা খ. ডিপথেরিয়া
গ. হাম ঘ. নিউমোনিয়া উত্তর: ঘ

৫১. কোন টিকাদান ইপিআই প্রোগ্রামে দেয়া হয় না?
ক. MMR খ. BCG
গ. DPT ঘ. Polio উত্তর: ক

৫২. কোন রোগটি বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে?
ক. টিটেনাস খ. পোলিও
গ. হাম ঘ. জলাতঙ্ক উত্তর: খ

৫৩. ১৯৭৪ সালের শিশু আইনানুযায়ী বাংলাদেশের শিশুদের বয়স কত পর্যন্ত?
ক. ১২ খ. ১৪
গ. ১৬ ঘ. ১৮ উত্তর: গ

৫৪. বাংলাদেশের জাতীয় শিশুনীতি অনুযায়ী শিশুর বয়স?
ক. ০ থেকে ৮ বছর খ. ১ থেকে ১০ বছর
গ. জন্ম থেকে ১৮ বছর ঘ. ১ থেকে ১২ বছর উত্তর: গ

৫৫. কবে বাংলাদেশে শিশু অধিকার সনদ বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অঙ্গীকার নেয়?
ক. ১৯৯০ সালের ৩ আগস্ট খ. ১৯৯০ সালের ৩ মে
গ. ১৯৯০ সালের ৩ জুলাই ঘ. ১৯৯০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর উত্তর: ক

Class Exam

১. **বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা কোনটি?**
ক) কুমিল্লা খ) ঢাকা
গ) ময়মনসিংহ ঘ) চট্টগ্রাম

২. **বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন রয়েছে?**
ক) সিলেট খ) খুলনা
গ) ঢাকা ঘ) রংপুর

৩. **বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলা (আয়তন) কোনটি?**
ক) নওয়াবগঞ্জ খ) নারায়ণগঞ্জ
গ) মেহেরপুর ঘ) সাতক্ষীরা

৪. **আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিভাগ কোনটি?**
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
গ) খুলনা ঘ) রাজশাহী

৫. **বরকল উপজেলা কোন জেলার অন্তর্গত?**
ক) খাগড়াছড়ি খ) বান্দরবান
গ) রাঙ্গামাটি ঘ) চট্টগ্রাম

৬. **বাংলাদেশের দেউলিয়া আইন কখন পাশ হয়?**
ক) ১৯৯৯ খ) ১৯৯৭
গ) ২০০৭ ঘ) ১৯৯১

৭. **বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন চালু হয়–**
ক) ২০০০ সালে খ) ২০০২ সালে
গ) ২০০৩ সালে ঘ) ২০০৪ সালে

৮. **বাংলাদেশের সংবিধানের আইনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে?**
ক) ১০৭ ধারা খ) ৮২ ধারা
গ) ১৫২ ধারা ঘ) ১৫৩ ধারা

৯. **অবৈধ অর্থব্যবহার ও লেনদেন রোধে যে আইনটি ব্যবহার করা হয়–**
ক) অবৈধ অর্থ লেনদেন আইন
খ) মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন আইন
গ) অর্থ ব্যবহার ও লেনদেন আইন
ঘ) মানি লন্ডরিং আইন

১০. **মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের প্রধান উদ্দেশ্য কী?**
ক) কালো টাকা সাদা করা
খ) কর আদায় বৃদ্ধি করা
গ) অপ্রদর্শিত আয় চিহ্নিত করা
ঘ) সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা

উত্তরমালা

১	খ
২	গ
৩	খ
৪	খ
৫	গ
৬	খ
৭	ক
৮	গ
৯	খ
১০	ঘ